ইসাইয়া

১আমোজের সন্তান ইসাইয়ার দর্শন; তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার
সময়ে যুদা ও যেরুসালেম সম্বন্ধেই এই দর্শন পান।

অকৃতজ্ঞ এক জাতির বিরুদ্ধে বাণী

২ শোন, আকাশমণ্ডল; কান দাও, পৃথিবী; কারণ প্রভু কথা বলছেন:
'আমি সন্তানদের লালন-পালন করেছি, তাদের পোষণ করেছি,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
৩ বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে,
কিন্তু ইস্রায়েল জানে না; না, আমার জনগণ বোঝে না।'
৪ ধিক্ সেই পাপিষ্ঠ জাতিকে, শঠতায় ভারগ্রস্ত সেই জনগণকে!
আহা, অপকর্মার বংশ, বিকৃত-মনা সন্তানেরা!
তারা প্রভুকে ত্যাগ করেছে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর প্রতি পিঠ ফিরিয়েছে!
৫ তোমাদের আর কেন প্রহারিত হতে হবে?
তোমরা তো বিদ্রোহ করে চল!
গোটা মাথাই ব্যথিত, গোটা হৃদয়ই পীড়িত।
৬ পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত সুস্থ কোন স্থান নেই;
শুধু ক্ষত, প্রহারচিহ্ন, খোলা ঘা,
যা পরিষ্কার করা হয়নি, বাঁধা হয়নি, তেল দিয়ে নরমও করা হয়নি।
৭ তোমাদের দেশ একটা ধ্বংসস্থান,
তোমাদের শহরগুলো আগুনে পোড়া,
তোমাদের ভূমি—তা তো বিদেশীরা তোমাদের চোখের সামনেই গ্রাস করছে,
তা এমন ধ্বংসস্থানের মত, যা বিদেশীদের হাতে বিনষ্ট।
৮ সিয়োন কন্যা একা হয়ে পড়েছে, তা যেন আঙুরখেতে কুটিরের মত,
শসাখেতে কুড়েঘরের মত, অবরুদ্ধ এক নগরীর মত!
৯ সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছুটা লোককে অবশিষ্ট না রাখতেন,
তবে আমরা সদোমের মত হতাম, গমোরার সদৃশ।

কপটতার বিরুদ্ধে বাণী

১০ সদোমের শাসনকর্তারা, প্রভুর বাণী শোন;
গমোরার লোকেরা, আমাদের পরমেশ্বরের নির্দেশবাণীতে কান দাও।
১১ প্রভু একথা বলছেন, 'তোমাদের এই অসংখ্য বলিদানে আমার কী?
ভেড়ার আহুতির প্রতি ও বাছুরের চর্বির প্রতি আমার আর রুচি নেই;
বৃষ বা মেষশাবক বা ছাগ—এই সমস্তের রক্তে আমি তো প্রীত নই!
১২ তোমরা যখন আমার শ্রীমুখদর্শন করতে আস,
তখন তোমাদের কাছে কেইবা এমন দাবি রেখেছে যে,
এতগুলো পা আমার সমস্ত প্রাঙ্গণ মাড়াবে?

১৩ এই সমস্ত শস্য-নৈবেদ্য আমার কাছে আর নিয়ে এসো না;
সেগুলির ধূম আমার কাছে জঘন্যই লাগে; অমাবস্যা, সাব্বাৎ, ধর্মসভা
—অধর্ম ও সেইসঙ্গে পর্বোৎসব, আমি তা সহ্য করি না;
১৪ তোমাদের অমাবস্যা ও যত সম্মেলন আমি ঘৃণা করি;
তা আমার পক্ষে এমন বোঝা যা আমি বইতে ক্লান্ত হয়েছি।
১৫ তোমরা হাত বাড়ালে আমি তোমাদের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই;
যদিও তোমরা তোমাদের প্রার্থনা শতগুণে বাড়াও, তবু আমি কান দেব না।
তোমাদের হাত বেয়ে রক্তই ঝরে!
১৬ তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর,
আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও;
অনাচার ত্যাগ কর;
১৭ সদাচরণ করতে শেখ:
ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারীকে শাসন কর;
এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর।
১৮ এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—
সিঁদুরে লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে;
রক্ত-লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।
১৯ তোমরা অনুগত ও বাধ্য হলে ভূমির উত্তম ফল খাবে;
২০ কিন্তু জেদি ও অবাধ্য হলে খড়্গাই তোমাদের খেয়ে ফেলবে;
কারণ প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে।'

যেরুসালেমের উপরে বিলাপ

২১ দেখ, বিশ্বস্ত নগরী কেমন বেশ্যা হয়েছে!
সে তো ন্যায়নীতিতে পূর্ণ ছিল,
ধর্মময়তা তার মধ্যে বসবাস করত,
কিন্তু এখন—সে খুনী!

২২ তোমার রুপো খাদে পরিণত হয়েছে,
তোমার আঙুররসে এখন জল মেশানো।
২৩ তোমার জননায়কেরা বিদ্রোহী;
তারা চোরদের সঙ্গী;
প্রত্যেকেই উপহার ভালবাসে,
উৎকোচের অন্বেষী;
তারা এতিমের সুবিচার আর করে না,
বিধবার বিবাদও তাদের কাছে আর কখনও এসে পৌঁছে না।

২৪ সেজন্য—সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের সেই শক্তিশালী প্রভুর উক্তি:
'আহা, আমি আমার বিরোধীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করব,
আমার শত্রুদের প্রতিফল দেব।

২৫ তোমার উপরে আমার হাত বাড়াব,
তোমার যত খাদ পটাশ দিয়ে শোধন করব,

তোমার সমস্ত গাদ একেবারে সরিয়ে দেব।

২৬ আমি তোমার বিচারকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব—ঠিক যেমনটি আগে ছিল,
তোমার মন্ত্রীদেরও—ঠিক যেমনটি আদিতে ছিল।
তারপরে তোমাকে ধর্মময়তার নগরী ও বিশ্বস্ত নগরী বলে ডাকা হবে।'

২৭ সিয়োন ন্যায্যতা দ্বারা মুক্ত করা হবে,
ও তার যে লোকেরা ফিরবে, তারা ধর্মময়তা দ্বারা মুক্তি পাবে।
২৮ কিন্তু বিদ্রোহী ও পাপী সবাই মিলে বিধ্বস্ত হবে,
প্রভুকে যারা ত্যাগ করেছে, তাদেরও বিনাশ হবে।

পবিত্র গাছের বিরুদ্ধে বাণী

২৯ সেই যে সমস্ত ওক্ গাছে তোমরা প্রীত ছিলে,
সেগুলোর বিষয়ে তোমাদের লজ্জা লাগবে ;
সেই যে সমস্ত উদ্যান তোমরা বেছে নিয়েছিলে,
সেগুলোর বিষয়ে লজ্জায় লাল হয়ে যাবে।
৩০ কারণ তোমরা হয়ে উঠবে যেন শুষ্ক পল্লব-ওক্ গাছের মত,
যেন জলহীন উদ্যানের মত।
৩১ শক্তিশালী মানুষ হয়ে উঠবে যেন খড়কুটোর মত,
তার কর্মকান্ড যেন স্ফুলিঙ্গের মত :
দু'টোই মিলে জ্বলে উঠবে,
কেউই তা নিভিয়ে দেবে না।

চিরন্তন শান্তি

২আমোজের সন্তান ইসাইয়া যুদা ও যেরুসালেম সম্বন্ধে এ দর্শন পান :

২ সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে।
৩ বহু জাতি এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'
কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুসালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
৪ তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।
তারা নিজেদের খড়্গা পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গা উঁচু করবে না,

তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।
৫ যাকোবকুল, চল,
প্রভুর আলোতে চলি।

প্রভুর দিন

৬ তুমি তো তোমার আপন জনগণকে,
সেই যাকোবকুলকে পরিত্যাগ করেছ,
কারণ তারা পুবদেশের মন্ত্রজালিকে ভরা,
ফিলিস্তীনিদের মত দৈবগণনা চর্চা করে,
বিজাতীয়দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।
৭ দেশ রুপো ও সোনায় ভরা, তার ধনরাশির সীমা নেই;
দেশ ঘোড়ায় ভরা, তার রথের সংখ্যা নেই।
৮ দেশ দেবমূর্তিতে ভরা:
তারা তাদের নিজেদের হাতের কাজের সামনে প্রণত হয়,
তাদের আঙুল যা গড়েছে, তারই সামনে!
৯ এজন্য আদমকে অবনমিত করা হবে,
মানুষকে নমিত করা হবে;
তুমি তাদের আবার উচ্চ করো না।

১০ শৈলের মধ্যে যাও, ধুলায় লুকাও,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে।
১১ আদম নিজের উদ্ধত চোখ নত করবে,
অবনমিত হবে মানুষের গর্ব;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।

১২ কেননা যা কিছু গর্বিত ও উদ্ধত,
যা কিছু উচ্চ করা হয়, সেই সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধে
সেনাবাহিনীর প্রভুর এমন দিন আসছে,
যেন তাদের সকলকে নত করা হয়—
১৩ লেবাননের উচ্চ ও উন্নত সমস্ত এরসগাছের বিরুদ্ধে,
বাশানের সমস্ত ওক্ গাছের বিরুদ্ধে,
১৪ উচ্চ যত পর্বতের বিরুদ্ধে,
গর্বোদ্ধত সমস্ত উপপর্বতের বিরুদ্ধে,
১৫ অতি উচ্চ যত দুর্গের বিরুদ্ধে,
অগম্য সমস্ত নগরপ্রাচীরের বিরুদ্ধে,
১৬ তার্সিসের সমস্ত জাহাজের বিরুদ্ধে,
বহুমূল্য বলে যা গণ্য, সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে!

১৭ আদমের দর্প নত করা হবে,
মানুষের গর্ব অবনমিত করা হবে;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন,

১৮ আর যত দেবমূর্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে।
১৯ লোকেরা শৈলের গুহাতে ও পৃথিবীর ফাটলের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।

২০ সেদিন প্রত্যেকেই পূজার জন্য তৈরি করা যত রুপোর মূর্তি ও সোনার মূর্তি ইঁদুরের ও বাদুড়ের
কাছে ফেলে দেবে,

২১ এবং শৈলের ফাটলে ও খাড়া পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।
২২ তাই তোমরা আদম-সঙ্গ ত্যাগ কর,
যার নাকে রয়েছে শ্বাসমাত্র!
তাকে কী মূল্য দেওয়া যায়?

যেরুসালেমে নৈরাজ্য

৩ দেখ, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু যেরুসালেম ও যুদা থেকে
যত রকম সম্বল হরণ করতে যাচ্ছেন;
হরণ করতে যাচ্ছেন সমস্ত অন্নভাণ্ডার, সমস্ত জলভাণ্ডার,
২ বীর ও যোদ্ধা,
বিচারকর্তা ও নবী,
গণক ও প্রবীণ,
৩ পঞ্চাশপতি ও সম্ভ্রান্ত মানুষ,
মন্ত্রী, বিজ্ঞ জাদুকর, নিপুণ মন্ত্রজালিক
—সকলকেই হরণ করতে যাচ্ছেন তিনি।
৪ আমি তাদের নেতারূপে বালকদের নিযুক্ত করব,
রাস্তার ছেলেরাই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাবে।
৫ লোকে একে অপরের হাতে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর হাতে হবে দুর্ব্যবহারের বস্তু:
তরুণ বৃদ্ধের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখাবে,
নিচু শ্রেণীর মানুষ উচ্চ বংশের মানুষকে অসম্মান করবে।
৬ হ্যাঁ, পিতৃগৃহে মানুষ এই বলে তার আপন ভাইকে ধরবে,
'তোমার আলোয়ান আছে, আমাদের নেতা হও,
এই ধ্বংসস্তূপের ভার তুমিই হাতে নাও।'
৭ কিন্তু সেদিন সেই লোক প্রত্যুত্তরে বলে উঠবে,
'আমি তো চিকিৎসক নই;
আমার ঘরে নেই রুটি, নেই বস্ত্র;
আমাকে জননেতা করো না।'
৮ বস্তুত যেরুসালেম এবার বিধ্বস্ত, যুদা পতিত,

কারণ তাদের জিহ্বা ও কর্ম, সবই প্রভুর প্রতিকূল,
তাঁর গৌরবময় দৃষ্টির প্রতি অপমান!
৯ তাদের ব্যক্তি-পক্ষপাত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে,
সদোমের মত তারা নিজেদের পাপ প্রচার করে বেড়াচ্ছে,
তা গোপন রাখে না। ধিক্ তাদের!
নিজেরাই নিজেদের অমঙ্গল ঘটাতে যাচ্ছে।
১০ বল: ধার্মিক মানুষ সুখী! তার মঙ্গল হবে,
সে তার নিজের কর্মফল ভোগ করবে।
১১ ধিক্ দুর্জনকে! তার অমঙ্গল ঘটবে,
সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।
১২ আমার জনগণ! একটি বাচ্চাই তাদের পীড়ন করছে,
মেয়েরাই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে!
হে আমার আপন জাতি, তোমার পথদিশারীরাই তোমাকে পথভ্রষ্ট করছে,
তোমার চলার পথ তারাই নষ্ট করছে।
১৩ প্রভু অভিযোগ তোলার জন্য উঠেছেন,
জনগণের বিচার করতে দাঁড়িয়েছেন।
১৪ প্রভু আপন জনগণের প্রবীণদের ও নেতাদের বিচার করতে যাচ্ছেন:
'তোমরাই আঙুরখেত গ্রাস করে ফেলেছ,
দীনহীনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস তোমাদেরই ঘরে রয়েছে।
১৫ কোন্ অধিকারেই বা তোমরা আমার জনগণকে চূর্ণবিচূর্ণ করছ?
কোন্ অধিকারেই বা দীনহীনের মুখ গুঁড়ো করে দিচ্ছ?'
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি!

যেরুসালেমের স্ত্রীলোকেরা

১৬ প্রভু আরও বলছেন:
'সিয়োনের কন্যারা গর্বিতা,
তারা ঘাড় উচ্চ করে কটাক্ষপাত করে বেড়ায়,
ছোট ছোট পদক্ষেপ ফেলে,
ও পায়ে রণরণি শব্দ করে,
১৭ এজন্য প্রভু সিয়োনের কন্যাদের মাথা টাকপড়া করবেন,
প্রভু তাদের খুলি চুলছাড়া করবেন।'

১৮ সেদিন প্রভু তাদের পায়ের নূপুর, জালিবস্ত্র ও চন্দ্রহার, ১৯ ঝুমকো, চুড়ি, ঘোমটা, ২০
ললাটভূষণ, পায়ের মল, গলার হার, আতরের কৌটা, বাজু, ২১ আঙটি, নথ, ২২ পর্বীয় পোশাক,
চাদর, শাল, ঝালী, ২৩ আয়না, ক্ষোমবস্ত্র, শিরোভূষণ ও আলোয়ান—এই সমস্ত বেশভূষা খুলে
নেবেন।

২৪ আর তখন সুগন্ধির বদলে থাকবে পচন,
গলার হারের বদলে দড়ি,
কায়দা করে চুলবিন্যাসের বদলে টাক,
দামী পোশাকের বদলে চটের পটি,

সৌন্দর্যের বদলে লজ্জাকর দাগ।

যেরুসালেমের দুরবস্থা

২৫ 'তোমার বীরপুরুষেরা খড়্গের আঘাতে,
তোমার যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়বে।'
২৬ তার যত নগরদ্বার হাহাকার ও বিলাপ করবে,
আর সে মাটিতে শুয়ে থাকবে—উৎসন্না হয়ে!

৪ সেদিন সাতজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে ধরে বলবে: 'আমরা আমাদের নিজেদের রুটি খাব, আমাদের নিজেদের পোশাক পরব; শুধু আমাদের তোমার নাম বহন করতে দাও। আমাদের অপমান দূর কর।'

প্রভুর বীজাঙ্কুর

২ সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে;
ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে,
তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।
৩ সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে,
যেরুসালেমে যে কেউ বাকি থাকবে,
তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,
—অর্থাৎ তারা, যেরুসালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।
৪ প্রভু বিচারের আত্মা ও দহনের আত্মা দ্বারা
সিয়োন কন্যাদের মলিনতা ধৌত করার পর,
যেরুসালেমের মধ্য থেকে যত রক্তচিহ্ন মুছে দেবার পর
৫ প্রভু সিয়োন পর্বতের সমস্ত আবাসের উপরে
ও সেখানে সমবেত সকলের উপরে সৃষ্টি করবেন
দিনের বেলায় একটি মেঘ,
ও রাতের বেলায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখাময় ধূম;
হ্যাঁ, সমস্ত কিছুর উপরে
ঐশগৌরব যেন চাঁদোয়ার মত বিরাজ করবে,
৬ পর্ণকুটিরের মত দিনমানের গরমে দেবে ছায়া,
ঝড় ও বর্ষার দিনে দেবে আশ্রয় ও ছাউনি।

আঙুরলতা বিষয়ক গান

৫ আমার সখার উদ্দেশে আমি একটা গান গাইব,
তার আঙুরখেতের প্রেমগান।
আমার সখার ছিল একটা আঙুরখেত,
উর্বরতম এক উপপর্বতের উপর।
২ সে তার চারপাশ কোদাল দিয়ে কোপাল, তার যত পাথর তুলে ফেলল,
সেখানে পুঁতল সেরা আঙুরগাছ;
তার মাঝখানে একটা উচ্চ দুর্গ গেঁথে তুলল,

মাড়াইকুন্ডও খুঁড়ে নিল।
সে প্রত্যাশা করছিল, লতায় ফল ধরবে,
কিন্তু ধরল বুনো আঙুর।
৩ তাই এখন, যেরুসালেম-অধিবাসীরা ও যুদার মানুষ, বিনয় করি,
আমার ও আমার আঙুরখেতের মধ্যে তোমরাই বিচার কর।
৪ আমার আঙুরখেতে আমার পক্ষে আর এমন কী করার ছিল,
যা আমি করিনি?
আমি যখন প্রত্যাশা করছিলাম, আঙুরফল ধরবে,
তখন কেন তাতে ধরল বুনো আঙুর?

৫ এখন শোন, আমার আঙুরখেতের প্রতি যা করতে যাচ্ছি,
তা তোমাদের জানিয়ে দেব:
আমি তার বেড়া উঠিয়ে দেব যাতে খেতটা চারণমাঠ হয়ে যায়;
তার প্রাচীর ভেঙে ফেলব যাতে খেতটা পদদলিত হয়।
৬ আমি তা মরুভূমি করব,
তার লতা ছাঁটা হবে না, খেত কোদাল দিয়ে কোপানো হবে না,
সেখানে গজে উঠবে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ;
মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দেব, যেন তার উপর বৃষ্টির জল আর বর্ষণ না করে।
৭ আচ্ছা, ইস্রায়েলকুলই সেনাবাহিনীর প্রভুর আঙুরখেত,
যুদার মানুষই তাঁর সুখের চারাগাছ;
তিনি ন্যায় প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অন্যায়!
তিনি ধর্মময়তা প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অত্যাচারিতের চিৎকার!

অভিশাপ

৮ ধিক্ তোমাদের, যারা ঘরের সঙ্গে ঘর যোগ কর,
জমির সঙ্গে জমি যুক্ত কর;
শেষে আর জায়গা থাকবে না,
ফলে কেবল তোমরাই হবে দেশের বাসিন্দা।
৯ আমি নিজের কানেই সেনাবাহিনীর প্রভুর এই উক্তি শুনেছি,
‘একথা নিশ্চিত! বহু বহু বাড়ি ধ্বংসস্তূপ হবে,
বড় বড় সুন্দর সুন্দর হলেও তা নিবাস-বিহীন হবে।’
১০ কারণ ত্রিশ বিঘা আঙুরখেতে কেবল এক মণ আঙুররস উৎপন্ন হবে,
দশ মণ বীজে কেবল এক মণ শস্য উৎপন্ন হবে!

১১ ধিক্ তাদের, যারা সকালে সকালে উঠে
উগ্র পানীয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়,
যারা অনেক রাত করে যতক্ষণ না আঙুররস তাদের উত্তপ্ত করে তোলে!
১২ তাদের ভোজসভার জন্য বীণা ও সেতার,
খঞ্জনি ও বাঁশি ও আঙুররস আছে বটে,
কিন্তু প্রভুর কাজের দিকে তাদের নজর নেই,
তাঁর হাতের কাজ তারা দেখেই না।

১৩ এজন্যই আমার জনগণকে তাদের নির্বুদ্ধিতার ফলে দেশছাড়া করা হবে;
তাদের জননায়কেরা ক্ষুধায়,
তাদের লোকসমাজ তেষ্টার জ্বালায় নিঃশেষিত হবে।
১৪ এজন্য পাতাল গলদেশ ব্যাদান করছে,
মুখ খুলে হা করে আছে;
ওদের জননায়কেরা, ওদের লোকসমাজ,
ওদের কোলাহল ও নগরীর উল্লাস—সবই তার মধ্যে নেমে পড়বে।

১৫ আদমকে অবনমিত করা হবে,
মানুষকে নত করা হবে,
দর্পীদের চোখ অবনমিত হবে।
১৬ সেনাবাহিনীর প্রভুই সেই বিচারে উন্নীত হবেন,
সেই পবিত্রজন ঈশ্বরই ধর্মময়তায় নিজেকে পবিত্র বলে দেখাবেন।
১৭ তখন মেষশিশু যেন নিজ চারণমাঠে চরার মত চরে বেড়াবে,
ছাগশিশু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘাস পাবে।

১৮ ধিক্ তাদের, যারা ছলনার সুতো দিয়ে শঠতা টেনে বেড়ায়,
যারা গরুর গাড়ির দড়ি দিয়ে পাপ টেনে নেয়;
১৯ তারা বলে, 'তিনি দেরি না করে নিজ কাজ শীঘ্রই সেরে ফেলুন,
যেন আমরা তা দেখতে পাই;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের যত পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হোক,
সিদ্ধিই লাভ করুক,
যেন আমরা তার অভিজ্ঞতা করতে পারি।'

২০ ধিক্ তাদের, যারা মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ বলে,
অন্ধকার আলোয়, ও আলো অন্ধকারে পরিণত করে,
তিক্ততা মিষ্টতায়, ও মিষ্টতা তিক্ততায় রূপান্তরিত করে।

২১ ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের মনে করে প্রজ্ঞাবান,
নিজেদের গণ্য করে বুদ্ধিমান!

২২ ধিক্ তাদের, যারা আঙুররস পান করতে মহান,
উগ্র পানীয় মেশাতে বীর,
২৩ যারা উপহারের বিনিময়ে দোষীকে নির্দোষ করে,
ও নির্দোষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
২৪ এজন্যই অগ্নি-জিহ্বা যেমন খড়কুটো গ্রাস করে,
অগ্নিশিখা যেমন শুষ্ক ঘাস নিঃশেষ করে,
তেমনি তাদের শিকড় পচা কাঠের মত হবে,
তাদের ফুল ধুলার মত উড়ে যাবে;
কারণ তারা সেনাবাহিনীর প্রভুর নির্দেশবাণী প্রত্যাখ্যান করেছে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বচন অবজ্ঞা করেছে।

প্রভুর ক্রোধ

২৫ এজন্য তাঁর আপন জাতির উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠেছে,
আঘাত করতে তিনি তাদের উপরে হাত প্রসারিত করেছেন;
এজন্য পাহাড়পর্বত কম্পিত হল,
ওদের লাশ রাস্তার মধ্যে আবর্জনারই মত হল।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

দূরবর্তী এক জাতির হুমকি

২৬ তিনি দূরবর্তী এক জাতির দিকে একটা নিশানা উত্তোলন করবেন,
পৃথিবীর প্রান্তবাসীদের জন্য শিস দেবেন,
আর দেখ, তারা দ্রুতপদে শীঘ্রই আসবে।
২৭ তাদের মধ্যে কেউই ক্লান্ত নয়, হোঁচট খায় না কেউ,
কারও তন্দ্রাভাব হয় না, কেউই ঘুমোয় না,
তাদের কটিবন্ধনী খুলে যায় না,
তাদের পাদুকার বাঁধন ছেঁড়ে না।
২৮ তাদের তীর ধারালো,
তাদের ধনুকে চাড়া দেওয়া;
তাদের ঘোড়ার ক্ষুর চক্‌মকি পাথরের মত,
তাদের রথের চাকাগুলো ঘূর্ণিবায়ুর মত।
২৯ তাদের হুঙ্কার সিংহীর হুঙ্কারের মত,
তারা যুবসিংহদের মত গর্জন করে,
গর্জন করতে করতে তারা শিকার ধরে ফেলে,
তা নিয়ে পালিয়ে যায়—উদ্ধার করার মত কেউ নেই!
৩০ তারা সেদিন এদের উপরে
সমুদ্রগর্জনের মত গর্জে উঠবে।
তখন পৃথিবীর দিকে তাকাও:
দেখ, সবই অন্ধকার ও সঙ্কট!
আলোও মেঘমণ্ডলে অন্ধকারময়!

ইসাইয়াকে আহ্বান

৬যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও উন্নত এক সিংহাসনে
প্রভু সমাসীন। মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ। ২ তাঁর ঊর্ধ্বে রয়েছে এক দল সেরাফ,
তাঁদের প্রত্যেকের ছ'টা করে ডানা; দু'টো ডানা দিয়ে তাঁরা নিজ মুখ ঢেকে রাখছেন, দু'টো ডানা
দিয়ে পা ঢেকে রাখছেন, দু'টো ডানা দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। ৩ তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অপরকে
বলছিলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।
সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।'

৪ তাঁদের উচ্চকণ্ঠের স্বরধ্বনিতে প্রবেশদ্বারের কবাট কাঁপছিল, একইসময়ে গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ

হয়ে উঠল। ৫ আমি তখন বলে উঠলাম,

‘হায়, এবার আমার বিনাশ উপস্থিত!
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ,
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি;
অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুকে দেখল।’

৬ তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা
তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন। ৭ তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করে
বললেন,

‘দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে,
তোমার শঠতা ঘুচে গেল,
তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।’

৮ পরে আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, ‘কাকে আমি প্রেরণ করব? আমাদের
হয়ে কেইবা যাবে?’ আমি উত্তর দিয়ে বললাম, ‘এই যে আমি, আমাকে প্রেরণ কর।’ ৯ তিনি
বললেন,

‘তবে যাও, এই জনগণকে বল:
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝো না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হয়ো না!
১০ তুমি এই জনগণের হৃদয় স্থূল কর,
এদের কান খাটো কর, এদের চোখ বন্ধ করে দাও,
পাছে এরা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, হৃদয়ে বোঝে,
এবং পথ ফিরিয়ে নিরাময় হয়।’

১১ আমি বললাম, ‘প্রভু, কতদিন ধরে?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘যতদিন না শহরগুলো বিধ্বস্ত ও
নিবাস-বিহীন হয়, বাড়ি-ঘর জনশূন্য হয়, ভূমি ধ্বংসস্থান হয়ে একেবারে উৎসন্ন হয়, ১২
সেনাবাহিনীর প্রভু লোকদের দূর করেন, দেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, ততদিন ধরে। ১৩ তার দশ
ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকলে তাও দাহনে আবার গ্রাস করা হবে, সেই ওক্ ও তার্পিন গাছের
মত, যার পতন হলে তার শুধু গুঁড়ি থাকে; বস্তুত এই জাতির মূলকাণ্ড হবে পবিত্র এক বংশ।’

এই পরিস্থিতিতে ইসাইয়ার ভূমিকা

৭যুদা-রাজ উজ্জিয়ার পৌত্র যোথামের সন্তান আহাজের সময়ে আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার
সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুসালেম আক্রমণ করার জন্য রণ-অভিযানে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তা
জয় করতে পারলেন না। ২ দাউদকুলকে এই খবর দেওয়া হল, ‘আরামীয়েরা এফ্রাইম অঞ্চলে
শিবির বসিয়েছে।’ তখন তাঁর হৃদয় ও তাঁর প্রজাদের হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল, ঠিক যেমন
বনের গাছপালা বাতাসের আঘাতে আলোড়িত হয়। ৩ তখন প্রভু ইসাইয়াকে বললেন, ‘তুমি ও
তোমার ছেলে শেয়ার-যাশুব দু’জনে বেরিয়ে পড়; উপরের দিঘির নালার শেষ মাথায় গিয়ে ধোপার
মাঠের রাস্তায় আহাজের সঙ্গে দেখা কর। ৪ তুমি তাকে একথা বলবে: সাবধান, অস্থির হয়ো না;
ওই দুই ধূমময় কাঠের টুকরোর জন্য, আরামীয়দের সেই রেজিনের ও রেমালিয়ার সন্তানের প্রচণ্ড
ক্রোধের কারণে ভয় পেয়ো না, তোমার হৃদয় ভেঙে না পড়ুক। ৫ এই কারণেও ভয় পেয়ো না যে,

আরাম, এফ্রাইম ও রেমালিয়ার সন্তান তোমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে; তারা নাকি বলছে, ৬
এসো, আমরা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাই, তাকে ধ্বংস করি, আমাদের পক্ষে যোগ দিতে
তাকে বাধ্য করি; তারপর সেখানে রাজপদে টাবেয়েলের সন্তানকে বসাব। ৭ প্রভু পরমেশ্বর একথা
বলছেন:

তেমন কিছু ঘটবে না, তা কখনও হবে না!
৮ কারণ আরামের মাথা দামাস্কাস,
ও দামাস্কাসের মাথা রেজিন;
আরও পঁয়ষট্টি বছর কেটে যাবে,
পরে এফ্রাইম জাতিরূপে আর থাকবে না।
৯ সামারিয়ার মাথা এফ্রাইম,
ও এফ্রাইমের মাথা রেমালিয়ার সন্তান।
কিন্তু তোমরা যদি আমার উপর আস্থা না রাখ,
সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

ইম্মানুয়েলের চিহ্ন

১০ প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তাঁকে বললেন, ১১ 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
কাছে একটা চিহ্ন যাচ্‌না কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।' ১২ কিন্তু আহাজ
উত্তরে বললেন, 'আমি যাচ্‌না করব না; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।' ১৩ তখন তিনি বললেন,

'হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন:
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে?
১৪ তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।
দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
১৫ বালকটি দধি ও মধু খাবে
যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।
১৬ যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান বালকটির না হওয়ার আগেই
যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ভয় পাচ্ছ,
সেই দেশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।
১৭ তোমার প্রতি, তোমার জনগণের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি
প্রভু এমন দিনগুলি প্রেরণ করবেন,
এফ্রাইম যেসময়ে যুদা থেকে পৃথক হল,
সেসময় থেকে যার মত দিন আর কখনও দেখা হয়নি:
তিনি আসিরিয়ার রাজাকে প্রেরণ করবেন।'
১৮ সেদিন এমনটি ঘটবে,
মিশরের নানা জলস্রোতের প্রান্তে যত মাছি রয়েছে,
আসিরিয়ায় যত মৌমাছি রয়েছে,

তাদের সকলের প্রতি প্রভু শিস দেবেন।
১৯ সেগুলো এসে
উৎসন্ন উপত্যকাগুলিতে,
শৈলের ফাটলগুলিতে,
সমস্ত কাঁটাঝোপে ও মাঠে মাঠে বসবে।
২০ সেদিন প্রভু
[ইউফ্রেটিস] নদীর ওপার থেকে ভাড়া করে নেওয়া ক্ষুর দ্বারা,
অর্থাৎ আসিরিয়া-রাজ দ্বারা,
মাথা ও পায়ের লোম খেউরি করে দেবেন,
দাড়িও ফেলে দেবেন।
২১ সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রত্যেকে একটা বকনা ও দু'টো মেষ পুষবে;
২২ সেগুলো যে দুধ দেবে,
সেই দুধের প্রাচুর্যে সে দধি খাবে;
এদেশের মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত লোক
দধি ও মধু খাবে।
২৩ সেদিন এমনটি ঘটবে,
যে যে স্থানে সহস্র রুপোর টাকা মূল্যের সহস্র আঙুরলতা আছে,
সেই সকল স্থান হয়ে যাবে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছের স্থান।
২৪ লোকে তীর ধনুক নিয়েই সেই স্থানে প্রবেশ করবে,
কেননা সমস্ত দেশ শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছের জঙ্গল হবে।
২৫ যে সকল পার্বত্য-ভূমি কোদাল দিয়ে চাষ করা হত,
শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছের ভয়ে
কেউ সেই সকল স্থান আর পেরিয়ে যাবে না;
তা এমন স্থান হবে, যেখানে গবাদি পশুই চরে বেড়াবে,
মেষপালই যাতায়াত করবে।

মাহের-শালাল-হাশ-বাস

৮প্রভু আমাকে বললেন, 'বড় একটা ফলক নাও, ও সাধারণ একটা কলম দিয়ে লেখ,
মাহের-শালাল-হাশ-বাসের সমীপে। ২ এবং বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীরূপে যাজক উরিয়া ও যেবারাখিয়ার
সন্তান জাখারিয়াকে নাও।' ৩ পরে নারী-নবীর সঙ্গে আমার মিলন হলে তিনি গর্ভবতী হয়ে একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। প্রভু আমাকে বললেন, 'এর নাম মাহের-শালাল-হাশ-বাস রাখ, ৪ কারণ
বালকটির "বাপ-মা" একথা উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার আগেই দামাস্কাসের ঐশ্বর্য ও সামারিয়ার
লুণ্ঠিত সম্পদ আসিরিয়ার রাজার চোখের সামনেই কেড়ে নেওয়া হবে।'

সিলোয়া ও ইউফ্রেটিস

৫ প্রভু আমার সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তিনি আমাকে বললেন, ৬ 'যেহেতু এই লোকেরা
সিলোয়ার শান্ত গতি-জলস্রোত অগ্রাহ্য করে এবং রেজিনকে ও রেমালিয়ার সন্তানকে নিয়ে মেতে
ওঠে, ৭ সেজন্য দেখ, প্রভু নদীর প্রবল ও প্রচুর জলরাশি, অর্থাৎ আসিরিয়া-রাজ ও তার সমস্ত
প্রতাপ তাদের বিরুদ্ধে আনবেন; নদীটা ফেঁপে উঠে সমস্ত খাল ভরে দেবে, তার সমস্ত কূল ছাপিয়ে

যাবে; [8] তা যুদা দেশের মধ্যে প্রবেশ করবে, উথলে উঠে সবকিছুর উপর দিয়ে বয়ে বয়ে ঘাড় পর্যন্ত
উঠবে; আর তার বিস্তৃত ডানা, হে ইম্মানুয়েল, তোমার সমগ্র দেশের বিস্তার ঢেকে দেবে।

[9] জাতিসকল, কম্পিত হও, তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে;
সুদূর দেশগুলো, তোমরা সকলে শোন:
অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে,
অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে।
[10] মতলব আঁট, তবু তা ব্যর্থ হবে;
ঘোষণাপত্র প্রস্তুত কর, তবু তা নিষ্ফল হবে,
কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।'

ইসাইয়ার বিশেষ ভূমিকা

[11] কেননা প্রভু, যখন তাঁর প্রবল হাত আমাকে ধারণ করল,
তিনি যখন এই জাতির পথে পা বাড়াতে আমাকে নিষেধ করলেন,
তখন তিনি আমাকে ঠিক একথা বললেন:
[12] 'এই জাতি যা চক্রান্ত বলে ডাকে, তা তোমরা চক্রান্ত বলো না;
এরা যাতে ভীত, তাতে তোমরা ভীত হয়ো না—না, আতঙ্কিত হয়ো না।'
[13] সেনাবাহিনীর প্রভু যিনি, কেবল তাঁকেই তোমরা পবিত্র বলে মান;
কেবল তিনিই হোন তোমাদের ভয় ও আতঙ্কের কারণ।
[14] তিনিই হবেন পবিত্রধাম;
আবার, ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য তিনি হবেন একটা স্খলনের প্রস্তর,
একটা হোঁচটের পাথর:
যেরুসালেম-বাসীদের জন্য একটা ফাঁদ, একটা ফাঁস।
[15] তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খেয়ে পড়বে—তারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে;
ধরা পড়বে, বন্দি হবে।
[16] এই সাক্ষ্যবাণীতে বাঁধন দেওয়া হোক,
এই নির্দেশবাণী সীলমোহরে যুক্ত করা হোক আমার শিষ্যদের হৃদয়ে!
[17] আমি প্রভুতে আস্থা রাখি, যিনি যাকোবকুল থেকে শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছেন;
তাঁর উপরেই আমি আশা রাখি।
[18] এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, প্রভু যাদের আমাকে দিয়েছেন,
সিয়োন পর্বতে যাঁর আবাস, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুর পক্ষ থেকে
এই আমরা ইস্রায়েলের কাছে চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ স্বরূপ।
[19] আর যদি লোকে তোমাদের বলে,
'শিস দিয়ে ও ফিস্‌ফিস্ করে যে সব ভূতের ওঝা ও গণক কথা বলে,
তোমরা তাদের অভিমত অনুসন্ধান কর!
প্রজারা কি তাদের দেবতাদের অভিমত অনুসন্ধান করবে না?
জীবিতদের জন্য তারা কি মৃতদের অভিমত অনুসন্ধান করবে না?'
[20] তখন তোমরা এই নির্দেশবাণী ও সাক্ষ্যবাণীর উপরেই নির্ভর কর;
তারা যদি এই বাণী অনুসারে নিজেদের কথা ব্যক্ত না করে,
তবে তাদের পক্ষে উষার উদয় নেই।

অন্ধকারে উদ্দেশবিহীন ঘোরাফেরা

২১ সে অত্যাচারিত ও ক্ষুধিত হয়ে দেশের চারদিকে ঘুরে বেড়াবে,
এবং ক্ষুধিত হলে উত্তপ্ত হয়ে
তার নিজের রাজাকে ও দেবকে অভিশাপ দেবে।
সে ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলবে,
২২ আবার ভূমির দিকে তাকাবে ;
আর দেখ—কেবল সঙ্কট ও অন্ধকার,
কেবল যন্ত্রণার রাত্রি,
এমন নিবিড় তমসা, যার মধ্যে মানুষ তাড়িত হয় !
২৩ কিন্তু যে দেশ যন্ত্রণায় ছিল, তার জন্য এখন আর তমসা নেই।

শান্তি-রাজ্যের আবির্ভাব

পুরাকালে জাবুলোন দেশ ও নেফ্‌তালি দেশ তিনি দুর্নামে আচ্ছন্ন করেছিলেন,
কিন্তু ভাবীকালে সমুদ্রপথ, যর্দনের ওপারের
বিজাতীয়দের সেই প্রদেশ তিনি গৌরবান্বিত করবেন।

৯ ১ যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।
২ তুমি বাড়িয়েছ পুলক, আনন্দ করেছ মহান,
তোমার সম্মুখে তারা আনন্দ করে,
যেইভাবে শস্য কেটে লোকে আনন্দ করে,
যেইভাবে লুটের মাল ভাগ ক'রে লোকে পুলকিত হয়।
৩ কারণ সেই যে জোয়াল তাদের উপর চেপে ছিল,
তাদের কাঁধে সেই বাঁক, তাদের অত্যাচারীর সেই দণ্ড
তুমি ভেঙে ফেলেছ মিদিয়ানের সেদিনের মত।
৪ তুমুল যুদ্ধে পরা যত সৈন্যের পাদুকা,
রক্তমাখা যত পোশাক
পুড়িয়ে দেওয়া হবে, হবে আগুনের ইন্ধন।

৫ কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর,
সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।
৬ সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন
দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।
এসব কিছু সাধন করবে সেনাবাহিনীর প্রভুর উত্তপ্ত প্রেম।

সামারিয়ার দুরবস্থা

৭ প্রভু যাকোবের প্রতি এক বাণী ছুড়লেন,
তা ইস্রায়েলের উপরে পড়ল।
৮ সমস্ত জনগণ, এফ্রাইম ও সামারিয়ার অধিবাসীরা,
তারা সকলেই তা জানতে পারবে;
ওরাই তো দর্পে ও হৃদয়ের গর্বে বলছিল,
৯ 'ইট পড়ে গেল, আচ্ছা, আমরা পাথর দিয়েই গাঁথব;
ডুমুরগাছ কাটা হল, আচ্ছা, আমরা সেগুলোর জায়গায় এরসগাছ দেব।'
১০ প্রভু ওদের বিরুদ্ধে রেজিনের বিরোধীদের প্রেরণা দিলেন,
ওদের শত্রুদের উত্তেজিত করলেন—
১১ পুব থেকে আরামীয়েরা, পশ্চিম থেকে ফিলিস্তীনিরা,
তারাই হা করে ইস্রায়েলকে গ্রাস করল।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

১২ আর যিনি তাদের প্রহার করছিলেন,
জনগণ তাঁর কাছে ফিরে আসেনি,
না, সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ তারা করেনি!
১৩ তাই প্রভু ইস্রায়েলের মাথা ও লেজ ছেঁটে দিলেন,
একদিনেই খেজুর ও ঝাউগাছ কেটে দিলেন।
১৪ প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ মানুষই সেই মাথা;
মিথ্যার গুরু নবীই সেই লেজ।
১৫ এই জাতির পথদিশারীরাই এদের পথভ্রষ্ট করল,
তাতে চালিত যারা, তারা পথহারা হল।
১৬ এজন্য প্রভু তাদের যুবকদের রেহাই দেবেন না,
এতিম ও বিধবাদের প্রতিও করুণাবিষ্ট হবেন না,
কারণ তারা সকলে ধর্মভ্রষ্ট, সকলে ভক্তিহীন;
প্রতিটি মুখ জ্ঞানহীন কথা উচ্চারণ করে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

১৭ হ্যাঁ, অধর্ম আগুনের মত জ্বলছে,
তা শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গ্রাস করছে;
বনের গভীরে জ্বলে উঠছে,
ঘন ঘন ধূম-স্তম্ভ ঊর্ধ্বের দিকে যাচ্ছে।
১৮ প্রভুর কোপে দেশে আগুন ধরেছে,
লোকেরা নিজেরাই যেন সেই আগুনের ইন্ধন;
আপন ভাইয়ের প্রতি কারও মমতা নেই!
১৯ তারা ডান দিকে সবকিছু ছিঁড়ে নেয়, অথচ এখনও ক্ষুধায় ভুগছে,
বাঁ দিকে গ্রাস করে, কিন্তু তাদের তৃপ্তি হয় না,

প্রত্যেকে নিজ বাহুর মাংস খেয়ে ফেলে।
২০ মানাসে এফ্রাইমের বিরুদ্ধে,
এফ্রাইম মানাসের বিরুদ্ধে,
আবার উভয়ে মিলে যুদাকে আক্রমণ করছে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

১০ ১ ধিক্ তাদের, যারা অন্যায়-বিধি জারি করে, যারা অত্যাচারী বিধান রচনা করে,
২ ফলে যেন দুঃখীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে,
আমার জনগণের দীনহীনদের অধিকার চালাকি করে কেড়ে নিতে পারে,
বিধবাদের তাদের আপন শিকার করতে পারে,
এতিমদের সম্পদ লুট করতে পারে।
৩ সেই শাস্তির দিনে, যখন দূর থেকে বিনাশ এসে পড়বে,
তখন তোমরা কী করবে?
রক্ষা পেতে কার্ কাছে ছুটে যাবে?
কোথায় রাখবে তোমাদের যত ধন?
৪ বন্দিদের মধ্যে নত হওয়া, মৃতদের মধ্যে পতিত হওয়া
—এছাড়া তোমাদের জন্য অন্য পথ থাকবে না!
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

আসিরিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

৫ ধিক্ আসিরিয়াকে! সে আমার ক্রোধের দণ্ড!
তাদের হাতে সেই লাঠিই আমার রোষ!
৬ আমি তাকে ভক্তিহীন এক জাতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করছি,
যারা আমার কোপের পাত্র, সেই জাতির বিরুদ্ধেই তাকে আজ্ঞা দিচ্ছি,
সে যেন তাদের সবকিছু লুট করে নেয়,
সেই লুটের মাল নিয়ে যায়,
সেই জাতিকে পথের কাদার মত মাড়িয়ে দেয়।
৭ কিন্তু তার সঙ্কল্প সেরকম নয়,
তার হৃদয়ের ভাবনাও সেরকম নয়,
বরং তাদের নিশ্চিহ্ন করা, অসংখ্য জাতিকে উচ্ছেদ করাই তার ভাব।
৮ এমনকি সে বলে:
'আমার নেতারা কি সকলে রাজা নন?
৯ কাল্নো কি কার্কেমিশের মত নয়?
হামাৎ কি আর্পাদের মত নয়?
সামারিয়া কি দামাস্কাসের মত নয়?
১০ সেই দেব-দেবীর রাজ্যগুলো
যেখানে যেরুসালেমের ও সামারিয়ার মূর্তিগুলোর চেয়েও
মূর্তির সংখ্যা বেশি ছিল,

আমার হাত যখন সেই সকল রাজ্যের নাগাল পেয়েছে,
১১ তখন আমি কি সামারিয়া ও তার দেব-দেবীর প্রতি যেমন ব্যবহার করেছি,
যেরুসালেম ও তার যত প্রতিমার প্রতিও সেইমত ব্যবহার করব না?'

১২ সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে তাঁর আপন কাজ সমাধা করার পর প্রভু আসিরিয়া-রাজের
হৃদয়ের উদ্ধত কর্মফল ও তার চোখের স্পর্ধা-ভরা ভাবকে শাস্তি দেবেন; ১৩ কারণ সে নাকি বলল:

'আমার নিজের হাতের বলে ও আমার নিজের প্রজ্ঞা দ্বারাই
আমি এসব কিছু করলাম—আমি কেমন বুদ্ধিমান!
আমি জাতিসকলের সীমানা উপড়ে ফেললাম,
তাদের সঞ্চিত ধন লুট করে নিলাম,
রাজাসনে আসীন ছিল যারা,
মহাবীরের মতই আমি তাদের নামিয়ে দিলাম।
১৪ আমার হাত জাতিসকলের ধন পাখির নীড়ের মতই খুঁজে পেল,
ফেলানো ডিম যেমন জড় করা হয়,
তেমনি আমি সমগ্র পৃথিবীকে জড় করলাম;
কোন পাখা নড়ল না,
কিচমিচ শব্দ করতেও কেউই ঠোঁট খুলল না।'

১৫ কুড়াল দিয়ে যে কাটে, কুড়াল কি তার উপর আস্ফালন করবে?
করাত যে চালায়, করাত কি তার চেয়ে নিজেকেই বড় মনে করবে?
এ যেন, লাঠি যার হাতে রয়েছে, লাঠিই তাকে চালাতে চায়!
কিংবা যেন, যা কাঠের নয়, বেত তা উচ্চ করতে চায়!
১৬ এজন্য সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু
তার বলিষ্ঠ যোদ্ধাদের শরীরে রোগের শীর্ণতা এনে দেবেন,
তার গরিমার তলে এমন জ্বালা জ্বলতে থাকবে, যা আগুনের জ্বালার মত।
১৭ হ্যাঁ, ইস্রায়েলের আলো আগুন হয়ে উঠবে,
তার পবিত্রজন যিনি, তিনি হয়ে উঠবেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা একদিনের মধ্যে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ সবই গ্রাস করে ছাই করে;
১৮ তিনি তার বন ও উদ্যানের গৌরব নিশ্চিহ্ন করবেন,
প্রাণ ও দেহ সবই সংহার করবেন;
তখন তা এমন রোগীর মত হবে, যার ক্ষয় হচ্ছে;
১৯ আর তার বনের যে সমস্ত গাছপালা রেহাই পাবে,
তা এমন অল্পই হবে যে, একটা বালকও তার হিসাব করতে পারবে।

ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ

২০ সেদিন এমনটি ঘটবে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোবকুলে যারা রেহাই পেয়েছে তারাও
তার উপর আর ভর করবে না যে তাদের প্রহার করেছিল,
কিন্তু বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইস্রায়েলের পবিত্রজন সেই প্রভুর উপর ভর করবে।
২১ একটা অবশিষ্টাংশ, যাকোবেরই সেই অবশিষ্টাংশ,
শক্তিশালী ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।

২২ কেননা, হে ইস্রায়েল,
তোমার লোকেরা সমুদ্রের বালুকণার মত হলেও
তাদের কেবল একটা অবশিষ্টাংশই ফিরে আসবে;
এমন সর্বনাশ নিরূপিত,
যার ফলে ধর্মময়তা উছলে পড়বে,
২৩ কারণ সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু সারা পৃথিবীর মধ্যে
সেই নিরূপিত বিনাশকর্ম সাধন করবেন।

প্রভুতে ভরসা

২৪ সুতরাং সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
'হে সিয়োন-নিবাসী জাতি আমার,
যদিও আসিরিয়া তোমাকে বেত্রাঘাত করে ও তোমার বিরুদ্ধে লাঠি ওঠায়
—মিশর যেমন একদিন করেছিল—
তাকে তুমি ভয় পেয়ো না।
২৫ কারণ আর অতি অল্পকালের মধ্যেই
আমার ক্রোধ নিঃশেষিত হবে,
আর আমার কোপ ওদের শেষ করে ফেলবে।'
২৬ সেনাবাহিনীর প্রভু তার দিকে কশা ঘোরাবেন,
যেমনটি ওরেব শৈলে মিদিয়ানকে নিঃশেষে আঘাত করেছিলেন;
তিনি তাঁর লাঠি সাগরের উপরে ওঠাবেন,
যেমনটি মিশরেও করেছিলেন।
২৭ সেদিন এমনটি ঘটবে,
তোমার কাঁধ থেকে তার বোঝা,
তোমার ঘাড় থেকে তার সেই জোয়াল সরিয়ে দেওয়া হবে।
প্রাচুর্যের সামনে সেই জোয়াল হার মানবে।

আকস্মিক আক্রমণ

২৮ সে আইয়াতে এসে পৌঁছেছে, মিগ্রোনের দিকে এগিয়ে গেছে,
মিক্‌মাসে তার মালপত্র রেখে গেছে।
২৯ তারা গিরিপথ পেরিয়ে গেছে,
গেবাতে শিবির বসিয়েছে;
রামা কাঁপছে, সৌল-গিবেয়া পালাচ্ছে।
৩০ হে বাথ্‌-গাল্লিম, তুমি জোর গলায় চিৎকার কর,
লাহিশা, মনোযোগ দাও,
আহা, দুঃখিনী আনাথোৎ!
৩১ মাদ্‌মেনার লোক পলাতক,
গেবিম-নিবাসীরাও পালিয়ে যাচ্ছে।
৩২ আজই সে নোবে থামবে,
সিয়োন-কন্যার পর্বতের বিরুদ্ধে,
যেরুসালেম-গিরির বিরুদ্ধে সে অঙ্গুলিতর্জন করবে।

৩৩ এই যে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর!
তিনি মহাপ্রতাপে শাখাগুলি চিরে নিচ্ছেন;
সেগুলির সর্বোচ্চ মাথা এখন সবই ছিন্ন,
সর্বোচ্চ যত গাছ এখন সবই পতিত!
৩৪ বনের যত ঝাড় লোহা দ্বারা কাটা,
এবং লেবানন সেই শক্তিমানের আঘাতে নিপাতিত।

দাউদের সেই বংশধর

১১ যেসের মূলকান্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন;
তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন।
২ প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা,
সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা,
সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।
৩ তিনি প্রভুভয়ে প্রীত হবেন।
তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না,
জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না;
৪ বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন,
সততায় দেশের অত্যাচারিতদের পক্ষে নিষ্পত্তি করবেন;
তিনি নিজ মুখের লাঠি দ্বারা দেশ আঘাত করবেন,
নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে দুর্জনকে বধ করবেন;
৫ ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস,
বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমরবন্ধনী।
৬ নেকড়েবাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে,
চিতাবাঘ ছাগশিশুর পাশে শুয়ে থাকবে,
বাছুর, যুবসিংহ ও নধর পশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
একটি ছোট্ট বালকই তাদের চালনা করবে।
৭ গাভী ও ভালুকী একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
তাদের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে।
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে।
৮ দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তের উপরে খেলা করবে,
দুধ-ছাড়ানো বালক চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢোকাবে।
৯ তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্ট বা ক্ষতিকর কিছুই আর ঘটাবে না,
কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

নির্বাসন থেকে প্রত্যাগমনের চিহ্ন

১০ সেদিন যেসের শিকড়—যিনি জাতিসকলের নিশানারূপে দাঁড়ান—
হবেন দেশগুলির অন্বেষার পাত্র,
তাঁর বিশ্রামস্থান গৌরবময় হয়ে উঠবে।

১১ সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু আপন জনগণের অবশিষ্টাংশকে,
অর্থাৎ আসিরিয়া ও মিশরে,
পাথ্রোস, ইথিওপিয়া ও এলামে,
শিনার, হামাৎ ও সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে যারা বেঁচে রয়েছে,
সেখান থেকে তাদের মুক্ত করে আনবার জন্য আবার হাত বাড়াবেন।
১২ তিনি দেশগুলির জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করবেন,
ইস্রায়েলের বিতাড়িত সকলকে জড় করবেন ;
পৃথিবীর চার কোণ থেকে যুদার বিক্ষিপ্ত লোকদের সম্মিলিত করবেন।
১৩ এফ্রাইমের ঈর্ষা ক্ষান্ত হবে,
যুদার যত বিরোধীকে উচ্ছেদ করা হবে,
না, এফ্রাইম যুদার উপরে আর ঈর্ষা করবে না,
যুদাও এফ্রাইমের বিরুদ্ধে আর শত্রুতা করবে না।
১৪ বরং তারা মিলে পশ্চিম দিকে উড়ে গিয়ে
ফিলিস্তীনিদের পিঠে নেমে পড়বে,
তারা মিলে পুবদেশের লোকদের সম্পদ লুট করবে ;
এদোম ও মোয়াবের উপরে হাত বাড়াবে,
এবং আম্মোনীয়েরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।
১৫ প্রভু মিশরীয় সমুদ্রের খাড়ি শুকনো করে দেবেন,
আপন ফুৎকারের প্রতাপে [ইউফ্রেটিস] নদীর উপর হাত বাড়াবেন,
তা সাত খালে বিভক্ত করবেন,
তখন লোকেরা পায়ে জুতো পরেই তা পার হবে।
১৬ যখন ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল,
তখন তার জন্য যেমন পথ হয়েছিল,
তেমনি যারা আসিরিয়া থেকে রেহাই পাবে,
তাঁর আপন জনগণের সেই অবশিষ্টাংশের জন্যও থাকবে এক রাস্তা।

সামসঙ্গীত

১২ আর সেদিন তুমি বলে উঠবে :
‘প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।
২ সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।’

৩ তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;

৪ সেদিন তোমরা বলবে,
‘প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম;
জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর: তাঁর নাম মহীয়ান।
৫ প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।
৬ সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।’

বাবিলনের বিরুদ্ধে বাণী

১৩ বাবিলন সংক্রান্ত দৈববাণী,
যা আমোজের সন্তান ইসাইয়া দর্শনযোগে পান।
২ গাছশূন্য এক পর্বতের উপরে একটা নিশানা উত্তোলন কর,
তাদের জন্য চিৎকার কর,
হাত দিয়ে ইশারা কর,
যেন তারা নৃপতি-তোরণদ্বারে প্রবেশ করে।
৩ আমার পবিত্রীকৃত যোদ্ধাদের জন্য আমি আজ্ঞা জারি করেছি,
আমি আমার ক্রোধের সেবকরূপে আমার বীরপুরুষদের,
আমার গর্বিত মহাবীরদের আহ্বান করেছি।
৪ পর্বতে পর্বতে ভিড়ের শব্দ,
যেন বিপুল জনসমাজের শব্দ!
বহু রাজ্যের, সম্মিলিত জাতিসকলের উদাত্ত শব্দের মত শব্দ!
সেনাবাহিনীর প্রভু যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল পরিদর্শন করছেন।
৫ তারা দূর দেশ থেকে, আকাশমণ্ডলের প্রান্ত থেকেই আসছে;
সমগ্র দেশ উচ্ছেদ করার জন্য
প্রভু ও তাঁর ক্রোধের সেবকেরা আসছেন।
৬ হাহাকার কর, কারণ প্রভুর সেই দিন আসন্ন;
দিনটি বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে।
৭ এজন্য সকলের বাহু দুর্বল,
প্রতিটি মানুষের হৃদয় নিঃশেষিত;
৮ তারা সন্ত্রাসিত,
নানা যন্ত্রণা ও ব্যথায় আক্রান্ত,
প্রসবিনী নারীর মত মোচড় খাচ্ছে;
একে অপরের দিকে হতাশ হয়ে তাকাচ্ছে,
তাদের মুখ অগ্নিশিখার মুখ!
৯ দেখ, প্রভুর দিন নির্দয় হয়ে আসছে:
পৃথিবীকে মরুভূমি করার জন্য,
যত পাপীকে উচ্ছেদ করার জন্য
কুপিত, রুষ্ট, ক্রুদ্ধই সেই দিন!

১০ কেননা আকাশের তারানক্ষত্র ও কালপুরুষ আর আলো দেবে না;
সূর্য উদয়কালে অন্ধকারময় হবে,
চাঁদও আপন জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না।
১১ আমি জগৎকে তার অধর্মের জন্য,
দুর্জনদের তাদের শঠতার জন্য যোগ্য শাস্তি দেব;
আমি অহঙ্কারীদের দর্প ক্ষান্ত করে দেব,
দুর্দান্তদের গর্ব অবনমিত করব।
১২ আমি মানুষকে খাঁটি সোনার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য করব,
আদমকে ওফিরের সোনার চেয়েও দুর্লভ করব।
১৩ এজন্যই আমি আকাশমণ্ডল কাঁপিয়ে তুলব,
এবং সেনাবাহিনীর প্রভুর কোপে তাঁর সেই জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে
পৃথিবী তার ভিত্তিমূলের উপরে টলতে থাকবে।
১৪ তখন, ধাওয়া করা হরিণের মত,
কারও দ্বারা জড় করা নয় এমন মেষপালের মত,
প্রত্যেকে যে যার জাতির দিকে ফিরবে,
প্রত্যেকে যে যার দেশের দিকে পালাবে।
১৫ যত মানুষকে পাওয়া যাবে, তাদের সকলকে বিঁধিয়ে দেওয়া হবে;
যত মানুষ ধরা পড়বে, তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে।
১৬ তাদের চোখের সামনেই তাদের শিশুদের আছাড় মারা হবে,
তাদের বাড়ি-ঘর লুট করা হবে, তাদের বধূরা অসম্মানের বস্তু হবে।
১৭ দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে মেদীয়দের উত্তেজিত করছি,
তারা তো রুপো তুচ্ছই করে,
সোনার দিকে তাদের চিন্তাটুকুও নেই।
১৮ তাদের ধনুক দ্বারা তারা যুবকদের নিশ্চিহ্ন করবে,
গর্ভফলের প্রতি করুণা দেখাবে না,
শিশুদের প্রতিও তাদের চোখ মমতা দেখাবে না।
১৯ তখন বাবিলন—সমস্ত রাজ্যের সেই মণিমুক্তা,
কাল্‌দীয়দের সেই উজ্জ্বল গর্বের বস্তু—
সেই সদোম ও গমোরার মত হবে,
যা পরমেশ্বর উৎপাটন করেছিলেন।
২০ তার মধ্যে কোন বসতি আর থাকবে না,
পুরুষপুরুষানুক্রমে সেখানে আর কেউই বাস করবে না।
আরবীয় সেখানে তাঁবু গাড়বে না,
রাখালেরাও সেখানে মেষপাল শুইয়ে রাখবে না।
২১ বরং সেখানে আস্তানা করবে মরুপ্রান্তরের পশু,
পেচকে তাদের বাড়ি-ঘর দখল করবে,
উটপাখিতে সেখানে বাসা করবে,
সেখানে ছাগেরা নাচবে।
২২ তাদের প্রাসাদগুলিতে নেকড়ে গর্জনধ্বনি তুলবে,

তাদের বিলাস-বাড়িগুলোতে শিয়ালে চিৎকার করবে।
হ্যাঁ, তার ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে,
তার দিনগুলি প্রসারিত হবে না!

প্রভুর দেশে প্রত্যাগমন

১৪প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন, তিনি আবার ইস্রায়েলকে বেছে নেবেন, তাদের আপন দেশভূমিতে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তাদের সঙ্গে বিদেশী মানুষ যোগ দেবে, তারা যাকোবকুলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। ২ জাতিসকল তাদের গ্রহণ করে নিয়ে তাদের দেশে আবার চালনা করবে, এবং ইস্রায়েলকুল প্রভুর দেশভূমিতে তাদের সকলকে আপন দাস-দাসীর মত অধিকার করে নেবে; এভাবে যারা তাদের বন্দি করেছিল, তারা তাদের বন্দি করবে ও তাদের সেই বিরোধীদের উপর কর্তৃত্ব করবে।

বাবিলন-রাজের মৃত্যু

৩ সেদিন, যখন প্রভু তোমার দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে, এবং যে কঠোর দাসত্বে তুমি আবদ্ধ ছিলে, তা
থেকে তোমাকে বিশ্রাম দেবেন, ৪ তখন তুমি বাবিলন-রাজ বিষয়ে এই বিদ্রূপের গান ধরে বলবে:

‘আহা, সেই নিপীড়কের শেষ দশা কেমন হয়েছে!
তার আস্ফালন শেষ হয়েছে!
৫ প্রভু দুর্জনদের লাঠি ছিন্ন করেছেন,
শাসনকর্তাদের রাজদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন।
৬ তারা কোপে জাতিসকলকে আঘাত করত,
আঘাত করায় কখনও ক্ষান্ত হত না,
তারা ক্রোধে জাতিসকলের উপরে কর্তৃত্ব চালাত,
স্বস্তি না দিয়েই তাদের তাড়না করত।
৭ সমগ্র পৃথিবী এখন শান্ত প্রশান্ত,
আনন্দচিৎকারে হর্ষধ্বনি তুলছে।
৮ দেবদারু ও লেবাননের এরসগাছও
তোমার বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে আনন্দগান করে বলে,
“যে সময় থেকে তোমাকে ভূমিসাৎ করা হয়েছে,
সেসময় থেকে কোন কাঠকাটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আর আসে না।”

৯ তোমার ব্যাপারে, নিচে সেই পাতাল
তোমার আগমনে অভিনন্দন জানাবার জন্য অস্থির;
তোমার জন্য তারা ছায়ামূর্তি—পৃথিবীর সেই নেতাসকলকে—
জাগিয়ে তুলছে,
পাতাল জাতিগুলির রাজাদেরও তাদের রাজাসন থেকে উঠিয়ে দিচ্ছে।
১০ সকলে একথা বলে তোমাকে গ্রহণ করবে:
“আমাদের মত তোমাকেও ভূমিসাৎ করা হল,
তুমিও আমাদের সমান হলে!
১১ তোমার ঘটা, তোমার সেতারের ঝঙ্কার, সবই পাতালে নিক্ষেপ করা হল,
তোমার নিচে কীটের বিছানা,
তোমার গায়ে পোকার কম্বল!

১২ হে প্রভাতী তারা, হে উষার সন্তান,
আকাশ থেকে তোমার এ কেমন পতন?
হে জাতিগুলির বিজয়ী শাসক,
তোমার এ কেমন ভূমিসাৎ?
১৩ অথচ তুমি ভাবছিলে, আমি স্বর্গ পর্যন্তই আরোহণ করব,
ঈশ্বরের তারানক্ষত্রের ঊর্ধ্বেও আমার সিংহাসন স্থাপন করব,
আমি সমাবেশ-পর্বতে, উত্তরদিকের দূরতম প্রান্তেই আসীন হব।
১৪ আমি মেঘলোকের ঊর্ধ্বতম অঞ্চলে গিয়ে উঠব,
আমি পরাৎপরের সমকক্ষ হব!"
১৫ বরং তোমাকে পাতালে,
অতল গহ্বরের গভীরতম স্থানেই নিক্ষেপ করা হল!

১৬ যত মানুষ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে,
তারা সকলে তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখছে,
তোমার ব্যাপারটা বিবেচনা করে বলছে,
"এ কি সেই পুরুষ, যে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলছিল,
যত রাজ্যকে উল্টিয়ে দিচ্ছিল?
১৭ এ তো বিশ্বকে মরুপ্রান্তর করল,
এ তো যত শহর ধ্বংস করে দিল,
বাড়ি যাবার জন্য বন্দিদের কখনও মুক্ত করেনি!"
১৮ জাতিগুলির অন্য সকল রাজা,
তারা সকলেই সসম্মানে বিশ্রাম করছে,
প্রত্যেকে যে যার আপন সমাধিমন্দিরে শুয়ে আছে।
১৯ কিন্তু তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল
কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!
—যারা খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ,
যারা গহ্বরের এই প্রস্তররাশিতে পতিত,
তুমি এখন তাদের রাশি রাশি মৃতদেহে আচ্ছাদিত—
পশুর পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া একটা লাশের মতই তুমি!
২০ তুমি ওদের সঙ্গে সমাধিতে যোগ দেবে না,
কারণ তুমি তোমার নিজের দেশ উচ্ছেদ করেছ,
তোমার নিজের প্রজাদের খুন করে ফেলেছ;
না, কোন কালেই অপকর্মার বংশের নামের উল্লেখ হবে না!
২১ তোমরা এখন ওর সন্তানদের হত্যাকান্ড প্রস্তুত কর,
ওদের পিতার অপরাধের কারণেই তা প্রস্তুত কর;
তারা উঠে আর কখনও পৃথিবীকে জয় না করুক,
জগৎকে নগরে নগরে পরিপূর্ণ না করুক।'
২২ আমি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—,
আমি বাবিলনের নাম ও তার অবশিষ্টাংশকে উচ্ছেদ করব;

সন্তানসন্ততি ও বংশকে উচ্ছেদ করব—প্রভুর উক্তি।
২৩ আমি ওই নগরী শজারুর অধিকার করব, জলাভূমিই করব;
বিনাশ-ঝাড়ুতেই তাকে ঝাড় দেব
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

আসিরিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

২৪ সেনাবাহিনীর প্রভু শপথ করে বলেছেন:
'সত্যি! আমি যেমন সঙ্কল্প করেছি, তেমনিই ঘটবে;
আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা সিদ্ধিলাভ করবেই।
২৫ তাই আমি আমার আপন দেশে আসিরীয়কে ভেঙে ফেলব,
আমার পর্বতমালায় তাকে পায়ে মাড়িয়ে দেব;
ফলে লোকদের ঘাড় থেকে তার সেই জোয়াল খসে পড়বে,
তাদের কাঁধ থেকে সেই বোঝাও সরে পড়বে।'
২৬ সমস্ত পৃথিবীর বিষয়ে এটি নেওয়া সিদ্ধান্ত,
সমস্ত দেশের উপরে এটি প্রসারিত হাত।
২৭ কারণ সেনাবাহিনীর প্রভুই তেমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,
কে তা ব্যর্থ করবে?
তাঁর হাত প্রসারিত! কে তা ফেরাবে?

ফিলিস্তিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

২৮ যে বছর আহাজ রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে এই দৈববাণী এসে উপস্থিত হল:
২৯ হে গোটা ফিলিস্তিয়া, যে লাঠি তোমাকে প্রহার করত,
তা ভেঙে গেছে বলে আনন্দ করো না।
কেননা সেই মূল-সাপ থেকে কেউটে সাপের উদ্ভব হবে,
এবং জ্বলন্ত উড়ন্ত নাগদানবই হবে তার গর্ভফল!
৩০ সবচেয়ে হতভাগারা চারণভূমি পাবে,
ও নিঃস্বেরা নির্ভয়ে বিশ্রাম করবে;
কিন্তু আমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা তোমার মূলকাণ্ড ধ্বংস করব,
এবং তোমার অবশিষ্টাংশ সংহার করব।
৩১ হে নগরদ্বার, চিৎকার কর; হাহাকার কর, হে শহর;
হে গোটা ফিলিস্তিয়া, বিগলিত হও,
কেননা উত্তরদিক থেকে ধূম আসছে,
আর ওর সৈন্যশ্রেণী থেকে কেউ সরে যায় না।
৩২ এই দেশের দূতদের কি উত্তর দেওয়া হবে?
'প্রভু সিয়োনের ভিত স্থাপন করেছেন,
সেইখানে তাঁর আপন জনগণের দীনহীনেরা আশ্রয় পাবে।'

মোয়াব সম্বন্ধে বাণী

১৫ মোয়াব সংক্রান্ত দৈববাণী।
আহা, একরাতেই ধ্বংসিতা হয়ে আর-মোয়াব এখন নিস্তব্ধ;

আহা, একরাতেই ধ্বংসিতা হয়ে কীর-মোয়াব এখন নিস্তব্ধ!
২ চোখের জল ফেলতে
দিবোনের লোকেরা উচ্চস্থানগুলিতে গিয়েছে;
নেবোর উপরে ও মেদেবার উপরে
মোয়াব বিলাপ করছে;
সকলের মাথা মুণ্ডিত,
প্রত্যেকের দাড়ি কাটা।
৩ রাস্তায় রাস্তায় তারা চটের কাপড় পরে থাকে;
তাদের ছাদের উপরে, তাদের চত্বরে চত্বরে
প্রত্যেকে বিলাপ করছে,
চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিঃশেষিত হচ্ছে।
৪ হেস্‌বোন ও এলেয়ালে হাহাকার করছে,
তাদের চিৎকারের সুর যাহাস পর্যন্তই গিয়ে পৌঁছে।
এজন্য মোয়াবের যোদ্ধারা শিহরিত,
ও তার মধ্যে তার প্রাণ কম্পান্বিত।
৫ মোয়াবের জন্য আমার হৃদয় হাহাকার করছে;
তার পলাতকেরা জোয়ার পর্যন্ত,
প্রায় এগ্লাৎ-শেলিশিয়া পর্যন্তই এসে পৌঁছেছে।
তারা লুহিতের আরোহণ-পথ দিয়ে উঠতে উঠতে চোখের জল ফেলছে,
হোরোনাইমের পথে মর্মান্তিক ভাবে হাহাকার করছে।
৬ নিম্রিমের জলাশয় মরুপ্রান্তর হল;
ঘাস শুষ্ক হল, নবীন ঘাসও শেষ হল,
সবুজ বলতে আর কিছু নেই!
৭ এজন্য তারা যে ধন উপার্জন করেছে ও সঞ্চয় করেছে,
ঝাউগাছ-জলাশয়ের ওপারে তা বহন করছে।
৮ আহা, মোয়াবের গোটা অঞ্চল জুড়েই
সেই হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে;
তার চিৎকার এগ্লাইম পর্যন্ত,
বের্‌-এলিম পর্যন্তও তার সেই চিৎকার গিয়ে পৌঁছে।
৯ দিমোনের জলাশয় রক্তে পরিপূর্ণ,
কিন্তু আমি দিমোনকে আরও অমঙ্গলকর আঘাতে আঘাত করব—
মোয়াবে যারা রেহাই পাবে, তাদের জন্য
ও দেশভূমির অবশিষ্টাংশের জন্য এক সিংহ প্রেরণ করব।

যেরুসালেমের কাছে মোয়াবের মিনতি

১৬ মরুপ্রান্তরের নিকটবর্তী সেলা থেকে
তোমরা দেশ-শাসকের কাছে মেষশাবক পাঠিয়ে দাও।
২ যেমন পলাতক পাখি, যেমন বিক্ষিপ্ত নীড়,
আর্নোনের ঘাটগুলিতে মোয়াব-কন্যারা তেমনি হবে।

৩ মন্ত্রণা কর, সিদ্ধান্ত নাও,
মধ্যাহ্নে তোমার ছায়া রাত্রিকালের মত কর;
বিতাড়িত লোকদের লুকিয়ে রাখ,
পলাতকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না।
৪ মোয়াবের বিতাড়িত লোকদের তোমার ঘরে গ্রহণ কর,
সংহারকের সামনে তাদের আশ্রয় রূপে দাঁড়াও।
একবার উৎপীড়ন শেষ হলে ও বিনাশ ক্ষান্ত হলে,
যারা দেশকে পদদলিত করছে, একবার তারা চলে গেলে
৫ সিংহাসনটা কৃপায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে;
দাউদের তাঁবুতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে এমন বিচারক সেই আসনে বসবেন,
যিনি সুবিচারে তৎপর, যিনি ধর্মময়তার সাধক।
৬ আমরা শুনেছি মোয়াবের অহঙ্কারের কথা:
সে নিতান্তই অহঙ্কারী;
শুনেছি তার দম্ভ, অহঙ্কার, আক্রোশ,
ও অসার আস্ফালনের কথা।

মোয়াবের বিলাপ

৭ এজন্য মোয়াবীয়েরা মোয়াবের জন্য বিলাপ করছে,
তারা প্রত্যেকেই বিলাপ করছে;
কীর্‌-হারেসেতের আঙুর-পিঠার জন্য
মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সকলে দুঃখিত।
৮ হেস্‌বোনের মাঠগুলি ও সিব্‌মার আঙুরলতাগুলি ম্লান হয়ে পড়েছে;
জাতিগুলির নেতারা সেগুলির যত চারাগাছ ছিন্ন করেছে;
সেগুলি যাসের পর্যন্ত পৌঁছত,
মরুপ্রান্তরের মধ্যেও প্রবেশ করত;
সেগুলির যত শাখা চারদিকে এত বিস্তৃত ছিল যে,
সাগর পর্যন্তই ছড়িয়ে পড়েছিল।
৯ এজন্য সিব্‌মার আঙুরলতার ব্যাপারে
যাসের যেমন কাঁদে, আমিও তেমনি কাঁদব।
হে হেস্‌বোন, হে এলেয়ালে,
আমার চোখের জলে তোমাকে প্লাবিত করব;
কেননা তোমার গ্রীষ্মের ফসল ও তোমার আঙুর সংগ্রহের উপরে
আনন্দচিৎকার আর নেই।
১০ ফলবাগান থেকে আনন্দ-ফুর্তি ফুরিয়ে গেল;
আঙুরখেতে কোন আনন্দগানের সুর আর শোনা যাচ্ছে না,
ফুর্তির কোন চিৎকারও আর ধ্বনিত হচ্ছে না।
কেউ মাড়াইকুণ্ডে আঙুরফল আর মাড়াই করছে না,
আমিই সেই আনন্দচিৎকার বন্ধ করেছি।
১১ এজন্য মোয়াবের ব্যাপারে আমার অন্তররাজি,

কীর্-হাসেরেতের ব্যাপারে আমার অন্তর বীণার মত শিহরে উঠছে।
১২ মোয়াব দেখা দেবে,
উচ্চস্থানগুলিতে ক্লান্তি বোধ করবে,
প্রার্থনা করতে তার পবিত্রধামে যাবে,
কিন্তু তাতেও কোন ফল হবে না!

১৩ তেমনটি ছিল সেই বাণী, যা একসময় প্রভু মোয়াব বিষয়ে দিয়েছিলেন। ১৪ কিন্তু এখন প্রভু
একথা বলছেন: 'বেতনজীবীর বছর অনুসারে তিন বছরের মধ্যে মোয়াবের গৌরব ও সেইসঙ্গে তার
গোটা অসংখ্য জনগণ তাচ্ছিল্যের বস্তু হবে; এবং তার অবশিষ্টাংশ অতি অল্পসংখ্যক ও বলহীন
হবে।'

দামাস্কাস ও ইস্রায়েল সম্বন্ধে বাণী

১৭ দামাস্কাস সংক্রান্ত দৈববাণী।
দেখ, দামাস্কাস শহরগুলোর তালিকা থেকে উচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে,
তা ধ্বংসস্তূপের ঢিপি হবে।
২ তার শহরগুলো চিরকালের মত পরিত্যক্ত হয়ে
যত পশুপালের চারণভূমি হবে;
পশুরা সেখানে শুইবে, কেউ তাদের ভয় দেখাবে না।
৩ এফ্রাইম থেকে দুর্গটা নিশ্চিহ্ন করা হবে,
ও দামাস্কাস থেকে তার রাজ-অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে;
এবং ইস্রায়েলীয়দের গৌরবের যেমন দশা হয়েছে,
আরামীয়দের অবশিষ্টাংশের তেমন দশা হবে,
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

৪ যখন সেই দিন আসবে,
তখন যাকোবের গৌরব সঙ্কুচিত হবে,
তার হৃষ্টপুষ্ট দেহ শীর্ণ হবে।
৫ এমনটি ঘটবে, যেমন শস্যকাটিয়ে হাত বাড়িয়ে শিষ কেটে
শস্য সংগ্রহ করে;
কিংবা যেমন রেফাইম উপত্যকায়
লোকে পড়ে থাকা শিষ কুড়োয়;
৬ কিছুই থাকবে না, কেবল সামান্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে,
যেমনটি ঘটে জলপাই গাছ থেকে ঝেড়ে নেওয়ার সময়ে:
একটা গাছের চূড়ায় দু' তিনটে ফল,
ফলবান একটা শাখার উপরে চার পাঁচটা ফল।
—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।

৭ সেদিন মানুষ আপন নির্মাতার দিকে দৃষ্টি রাখবে, তার চোখ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের প্রতি
নিবদ্ধ থাকবে। ৮ নিজের হাতের কাজ সেই যজ্ঞবেদির দিকে সে আর দৃষ্টি রাখবে না, তার চোখও
নিজের আঙুলের তৈরী বস্তু সেই পবিত্র দণ্ডগুলো বা নানা ধূপবেদির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে না।
৯ সেদিন তোমার সকল দৃঢ়দুর্গের দশা জঙ্গলে ও কাঁটাঝোপে পরিত্যক্ত সেই শহরগুলোরই দশার

মত হবে, যেগুলিকে হিব্বীয় ও আমোরীয় ইস্রায়েল সন্তানদের আগমনে ত্যাগ করেছিল; সবই হবে উৎসন্নস্থান।

১০ যেহেতু তুমি তোমার ত্রাণেশ্বরকে ভুলে গেছ,
ও তোমার দৃঢ়দুর্গ সেই শৈলকে স্মরণ করনি,
সেজন্য তুমি সুন্দর সুন্দর চারাগাছ পুঁতছ
ও তা বিদেশী কলমের সঙ্গে লাগাচ্ছ;
১১ তুমি দিনমানে সেগুলিকে পোঁত, সেগুলিকে বাড়তে দেখ,
পরদিন সকালে তোমার সমস্ত বীজও অঙ্কুরিত হতে দেখ,
কিন্তু অসুস্থতা ও নিরাময়ের অতীত এমন ব্যথার দিনে
তার ফসল মিলিয়ে যাবে।
১২ হায়! বহুজাতির কোলাহল!
তারা সমুদ্র-কল্লোলের মত কল্লোল করছে;
হায়! বহুদেশের গর্জন!
তারা প্রবল বন্যার গর্জনের মত গর্জন করছে।
১৩ দেশগুলি মহাসাগরের গর্জনের মত গর্জন করছে,
কিন্তু প্রভু তাদের ধমক দিলেই তারা দূরে পালাচ্ছে;
এবং বাতাসের সামনে তুষই যেন তারা পর্বতে তাড়িত হয়,
ঝড়ের সামনে ধুলার পাকের মত বিতাড়িত হয়।
১৪ সন্ধ্যাকালে আকস্মিক সন্ত্রাস উপস্থিত,
ভোরের আগে তারা আর নেই।
এ-ই আমাদের অপহারকদের ভাগ্য,
এ-ই আমাদের লুটেরাদের দশা।

ইথিওপিয়া সম্বন্ধে বাণী

১৮ আহা, ঝিঁঝির শব্দকারী পোকার দেশ,
যা ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপারে অবস্থিত,
২ যা সমুদ্রপথে নলে তৈরী নৌকাতে
জলের উপর দিয়ে দূতদের প্রেরণ করছ!
'যাও, হে দ্রুতগামী দূতেরা,
যে জাতির মানুষেরা দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ,
যে জনগণ আদি থেকে যুগে যুগে ভয়ঙ্কর,
যে জাতির মানুষেরা নিষ্ঠুর ও সদাবিজয়ী,
যার দেশ নদনদী দ্বারা বিভক্ত, তারই দিকে যাও!'
৩ হে জগদ্বাসী সকলে, হে মর্তবাসী সকলে,
যখন পাহাড়পর্বতের উপরে নিশানা উত্তোলিত হবে, তখন চেয়ে দেখ!
যখন তুরি বাজবে, তখন শোন!
৪ কেননা প্রভু আমাকে একথা বলেছেন:
'নির্মল আকাশে প্রকট রোদের মত,
গ্রীষ্মের ফসলকাটার সময়ে শিশির-মেঘের মত,

আমি শান্তশিষ্ট হয়ে আমার বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত করব।’
৫ কেননা আঙুর সঞ্চয় করার আগে, মুকুল গজে ওঠার পর
ও ফুল থেকে আঙুরফল জন্ম নিয়ে পাকা গুচ্ছ হওয়ার পর
তিনি দা দিয়ে তার ডগা ছেঁটে দেবেন
ও তার শাখাগুলি ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।
৬ ওরা মিলে পরিত্যক্ত হবে
পর্বতের হিংস্র পাখিদের ও বন্যজন্তুদের হাতে;
হিংস্র পাখিরা সেগুলির উপরে গ্রীষ্মকাল কাটাবে,
সকল বন্যজন্তু সেগুলির উপরে শীতকাল কাটাবে।
৭ সেসময়ে ওই দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ জাতির লোকদের দ্বারা,
আদি থেকে যুগে যুগে ভয়ঙ্কর ওই জনগণ দ্বারা,
নিষ্ঠুর ও সদাবিজয়ী ওই জাতির লোকদের দ্বারা,
নদনদী দ্বারা বিভক্ত যাদের দেশ, তাদের দ্বারা
সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছে অর্ঘ্য আনা হবে;
সেই অর্ঘ্য সিয়োন পর্বতে আনা হবে,
সেই স্থানে, যা প্রভুর নামের স্থান।

মিশরের বিরুদ্ধে বাণী

১৯ মিশর সংক্রান্ত দৈববাণী।
দেখ, প্রভু দ্রুতগামী মেঘ-বাহনে চড়ে মিশরে প্রবেশ করছেন।
মিশরের যত দেবমূর্তি তাঁর সামনে কম্পিত,
ও মিশরের হৃদয় তার অন্তরে বিগলিত।
২ আমি মিশরীয়দের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের উত্তেজিত করব:
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে,
প্রত্যেকে একে অপরের বিরুদ্ধে,
শহর শহরের বিরুদ্ধে, রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।
৩ মিশরীয়েরা বোধ-জ্ঞান হারাবে,
আর আমি তাদের রাজনীতি বিলুপ্ত করব;
এজন্য তারা দেবমূর্তি ও জাদুকরের,
ভূতের ওঝা ও গণকদের অভিমত অনুসন্ধান করবে।
৪ কিন্তু আমি মিশরীয়দের কড়া এক কর্তার হাতে তুলে দেব,
নিষ্ঠুর এক রাজা তাদের উপর রাজত্ব করবে।
—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।
৫ জল সমুদ্র থেকে হ্রাস পাবে,
নদী চড়া পড়ে শুষ্ক হবে;
৬ তার যত জলস্রোত দুর্গন্ধময় হবে,
মিশরের খালগুলি সঙ্কীর্ণ হয়ে তাতে চড়া পড়বে;
নল ও খাগড়া ম্লান হবে।
৭ নীল নদীতীরে ও তার মোহনায় যত গাছ,

এবং নদীর কাছাকাছি যা কিছু বোনা আছে,
সবই শুষ্ক হবে, বাতাসে উড়ে যাবে, কিছুই থাকবে না।
৮ জেলেরা হাহাকার করবে,
যত লোক নীল নদীতে বড়শি ফেলে সকলেই বিলাপ করবে;
যারা জলে জাল ফেলে, তারা অবসন্ন হবে।
৯ যারা ক্ষোম-অংশুক প্রস্তুত করে, তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে,
যারা শুক্লবস্ত্র বোনে, তারা নিরাশ হবে;
১০ তাঁতীরা দিশেহারা হবে,
বেতনজীবী সকলে প্রাণে দুঃখ পাবে।
১১ তানিসের নেতারা কেমন নির্বোধ!
ফারাওর সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান মন্ত্রণাদাতারা বুদ্ধিহীন মন্ত্রণাসভা মাত্র!
তোমরা কেমন করে ফারাওকে বলতে পার,
'আমি প্রজ্ঞাবানদের পুত্র, প্রাচীন রাজাদের সন্তান?'
১২ তবে তোমার সেই প্রজ্ঞাবানেরা কোথায়?
তারা তোমাকে বলে দিক, তোমার কাছে ব্যক্ত করুক
মিশরের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু কি পরিকল্পনা করেছেন!
১৩ তানিসের নেতারা নির্বোধ;
নোফের নেতারা নিজেদের ভোলাচ্ছে।
যারা মিশরীয় গোষ্ঠীপতি,
তারা মিশরকে পথভ্রান্ত করেছে।
১৪ প্রভু তাদের অন্তরে দিশেহারা আত্মা সঞ্চার করেছেন;
মাতাল যেমন নিজের বমিতে ভ্রান্ত হয়ে পড়ে,
তেমনি ওরা মিশরকে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডে ভ্রান্ত করেছে।
১৫ মিশর যাই কিছু করুক না কেন, তা সফল হবে না:
মাথা কি লেজ, খেজুরগাছ বা নল-খাগড়া—কিছুই সফল হবে না।

১৬ সেদিন মিশরীয়েরা স্ত্রীলোকের মত হবে; সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের বিরুদ্ধে হাত নাড়ালেই
তারা কেঁপে উঠবে, সন্ত্রাসিত হবে। ১৭ যুদা দেশভূমি হয়ে উঠবে মিশরের সন্ত্রাস: সেনাবাহিনীর প্রভু
তার বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্য যখন যুদার কথা উল্লেখ করা হবে মিশর আতঙ্কিত
হয়ে পড়বে।

১৮ সেদিন মিশর দেশে পাঁচটা শহর থাকবে, যেগুলো কানানের ভাষায় কথা বলবে ও
সেনাবাহিনীর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করবে; সেগুলোর একটা সূর্যপুর বলে অভিহিত হবে।

১৯ সেদিন মিশর দেশের মাঝে সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি থাকবে, এবং
সীমানার কাছাকাছিতে প্রভুর উদ্দেশে একটা স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে: ২০ মিশর দেশে এ হবে সেনাবাহিনীর
প্রভুর বিষয়ে চিহ্ন ও সাক্ষ্য স্বরূপ। বিরোধীদের সামনে তারা যখন প্রভুর কাছে চিৎকার করবে,
তখন তিনি তাদের উদ্ধার করতে এক ত্রাণকর্তা ও মহাবীরকে প্রেরণ করবেন। ২১ প্রভু মিশরীয়দের
কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, আর সেদিন মিশরীয়েরা প্রভুকে স্বীকার করবে, বলি ও
শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে, প্রভুর কাছে ব্রত নিয়ে তা উদ্‌যাপন করবে। ২২ প্রভু
মিশরকে আবার আঘাত করবেন, কিন্তু একবার তাদের আঘাত করার পর তাদের নিরাময়

করবেন। তারা প্রভুর কাছে ফিরবে, আর তিনি সাড়া দিয়ে তাদের নিরাময় করবেন।
২৩ সেদিন মিশর থেকে আসিরিয়ার দিকে এক রাস্তা থাকবে; আসিরিয়ার মানুষ মিশরে, ও
মিশরের মানুষ আসিরিয়াতে যাতায়াত করবে; মিশর ও আসিরিয়ার মানুষ মিলে উপাসনা করবে।
২৪ সেদিন মিশরের ও আসিরিয়ার সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে ইস্রায়েল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আশীর্বাদ
স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। ২৫ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলে তাকে আশীর্বাদ করবেন, 'আমার জনগণ
মিশর, আমার হাতের রচনা আসিরিয়া, ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল আশিসধন্য হোক!'

আস্‌দোদ শহর দখল সম্বন্ধে বাণী

২০যে বছরে আসিরিয়া-রাজ সার্গোনের প্রেরিত প্রধান সেনাপতি আস্‌দোদে এসে তা আক্রমণ করে
হস্তগত করেন, ২ সেসময়ে প্রভু আমোজের সন্তান ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা বললেন, 'যাও,
কোমর থেকে চটের কাপড় খুলে দাও, পা থেকেও জুতো খোল।' তিনি সেইমত করলেন, বিবস্ত্র
হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন।
৩ পরে প্রভু বললেন, 'আমার দাস ইসাইয়া যেমন মিশর ও ইথিওপিয়ার জন্য চিহ্ন ও অলৌকিক
লক্ষণ রূপে তিন বছর বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াল, ৪ তেমনি আসিরিয়া-রাজ মিশরের
বন্দিদের ও ইথিওপিয়ার নির্বাসিতদের—যুবা-বৃদ্ধ সকলকেই বিবস্ত্র অবস্থায়, খালি পায়ে ও অনাবৃত
নিতম্বে চালাবে—মিশরের কেমন লজ্জা! ৫ তখন তারা তাদের আশ্বাস সেই ইথিওপিয়া ও তাদের
গর্ব সেই মিশরের বিষয়ে অভিভূত ও লজ্জিত হবে। ৬ সেদিন এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বলবে,
আসিরিয়া-রাজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যে আমরা সাহায্যের আশায় যার কাছে গিয়ে
আশ্রয় নিয়েছিলাম, দেখ, এই আমাদের সেই আশ্বাস! তবে এখন কেমন করে নিষ্কৃতি পাব?'

বাবিলনের পতন

২১ সাগর-নিকটবর্তী মরুপ্রান্তর সংক্রান্ত দৈববাণী।
নেগেবের উপরে যেমন ঝঞ্ঝা মহাবেগে বয়,
তেমনি মরুপ্রান্তর থেকে,
ভয়ঙ্কর এক দেশ থেকেই সেই ব্যক্তি আসছে।
২ এক নিদারুণ দর্শন আমাকে দেখানো হল:
বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকতা করছে,
বিনাশক বিনাশ করছে।
হে এলামীয়েরা, এগিয়ে যাও;
হে মেদীয়েরা, অবরোধ কর!
আমি সমস্ত বিলাপ বন্ধ করে দিলাম।
৩ এজন্য আমার কটিদেশ যন্ত্রণায় আক্রান্ত,
প্রসবিনীর ব্যথার মত ব্যথা আমাকে ধরল;
আমি এতই বিহ্বল যে, শুনতে চাই না;
এতই ভীত যে, দেখতে চাই না।
৪ আমার হৃদয় দিশেহারা, নিরাশা আমাকে দখল করছে;
আমি যে সন্ধ্যাকাল ভালবাসতাম, তা আমার কাছে হয়ে গেছে সন্ত্রাস।
৫ ভোজসভা আয়োজিত,
প্রহরীরা সজাগ,
খাওয়া-দাওয়া চলছে।

‘হে অধিনায়কেরা, ওঠ ; ঢালে তেল মাখ!’

৬ কেননা প্রভু আমাকে একথা বললেন,
‘যাও, একজন প্রহরী মোতায়েন রাখ,
সে যা যা দেখবে, তা জানিয়ে দিক,
৭ সে অশ্বারোহী-দল দেখবে,
জোড় জোড় করে অশ্বারোহীকে,
গাধায় চড়ে এমন লোকের দল,
উটে চড়ে এমন লোকের দল দেখবে,
সে খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করুক,
খুবই সতর্কতার সঙ্গে!’
৮ তখন প্রহরী চিৎকার করে বলল,
‘প্রভু, আমি সারাদিন ধরে
নিরন্তর প্রহরী-দুর্গে দাঁড়িয়ে থাকি ;
আমি সারারাত ধরে
আমার প্রহরা-স্থানে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি।
৯ ওই দেখ, এক দল অশ্বারোহী আসছে,
জোড় জোড় করে অশ্বারোহী আসছে।’
তারা চিৎকার করে বলছে,
‘পতন হয়েছে, হ্যাঁ, বাবিলনের পতন হয়েছে!
তার দেব-দেবীর সকল মূর্তি ভূমিসাৎ হল!’
১০ হে আমার আপন জাতি, তুমি যে চূর্ণবিচূর্ণ,
আমার নিজের খামারে মাড়াই করা সন্তান আমার!
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছ থেকে
যা কিছু শুনেছি, তা তোমাদের জানিয়েছি।

দুমা সম্বন্ধে বাণী

১১ দুমা সংক্রান্ত দৈববাণী।
সেইর থেকে কে যেন আমার দিকে চিৎকার করে বলছে :
‘প্রহরী, রাত কত?
প্রহরী, রাত কত?’
১২ প্রহরী উত্তরে বলে :
‘প্রভাত আসছে, পরে আবার রাত আসবে ;
তোমরা জিজ্ঞাসা করতে চাইলে জিজ্ঞাসা কর ;
ফের, এখানে এসো!’

আরাবা সম্বন্ধে বাণী

১৩ আরাবা সংক্রান্ত দৈববাণী।
হে দেদানীয় পথযাত্রী সকল,
তোমরা যারা আরাবায় বনের মধ্যে রাত কাটাও,

¹⁴ পিপাসিতদের সঙ্গে দেখা করার সময়
তাদের জন্য জল নিয়ে যাও।
হে তেমা-দেশবাসী,
পলাতকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময়
তাদের জন্য রুটি নিয়ে যাও।
¹⁵ কেননা তারা খড়্গের সামনে থেকে,
ধারালো খড়্গের সামনে থেকে,
টানা ধনুকের সামনে থেকে,
ও তুমুল যুদ্ধের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

¹⁶ কেননা প্রভু আমাকে একথা বললেন: 'বেতনজীবীর বছর অনুসারে আর এক বছরকাল, পরে
কেদারের সমস্ত গৌরব লুপ্ত হবে। ¹⁷ আর কেদারীয় যোদ্ধা সেই তীরন্দাজদের হাত থেকে যারা
রেহাই পাবে, তারা অল্পসংখ্যকই হবে, কারণ প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলেছেন।'

যেরুসালেমে আনন্দ-ফুর্তির বিরুদ্ধে বাণী

২২ দর্শন-উপত্যকা সংক্রান্ত দৈববাণী।
এখন তোমার কি হয়েছে যে,
তোমার লোক সকলে ঘরের ছাদে উঠেছে,
² হে কোলাহলপূর্ণ, হইচইপূর্ণ নগর,
উল্লাসিনী নগর?
তোমার নিহত লোক, তারা তো খড়্গের আঘাতে পতিত হয়নি,
যুদ্ধেও তারা মারা পড়েনি;
³ তোমার নেতারা সকলে মিলেই পালিয়ে গেছে;
ধনুকের একটা আঘাত না পড়লেও তারা বন্দি হয়েছে;
তোমার বীরযোদ্ধারা সকলে মিলে শত্রুহস্তে পড়েছে,
কিংবা দূরে পালিয়ে গেছে!

⁴ এজন্য আমি বলছি: 'আমার দিকে আর নয়, অন্য দিকে চোখ ফেরাও,
আমাকে তিক্ত চোখের জল ফেলতে দাও;
আমার আপন জাতি-কন্যার সর্বনাশের জন্য
আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না।'
⁵ কারণ এদিন আশঙ্কা, বিনাশ ও ব্যাকুলতার দিন,
এমন দিন, যা সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর রচিত দিন!
দর্শন-উপত্যকায় নগরপ্রাচীর সবই ভগ্ন,
পর্বতমালার দিকে উচ্চারিত শুধু আর্তনাদ!
⁶ এলামীয়েরা তূণ ধরে নিল,
আরামীয়েরা ঘোড়ার পিঠে উঠছে,
কিরের যোদ্ধারা ঢাল অনাবৃত করল।
⁷ তোমার উত্তম উত্তম উপত্যকা রথে পরিপূর্ণ হল;
অশ্বারোহীরা নগরদ্বারের কাছে স্থান নিল।
⁸ এভাবেই যুদার রক্ষা খসে পড়ল।

সেদিন তোমরা অরণ্য-গৃহে সেই অস্ত্র-সরঞ্জামের দিকে চোখ ফেরালে ;
৯ তোমরা তো দেখলে দাউদ-নগরীতে কতগুলো ভগ্নস্থান ;
নিচের দিঘির জল একস্থানে একত্র করলে ;
১০ যেরুসালেমের বাড়ি-ঘর পরিদর্শন ক'রে
তোমরা প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য কতগুলো বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললে ;
১১ পুরাতন দিঘির জলের জন্য
তোমরা দুই প্রাচীরের মাঝখানে একটা জলাধার তৈরি করলে ;
কিন্তু এসব কিছুর নির্মাতা যিনি, তাঁর দিকে তোমরা তাকাওনি,
দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু গড়লেন যিনি, তাঁকে দেখওনি।

১২ সেদিন সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু কান্না-বিলাপ করতে,
মাথার চুল খেউরি করতে ও চটের কাপড় পরতে তোমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন ;
১৩ কিন্তু তার বদলে রয়েছে আমোদপ্রমোদ, বলদ-জবাই, মেষ-কাটা,
মাংসাহার ও আঙুররস-পান ;
'এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ কাল মারা পড়ব !'

১৪ তখন সেনাবাহিনীর প্রভু আমার কানে একথা প্রকাশ করলেন :
'তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
নিশ্চয় তোমাদের এই অপরাধের মার্জনা হবে না ;'
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

প্রাসাদ-অধ্যক্ষ শেব্‌নার বিরুদ্ধে বাণী

১৫ সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন :
তুমি ওই মন্ত্রীকে, প্রাসাদ-অধ্যক্ষ ওই শেব্‌নাকে গিয়ে বল :
১৬ 'এখানে তোমার কী ? আবার এখানে তোমার কেইবা আছে যে,
তুমি এইখানে নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগলে ?'
সে তো নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগল,
নিজের জন্য শৈলে একটা বিশ্রামস্থান কাটতে লাগল !
১৭ দেখ, পুরুষ ! প্রভু শক্ত করে তোমাকে ধরে
একেবারে ছুড়ে ফেলবেন।
১৮ তিনি তোমাকে একটা গোলক পিণ্ডের মত ভাল মতই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
বিস্তীর্ণ এক দেশে নিক্ষেপ করবেন ;
সেখানে তুমি মরবে, সেখানে তোমার যত গৌরবময় রথও চলে যাবে,
তুমি যে তোমার প্রভুর প্রাসাদের কলঙ্কমাত্র !
১৯ আমি তোমার পদ থেকে তোমাকে দূরে ঠেলে দেব,
তোমার আসন থেকে তোমাকে উল্টিয়ে ফেলব।
২০ সেদিন এমনটি ঘটবে,
আমি আমার আপন দাসকে,
হিল্কিয়ার সন্তান সেই এলিয়াকিমকে ডাকব ;
২১ তোমার বসন তাকেই পরাব,
তোমার বন্ধনী তারই কোমরে বাঁধব,

তোমার কর্তৃত্ব তারই হাতে তুলে দেব।
সে যেরুসালেম-বাসীদের জন্য ও যুদাকুলের জন্য পিতা হবে।
২২ আমি দাউদকুলের চাবিকাঠি তাঁর কাঁধে রেখে দেব :
সে যা খুলে দেবে, কেউই তা বন্ধ করতে পারবে না ;
সে যা বন্ধ করবে, কেউই তা খুলে দিতে পারবে না।
২৩ আমি তাকে একটা গোঁজের মত শক্ত মাটিতে পুঁতে রাখব,
সে তার পিতৃকুলের পক্ষে গৌরবাসন হয়ে উঠবে।

২৪ তার পিতৃকুলের সমস্ত গৌরব—সন্তানসন্ততি ও বংশধর, পানপাত্র থেকে কুপা পর্যন্ত ছোট
হলেও যত পাত্রই—তার উপর নির্ভর করবে। ২৫ সেদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—শক্ত
মাটিতে পোঁতা সেই গোঁজ সরে গিয়ে ছিন্ন হয়ে পড়ে যাবে, ও যা কিছু তার উপর নির্ভর করছিল,
সেই সমস্ত কিছু টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, কারণ প্রভু এই কথা বলেছেন।

তুরসের বিরুদ্ধে বাণী

২৩ তুরস সংক্রান্ত দৈববাণী।
হে তার্সিসের জাহাজগুলি, বিলাপ কর,
কেননা সেখানে ঘটল সর্বনাশ :
তার আর কোন ঘর নেই, আর নেই কোন বন্দর !
তারা যখন কিত্তিমীয়দের দেশ থেকে ফিরে আসছিল,
তখনই একথা তাদের জানানো হল।
২ হে উপকূলের অধিবাসী সকল, নীরব হও,
তোমরাও, সিদোনের বণিক সকল,
যারা সমুদ্র পার হও,
যাদের কর্মচারীরা
৩ মহাজলরাশির উপর দিয়ে চলে।
সিহোর নদীর শস্য, নীল নদীর ফসল
ছিল তুরসের ঐশ্বর্য, ছিল জাতিগুলির হাট।
৪ লজ্জিতা হও, সিদোন,
তুমি যে সমুদ্রের দৃঢ়দুর্গ !
সাগর এখন একথা বলছে :
'আমি প্রসবযন্ত্রণায় ভুগিনি, প্রসব করিনি,
যুবকদের মানুষ করিনি,
যুবতীদেরও প্রতিপালন করিনি।'
৫ মিশরে এই জনরব শোনামাত্র
লোকে তুরসের কথা শুনে দুঃখভোগ করবে।
৬ তোমরা পার হয়ে তার্সিসে যাও, বিলাপ কর,
হে উপকূলের অধিবাসীরা।
৭ এ কি তোমাদের সেই উল্লাসিনী নগরী,
যা প্রাচীনকালেও প্রাচীনা ছিল,
উপনিবেশ স্থাপনের জন্য

যার পা তাকে দূরদেশে নিয়ে যেত?
৮ এই মুকুট-বিতরণকারিণী তুরস,
যার বণিকেরা সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ ছিল,
যার মহাজনেরা ছিল পৃথিবীতে গৌরবান্বিত,
এর বিরুদ্ধে কে এমনটি নিরূপণ করেছে?
৯ সেনাবাহিনীর প্রভুই তেমনটি নিরূপণ করেছেন!
তার সমস্ত ভূষণের অহঙ্কার লজ্জায় ফেলার জন্য,
পৃথিবীতে সেই গৌরবান্বিতদের অবনমিত করার জন্যই
তিনি এ নিরূপণ করেছেন।

১০ হে তার্সিস-কন্যা, তুমি নীল নদীর মত তোমার দেশ চাষ কর;
বন্দরটা আর নেই!
১১ তিনি সাগরের উপরে হাত বাড়িয়েছেন;
রাজ্য সকল কাঁপিয়ে তুলেছেন,
প্রভু কানানের বিষয়ে
তার দৃঢ়দুর্গগুলি উচ্ছেদ করার আজ্ঞা জারি করেছেন।

১২ তিনি বললেন, 'হে মানভ্রষ্টা, হে কুমারী সিদোন-কন্যা,
তুমি আর উল্লাসে মেতে উঠো না!
ওঠ, পার হয়ে কিত্তিমীয়দের কাছে যাও,
সেখানেও তোমার জন্য স্বস্তি হবে না।'
১৩ ওই দেখ কাল্‌দীয়দের সেই দেশ:
সেই জাতি আর নেই!
আসিরিয়া বন্য বিড়ালদের জন্যই ওকে স্থির করেছে;
তারা উচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেছিল, প্রাকারও গেঁথে তুলেছিল;
আর আসিরিয়া সেইসব করেছে ধ্বংসস্তূপের ঢিপি!
১৪ হে তার্সিসের জাহাজগুলি, বিলাপ কর,
কেননা তোমাদের আশ্রয়স্থলের ঘটেছে সর্বনাশ।

১৫ সেদিন এমনটি ঘটবে: এক রাজার আয়ু অনুসারে তুরস সত্তর বছর ধরে বিস্মৃতা হবে। সত্তর
বছর শেষে তুরসের উপর বেশ্যার এই গান আরোপ করা হবে:

১৬ 'হে চিরবিস্মৃতা বেশ্যা,
বীণা ধরে শহরে হেঁটে বেড়াও;
নিপুণ হাতে বাজাও, বহু বহু গান ধর,
যেন আবার স্মৃতিপথে আসতে পার।'

১৭ কিন্তু সেই সত্তর বছর শেষে প্রভু তুরসকে দেখতে যাবেন, আর সে পুনরায় তার লাভজনক
ব্যবসায় ব্যস্ত হবে; সে জগতের সকল রাজ্যের সঙ্গে পৃথিবীর বুকে বেশ্যাগিরি করবে। ১৮ তার
মজুরি ও তার লাভ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গীকৃত হবে; তা কোষে রাখা কিংবা সঞ্চয় করা
হবে না, বরং তাদেরই কাছে যাবে, যারা প্রভুর সম্মুখে বাস করে, যেন তারা তৃপ্তি সহকারে খেতে
পারে ও এমন বস্ত্রাদি পেতে পারে যা দীর্ঘস্থায়ী।

প্রভুর বিচার

২৪ দেখ, প্রভু পৃথিবীকে শূন্যস্থান করছেন, তা মরুভূমি করছেন,
ভূমণ্ডল উল্টিয়ে ফেলছেন, তার অধিবাসীদের বিক্ষিপ্ত করছেন।
২ এই দশা ভোগ করবে প্রজা ও যাজক, দাস ও কর্তা,
দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা ও বিক্রেতা,
পাওনাদার ও দেনাদার, ঋণ দিয়েছে ও ঋণ নিয়েছে উভয়েই।
৩ পৃথিবী একেবারে লুণ্ঠিত হবে, সবই লুটতরাজ,
কারণ প্রভু এই বাণী উচ্চারণ করেছেন।
৪ পৃথিবী শোকাকুল, নিস্তেজ,
জগৎ ম্লান, নিস্তেজ,
আকাশ ও পৃথিবী দু'টোই মিলে ম্লান!
৫ পৃথিবী তার আপন অধিবাসীদের পদতলে কলুষিত,
কারণ তারা সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করেছে,
বিধি অমান্য করেছে, চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করেছে।
৬ এজন্য অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করছে,
ও তার অধিবাসীরা এর দণ্ড বহন করছে;
এজন্য পৃথিবীর অধিবাসীরা দগ্ধ হল,
কেবল স্বল্প লোক অবশিষ্ট রইল।

উৎসন্ন নগরীর বর্ণনা

৭ নতুন আঙুররস শোকাকুল, আঙুরখেত ম্লান;
যারা একদিন প্রফুল্লচিত্ত ছিল,
তারা সবাই এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।
৮ খঞ্জনির আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে,
শেষ হয়েছে উল্লাসীদের কোলাহল,
বীণার আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে।
৯ গানে গানে কেউই আর আঙুররস খায় না,
যে কেউ উগ্র পানীয় পান করে, তা তিক্তই লাগে তার মুখে।
১০ শূন্যতার নগরী এবার শুধু ধ্বংসস্তূপ,
রুদ্ধই প্রতিটি ঘরের প্রবেশপথ।
১১ রাস্তা-ঘাটে সবার চিৎকার—আঙুররস আর নেই!
সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল,
দেশ থেকে পুলক নির্বাসিত হল।
১২ নগরীতে শুধু রয়েছে ধ্বংসন,
টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে তার তোরণদ্বার।
১৩ কেননা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে, জাতিসকলের মাঝে এমনটি ঘটবে,
ঠিক যেমন ঘটে জলপাইগাছ ঝাড়বার সময়ে,
ঠিক যেমন ঘটে আঙুর-সংগ্রহকাল শেষে
পড়ে থাকা আঙুরফল জড় করার সময়ে।

১৪ ওরা জোর গলায় চিৎকার করবে,
প্রভুর প্রতাপের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলবে,
পশ্চিম থেকে উচ্চধ্বনি শোনাবে ;
১৫ তাই পুব থেকে তোমরা প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
সমুদ্রের যত দ্বীপপুঞ্জে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামকীর্তন কর।
১৬ পৃথিবীর চরম প্রান্ত থেকে আমরা শুনেছি এই সামগান :
'সেই ধার্মিকেরই জয়!'

শেষ সংগ্রাম

কিন্তু আমি ভাবলাম, 'হায় হায়!
হায়, আমাকে ধিক!'
বিশ্বাসঘাতকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,
হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকেরা দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
১৭ হে মর্তবাসী, সন্ত্রাস, গহ্বর, ফাঁদ এবার অনিবার্য।
১৮ যে কেউ সন্ত্রাসের চিৎকার থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে,
সে সেই গহ্বরে পড়বে,
যে কেউ গহ্বর থেকে উঠে আসবে,
সে সেই ফাঁদে ধরা পড়বে।
ঊর্ধ্বের সমস্ত জলদ্বার খুলে গেল,
পৃথিবীর ভিত কেঁপে উঠল।
১৯ একটা ফাটল—পৃথিবী ফেটে গেল ;
একটা ঝাঁকুনি—পৃথিবী ঝেঁকে উঠল ;
একটা কাঁপন—পৃথিবী কম্পিত হল।
২০ পৃথিবী মাতালের মত টলটলাবে,
টোঙের মত দোলবে ;
তার উপরে তার শঠতার ভার এমনই হবে যে,
তার পতন হবে, সে আর কখনও উঠতে পারবে না।
২১ সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু ঊর্ধ্বলোকে ঊর্ধ্বের সেনাদলকে তার যোগ্য শাস্তি দেবেন,
ও মর্তলোকে মর্ত-রাজাদের তাদের যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
২২ তাদের সকলকে একটা গর্তের মধ্যে জড় করে বন্দি করা হবে,
একটা কারাগারে রুদ্ধ করা হবে,
আর বহুদিন পরে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে।
২৩ তখন চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে,
কারণ সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা,
ও তাঁর প্রবীণদের সামনে তিনি গৌরবমণ্ডিত।

ধন্যবাদগীতি

২৫ প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান,

কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ,
পুরাকালে সঙ্কল্পিত সেই বিশ্বস্ততাপূর্ণ ও সত্যময় কাজ।
২ কেননা নগরীকে তুমি প্রস্তররাশিতে,
সুরক্ষিত নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ;
বিদেশীদের সেই রাজপুর এখন আর নগর নয়,
তা কখনও পুনর্নির্মিত হবে না।
৩ তাই বলবান এক জাতি করে তোমার গৌরবকীর্তন,
তোমায় সম্ভ্রম করে দুর্দান্ত জাতিগুলির শহর।
৪ কারণ তুমি দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ,
সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ,
ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া;
হ্যাঁ, দুর্দান্তদের শ্বাস শীতকালীন বর্ষার মত,
৫ শুষ্ক দেশে রোদের তাপের মত।
যেমন মেঘের ছায়াতে রোদের তাপ,
তুমি তেমনি প্রশমিত কর সেই বর্বরদের কোলাহল;
ক্ষান্ত কর সেই দুর্দান্তদের জয়গান।

সকল জাতির জন্য এক মহাভোজ

৬ সেনাবাহিনীর প্রভু এই পর্বতের উপর সকল জাতির জন্য
সাজিয়ে রাখবেন উৎকৃষ্ট খাদ্যের এক মহাভোজ,
উত্তম আঙুররস, রসাল-শাঁসাল খাদ্য, সেরা আঙুররসের এক মহাভোজ।
৭ এই পর্বতের উপরে তিনি বিলুপ্ত করবেন সেই আচ্ছাদন,
যা আচ্ছন্ন করে রাখছিল সকল জাতির মানুষের মুখ,
সেই আবরণ, যা পাতা ছিল সকল দেশের মানুষের উপর।
৮ তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন;
স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল,
তাঁর আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন,
কারণ স্বয়ং প্রভুই একথা বললেন।
৯ সেদিন সকলে বলবে, 'দেখ, ইনিই আমাদের পরমেশ্বর;
আমরা তাঁর উপরেই এই প্রত্যাশা রেখেছিলাম যে,
ইনি আমাদের ত্রাণ করবেন;
ইনিই সেই প্রভু, যাঁর উপরে প্রত্যাশা রেখেছিলাম;
এসো, তাঁর পরিত্রাণের জন্য উল্লাস করি, আনন্দ করি!'
১০ কারণ প্রভুর হাত এই পর্বতের উপরেই থাকবে।
কিন্তু বিচালি যেমন সারকুণ্ডে মাড়িয়ে দেওয়া হয়,
তেমনি মোয়াবকে মাটিতে মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
১১ যে সাঁতার দেয়, সাঁতারের জন্য সে যেমন হাত বাড়ায়,
মোয়াব তেমনি সেখানে হাত বাড়াবে;
কিন্তু তার হাত যাই কিছু করতে চেষ্টা করবে না কেন,

তিনি তার গর্ব অবনমিতই করবেন।
১২ তিনি নামিয়ে দেবেন, ধ্বংস করবেন, ধূলিসাৎ করবেন
তোমার নগরপ্রাচীরের অগম্য যত দৃঢ়দুর্গ।

ধন্যবাদগীতি

২৬ সেদিন যুদা-দেশে সকলে এই সঙ্গীত গান করবে:
'আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
২ খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।
৩ যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
৪ তোমরা প্রভুতে ভরসা রাখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল;
৫ কারণ উচ্চস্থানে যাদের বাস,
তিনি তাদের অবনত করলেন,
উচ্চতম সেই নগরকে অবনত করে ভূমিসাৎ করলেন।
৬ লোকদের পা—অত্যাচারিতদের পা, দীনহীনদের পদক্ষেপ
এখন তা পদদলিত করছে।'

সামসঙ্গীত

৭ ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
৮ সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।
৯ রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।
১০ দুর্জনের প্রতি দয়া দেখালেও
সে ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হবেই না;
সততার দেশে সে তো অনিষ্টের সাধক,
প্রভুর মাহাত্ম্যের দিকে তাকায় না।
১১ প্রভু, তোমার হাত তো উত্তোলিত,
তবু তারা তা দেখে না;
তোমার জনগণের প্রতি তোমার উত্তপ্ত প্রেম দেখে তারা লজ্জিত হোক;
হ্যাঁ, তোমার বিরোধীদের জন্য তৈরী আগুন তাদের গ্রাস করুক।
১২ প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।

১৩ হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
তুমি ছাড়া অন্য প্রভুরা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করল;
কিন্তু কেবল তোমার প্রতি, তোমার নামেরই প্রতি আমাদের সম্মান!
১৪ মৃতেরা পুনরুজ্জীবিত হবে না,
ছায়ামূর্তি পুনরুত্থিত হবে না,
কারণ তুমি শাস্তি দিয়ে ওদের ধ্বংস করেছ,
ওদের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে দিয়েছ।
১৫ তুমি এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, প্রভু,
এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, নিজের গৌরব প্রকাশ করেছ,
দেশের চতুঃসীমানা বিস্তার করেছ।

১৬ প্রভু, সঙ্কটে তারা তোমার আশ্রয় নিতে চাইল,
তুমি তাদের শাস্তি দিচ্ছিলে বিধায়
তারা প্রার্থনায় নিজেদের উজাড় করে দিল।
১৭ প্রসবকাল আসন্ন হলে গর্ভবতী নারী
যেমন যন্ত্রণায় মোচড় খেতে খেতে চিৎকার করে,
তোমার সামনে, প্রভু, আমরা সেইমত ছিলাম।
১৮ আমরাও গর্ভধারণ করলাম,
আমরাও প্রসবযন্ত্রণায় ভুগলাম,
কিন্তু প্রসব করলাম শুধু বাতাসমাত্র!
আমরা দেশে পরিত্রাণ আনিনি,
জগতেও কোন নিবাসীর জন্ম হয়নি।
১৯ কিন্তু তোমার মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে,
তাদের মৃতদেহ পুনরুত্থিত হবে।
তোমরা যারা ধুলায় শায়িত,
পুনর্জাগরিত হও, আনন্দধ্বনি তোল,
কারণ তোমাদের শিশির জ্যোতির্ময় শিশির;
কিন্তু পৃথিবী ছায়ামূর্তিই প্রসব করবে।

প্রভুর শাস্তি

২০ চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর,
পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও।
কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক,
যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়।
২১ কেননা দেখ, পৃথিবীর অধিবাসীদের অপরাধের শাস্তি দিতে
প্রভু আপন আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন;
পৃথিবী নিজের উপরে পাতিত রক্ত প্রকাশ করবে,
নিজের নিহতদের আর আচ্ছন্ন রাখবে না।

২৭ ১ সেদিন প্রভু তাঁর নিদারুণ, বিরাট ও পরাক্রমী খড়্গ দ্বারা
কুটিল সাপ সেই লেভিয়াথানকে,

হ্যাঁ, কুণ্ডলিত সাপ সেই লেভিয়াথানকে শাস্তি দেবেন ;
সমুদ্র-বাসী সেই নাগকে মেরে ফেলবেন।

প্রভুর আঙুরখেত

২ সেদিন লোকে বলবে :
'সেই যে উৎকৃষ্ট আঙুরখেত—তোমরা তার গুণগান কর!'
৩ স্বয়ং প্রভু আমিই তার রক্ষক,
আমিই পলে পলে তা জলসিক্ত করি ;
পাছে তার ক্ষতি হয়,
আমি দিনরাত তা যত্ন করি।
৪ আমি এখন ক্রুদ্ধ নই।
আঃ! আমাকে বিরোধিতা করতে
যদি কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা থাকত!
সেইসব আক্রমণ করে আমি একেবারে পুড়িয়ে দিতাম!
৫ সে বরং আমার কাছে আশ্রয় নিতে আসুক,
আমার সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করুক,
শান্তি-চুক্তি করুক আমার সঙ্গে!

নির্বাসন ও ক্ষমাদান

৬ ভাবী দিনগুলিতে যাকোব শিকড় গাড়বে,
ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত,
ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে।
৭ প্রভু ইস্রায়েলের প্রহারকদের যেমন প্রহার করেছিলেন,
ইস্রায়েলকেও কি সেইমত প্রহার করলেন?
কিংবা তার হত্যাকারীদের তিনি যেমন হত্যা করেছিলেন,
তাকেও কি সেইমত হত্যা করলেন?
৮ তাকে তাড়িয়ে দেওয়ায়, ত্যাগ করায়ই তুমি তাকে শাস্তি দিলে,
পুববাতাসের দিনের মত
তুমি প্রবল ফুৎকারেই তাকে ঝেড়ে দূর করলে।
৯ তখন যাকোবের অপরাধ এভাবেই ক্ষমা হবে,
তখন এটিই হবে তার পাপহরণের গোটা ফল,
সে যখন যজ্ঞবেদির সমস্ত পাথর চূর্ণবিচূর্ণ চুনের পাথরের মত করবে,
ও কোন পবিত্র দণ্ড ও কোন ধূপবেদি আর থাকবে না।
১০ কারণ সুদৃঢ় নগরটি শূন্যস্থান হয়েছে,
হয়েছে নির্জন স্থান, মরুভূমির মত পরিত্যক্ত ;
সেখানে বাছুর চরে বেড়ায়, শুয়ে পড়ে ও যত ঘাস খায়।
১১ সেখানকার ডালপালা শুষ্ক হলে তা টুকরো টুকরো করা হবে,
স্ত্রীলোকেরা এসে তা দিয়ে আগুন জ্বালাবে।
সত্যি! তেমন জাতি নির্বোধ এক জাতি ;
এজন্য তার নির্মাতা তার প্রতি করুণা করবেন না,

যিনি তাকে গড়লেন, তিনি তার প্রতি দয়া দেখাবেন না।

মহা প্রত্যাগমন

১২ সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু [ইউফ্রেটিস] নদীর প্রণালী থেকে মিশরের জলস্রোত পর্যন্ত
শস্য-মাড়াই আরম্ভ করবেন,
আর তোমাদের, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, একে একে করে জড় করা হবে।
১৩ সেই দিন যখন আসবে, তখন বড় তুরিটা বাজবে;
আর যারা আসিরিয়াতে বিক্ষিপ্ত, যারা মিশরে তাড়িত,
তারা ফিরে আসবে।
তারা যেরুসালেমে পবিত্র পর্বতের উপরে
প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে।

সামারিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

২৮ এফ্রাইমের মাতালদের দর্পমুকুটকে ধিক্!
তার জ্যোতির্ময় শোভার যে ক্ষণস্থায়ী ফুল উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
আঙুররসে পরাভূত যত লোকদের সেই নগরকে ধিক্!
২ দেখ, প্রভু দ্বারা প্রেরিত হয়ে
প্রতাপশালী ও শক্তিমান এক পুরুষ
শিলা-ঝড়ের মত, প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার মত,
প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত সবকিছুই নিজের হাতে ভূমিসাৎ করে।
৩ এফ্রাইমের মাতালদের সেই দর্পমুকুট
পদতলে মাড়িয়ে দেওয়া হবে;
৪ এবং তার জ্যোতির্ময় ভূষণের সেই যে ক্ষণস্থায়ী ফল,
যা উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
তার দশা হবে এমন আশুপক্ক ডুমুরফলের মত,
যা উপযুক্ত কালের আগে দেখা দেয়:
তা দেখে লোকে পেড়ে নেয়; হাতে পাওয়ামাত্রই তা খায়।
৫ সেদিন সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর আপন জনগণের অবশিষ্টাংশের জন্য
হবেন মহিমময় মুকুট ও জ্যোতির্ময় শিরোভূষণ;
৬ যারা বিচারাসনে বসে,
তাদের জন্য তিনি হবেন ন্যায়বিচারের প্রেরণা,
যারা নগরদ্বারে আক্রমণ রোধ করে,
তাদের জন্য হবেন পরাক্রম।

নকল নবীদের বিরুদ্ধে বাণী

৭ এরাও আঙুররসে ভ্রান্ত
ও মদ্যপানে টলটলায়মান হচ্ছে।
যাজক কি নবী সকলেই মদ্যপানে ভ্রান্ত,
আঙুররসে নিমজ্জিত;

তারা মদ্যপানে টলটলায়মান,
দর্শনে ভ্রান্ত ও বিচার-সম্পাদনে টলটলায়মান।
৮ বস্তুত সকল অন্নমেজ দুর্গন্ধময় বমিতে পরিপূর্ণ,
নোংরা নয় এমন স্থান নেই!
৯ [তারা বলে:] 'সে কাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে চায়?
সে কাকে বাণীর যুক্তি বোঝাতে চায়?
তাদেরই কি, যারা দুধ ও স্তন-ছাড়া?
১০ হ্যাঁ, সাউলাসাউ, সাউলাসাউ,
কাউলাকাউ, কাউলাকাউ,
জে এর সাম্, জে এর সাম্।'
১১ আচ্ছা, তিনি বিদ্রূপের ওষ্ঠে ও বিদেশী ভাষায়
এই জনগণের সঙ্গে কথা বলবেন;
১২ আগেও তিনি তাদের বলেছিলেন:
'এই যে বিশ্রাম! ক্লান্ত মানুষকে বিশ্রাম নিতে দাও।
এই যে প্রাণ জুড়াবার স্থান!' কিন্তু তারা শুনতে রাজি হল না।
১৩ সেজন্য তাদের প্রতি প্রভুর এই বাণী উচ্চারিত:
'সাউলাসাউ, সাউলাসাউ,
কাউলাকাউ, কাউলাকাউ,
জে এর সাম্, জে এর সাম্,'
যেন তারা এগিয়ে চলতে চলতে পিছনে পড়ে তাদের দেহ ভেঙে যায়,
এবং ফাঁদে ধরা পড়ে তাদের বন্দি করা হয়।

কুমন্ত্রণাদাতাদের বিরুদ্ধে বাণী

১৪ সুতরাং, হে বিদ্রূপকারী মানুষের দল,
যেরুসালেমের এই জাতির শাসনকর্তারা,
প্রভুর বাণী শোন;
১৫ তোমরা নাকি বলছ:
'আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি স্থির করেছি,
পাতালের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি;
তাই সংহারকের কশা এদিক দিয়ে এলে আমাদের নাগাল পাবে না,
কারণ আমরা মিথ্যাকে আমাদের আশ্রয় করেছি,
ছলনার আড়ালে লুকিয়েছি।'

১৬ অতএব পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য
যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি;
যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না।
১৭ আমি ন্যায়বিচারকে করব মানদণ্ড,
ধর্মময়তাকে করব ওলন।'
শিলাবৃষ্টি তোমাদের ওই মিথ্যার আশ্রয় দূরে ঝেড়ে ফেলবে,

জলরাশি তোমাদের ওই লুকোনোর স্থান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।
১৮ মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের ওই সন্ধি মুছে ফেলা হবে,
পাতালের সঙ্গে তোমাদের ওই চুক্তি দাঁড়াতে পারবে না।
সংহারকের কশা যখন ওদিক দিয়ে যাবে,
তখন তার পায়ে তোমাদের মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
১৯ তা যতবার আসবে, ততবার তোমাদের ধরবে,
আর আসলে তা প্রতি সকালেই আসবে—
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!
কেবল বিভীষিকার জোরেই তোমরা একথা বুঝবে।
২০ কারণ গা প্রসারিত করার পক্ষে বিছানা খাটো,
গায়ে জড়াবার পক্ষে কম্বল ছোট!
২১ হ্যাঁ, প্রভু উত্থিত হবেন,
যেমন পেরাজিম পর্বতের উপরে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন;
তিনি ক্রুদ্ধ হবেন,
যেমন গিবেয়োন-উপত্যকায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন;
এভাবে তিনি তাঁর আপন কর্মের,
তাঁর সেই রহস্যময় কর্মের সিদ্ধি ঘটাবেন,
তাঁর আপন কর্ম, তাঁর সেই অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন করবেন।
২২ সুতরাং তোমরা তোমাদের বিদ্রূপ বন্ধ কর,
পাছে তোমাদের শেকল আরও শক্ত হয়;
কারণ সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর কাছ থেকে
আমি সারা পৃথিবী সম্বন্ধে উচ্ছেদ-বিধির কথা শুনেছি।

উপমা-কাহিনী

২৩ তোমরা কান দাও, আমার কণ্ঠস্বর শোন,
মনোযোগ দাও, আমার বাণী শোন।
২৪ বীজ বোনার উদ্দেশ্যে কৃষক কি সারাদিন হাল চাষ করে,
মাটি খুঁড়ে ভূমির ঢেলা ভাঙে?
২৫ মাটি সমান করার পর
সে কি মরিচ ছড়ায় না ও জিরে বোনে না?
সে কি শ্রেণী শ্রেণী করে গম ও যব,
এবং খেতের সীমানায় ভুট্টা কি বোনে না?
২৬ তার পরমেশ্বরই তাকে শিক্ষা দেন;
তিনিই তাকে সঠিক নিয়ম শেখান।
২৭ বস্তুত মউরি মাড়ন-মইতে মাড়াই করতে নেই,
এবং জিরের উপরে গাড়ির চাকা ঘোরাতে নেই,
কিন্তু মউরি লাঠি দিয়ে,
ও জিরে বাঁশ দিয়ে মাড়াই করা উচিত।
২৮ গম কি চূর্ণ হয়?

অবশ্যই, কিন্তু তা কখনও শেষ পর্যন্ত মাড়াই হয় না;
গাড়ির চাকা ও ঘোড়ার ক্ষুর তা ছড়ায় বটে,
কিন্তু তুমি তো তা একেবারে চূর্ণ কর না।
২৯ এও সেনাবাহিনীর প্রভুর দান;
তিনিই সুমন্ত্রণায় আশ্চর্যময়, কর্মজ্ঞানে মহান।

যেরুসালেম সম্বন্ধে বাণী

২৯ আরিয়েল, আরিয়েল, ধিক্ তোমায়!
তুমি যে দাউদের শিবিরনগর!
এক বছরের পর অন্য বছর যাক,
উৎসবচক্র ঘুরে আসুক।
২ কিন্তু আমি আরিয়েলের উপরে সঙ্কোচ ঘটাব,
তখন হবে কান্নাকাটি;
তাতে তুমি আমার পক্ষে প্রকৃতই আরিয়েল হবে।
৩ দাউদের মত আমিও তোমার বিরুদ্ধে শিবির বসাব,
গড় দিয়ে চারদিকে তোমাকে ঘিরে ফেলব,
তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্মাণ করব।
৪ তখন তুমি অবনত হয়ে মাটি থেকে কথা বলবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথা ফিস্‌ফিস্ করে উঠবে;
মাটি থেকে নির্গত তোমার সুর ভূতের ওঝার সুরের মত হবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথার শব্দ ফুস্‌ফুসের মত হবে।

৫ তোমার অত্যাচারীদের বিপুল দল হবে সূক্ষ্ম ধুলার মত,
তোমার পীড়কদের বিপুল দল হবে তাড়িত তুষের মত।
আর হঠাৎ, এক নিমেষেই,
৬ বজ্রধ্বনি, ভূমিকম্প ও মহাশব্দের সঙ্গে,
ঘূর্ণিঝড়, ঝঞ্ঝা ও সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার সঙ্গে
সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।
৭ তখন সকল জাতির যে বিপুল দল
আরিয়েলের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালায়,
যারা তাকে ও তার নানা গড় আক্রমণ করে ও অবরুদ্ধ করে,
সেইসব একটা স্বপ্নের মত হবে,
হবে রাত্রিকালীন দর্শনের মত।
৮ এমনটি ঘটবে, যেমন ক্ষুধার্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে: সে খাচ্ছে,
কিন্তু জেগে উঠলে তার উদর শূন্য;
কিংবা যেমন পিপাসিত মানুষ স্বপ্ন দেখে: সে পান করছে,
কিন্তু জেগে উঠলে, দেখ, সে দুর্বল, তার গলা দগ্ধ;
যে সব দেশের মানুষের দল
সিয়োন পর্বতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাচ্ছে,
তাদের দশা তেমনি হবে।

৯ বিস্মিত হও তোমরা, স্তম্ভিত হও;
চোখ রুদ্ধ কর, অন্ধ হও;
মাতাল হও, কিন্তু আঙুররসে নয়,
টলটলায়মান হও, কিন্তু মদ্যপানের ফলে নয়।
১০ কারণ প্রভু তোমাদের উপরে
ঘোর নিদ্রাজনক আত্মা বর্ষণ করেছেন,
তোমাদের নবী-চোখ বন্ধ করেছেন,
তোমাদের দৈবদ্রষ্টা-মাথা ঢেকে রেখেছেন।

১১ সমস্ত দর্শন তোমাদের পক্ষে সীলমোহরযুক্ত পুস্তকের কথার মত হবে; যে লেখাপড়া জানে,
পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি বল, 'দয়া করে, এ পড়,' তবে সে উত্তরে বলবে, 'আমি পারি না,
কারণ পুস্তকটা সীলমোহরযুক্ত।' ১২ কিংবা যে লেখাপড়া জানে না, পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি
বল, 'দয়া করে, এ পড়,' তবে সে উত্তরে বলবে, 'আমি লেখাপড়া জানি না।'

১৩ পরে প্রভু একথা বললেন:
'যেহেতু এই জাতির মানুষেরা
কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে,
কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে,
আমার প্রতি দেখানো তাদের উপাসনাও
মানবীয় রীতি ও মুখস্থ করা মাত্র,
১৪ সেজন্য দেখ, আমি এই জনগণকে
আবার আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে আশ্চর্যান্বিত করে চলব;
লোপ পাবে তাদের প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা,
মিলিয়ে যাবে তাদের বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি।'

ধর্মনীতিই বিজয়ী

১৫ ধিক্ তাদের, যারা প্রভুর কাছ থেকে তাদের মতলব গোপন রাখার জন্য
গভীর জলে নেমে যায়,
যারা অন্ধকারে কাজ করে বলে, 'কে আমাদের দেখতে পায়?
কে আমাদের চিনতে পারে?'
১৬ আহা, কেমন বিকৃত বুদ্ধি!
কুমোর কি মাটির সমান বলে গণ্য?
নির্মিত বস্তু কি নির্মাতার বিষয়ে বলতে পারে,
'সে আমাকে নির্মাণ করেনি?'
পাত্র কি কুমোরের বিষয়ে বলতে পারে,
'তার জ্ঞান নেই?'
১৭ একথা কি সত্য নয় যে,
আর অল্পকাল পরে লেবানন একটা ফল-বাগানে পরিণত হবে,
ও ফলবাগানটা অরণ্য বলেই গণ্য হবে?
১৮ সেদিন বধিরেরা পুস্তকটির বাণী শুনতে পাবে,

অন্ধকার ও তমসা থেকে মুক্ত হয়ে
অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে।
১৯ বিনম্রেরা প্রভুতে আরও আনন্দ পাবে,
সবচেয়ে নিঃস্ব মানুষ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।
২০ কারণ নিপীড়ক তখন আর থাকবে না, বিদ্রূপকারী মিলিয়ে যাবে,
তারা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে যারা শঠতা খাটায়,
২১ কথা দ্বারা যারা পরকে দোষী করে,
নগরদ্বারে যারা বিচারকের সামনে ফাঁদ পাতে,
যারা ধার্মিককে অতল গহ্বরে টানে।
২২ সুতরাং, আব্রাহামের মুক্তিসাধক সেই প্রভু যাকোবকুলকে একথা বলছেন,
'এখন থেকে যাকোবকে আর লজ্জিত হতে হবে না,
তার মুখ আর মলিন হবে না ;
২৩ কারণ আমার নিজের হাতের কাজ—তার সন্তানদের—তার নিজের সঙ্গে দে'খে
সে আমার নামের পবিত্রতা স্বীকার করবে,
যাকোবের পবিত্রজনের পবিত্রতা স্বীকার করবে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্ভ্রম করবে।
২৪ যাদের আত্মা ভ্রান্ত, তারা সদ্বিবেচনার কথা বুঝবে,
যারা গড়গড় করে, তারা নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নেবে।'

বৃথা আশ্রয়স্থল মিশর

৩০ ধিক্ সেই বিদ্রোহী সন্তানদের—প্রভুর উক্তি !—
যারা এমন পরিকল্পনা সাধন করে, যা আমা থেকে আসে না,
এবং এমন সন্ধি স্থির করে, যার প্রেরণা আমি দিইনি,
ফলে পাপের উপর পাপ জমায়।
২ আমার অভিমত যাচ্‌না না করে তারা মিশরের দিকে রওনা হচ্ছে,
যেন ফারাওর রক্ষায় সাহায্য পেতে পারে,
যেন মিশরের ছায়াতে আশ্রয় নিতে পারে।
৩ তাই ফারাওর সেই রক্ষা হবে তোমাদের লজ্জা,
মিশরের ছায়ায় সেই আশ্রয় হবে তোমাদের অপমান।
৪ কারণ তার রাজপুরুষেরা ইতিমধ্যে তানিসে চলে গেছে,
তার দূতেরা হানেশে এসে পৌঁছেছে।
৫ কোন উপকারের নয়, সাহায্য দিতে অসমর্থ, লাভজনক নয়,
বরং কেবল বিরক্তি ও দুর্নামই ঘটায়,
এমন জাতির জন্য সকলে বিরক্ত হবে।

৬ নেগেবের পশুগুলো সংক্রান্ত দৈববাণী।
সঙ্কট ও সঙ্কোচের এমন এক দেশে,
যা গর্জনকারী সিংহী ও সিংহের,
চন্দ্রবোড়া ও উড়ন্ত নাগের উপযুক্ত দেশ,
এমন দেশেই গিয়ে তারা গাধার পিঠে করে তাদের ধন

ও উটের ঝুটে করে তাদের সম্পত্তি নিয়ে
এমন জাতির কাছে যাচ্ছে, যা কোন উপকার করতে অক্ষম।
৭ হ্যাঁ, মিশরের সাহায্য অসার, বৃথা ;
এজন্য আমি তার এই নাম রাখলাম : ‘রাহাব, সেই অচল !’
৮ এবার তুমি যাও, এদের জন্য ফলকের উপরে এই কথা লেখ,
এক পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ কর,
যেন তা ভাবীকালের জন্য চিরন্তন সাক্ষ্যরূপে থাকে।

তারা দেখতে চায় না …

৯ কেননা এরা বিদ্রোহী জাতি, মিথ্যাবাদী সন্তান,
প্রভুর নির্দেশবাণী শুনতে অসম্মত সন্তান !
১০ দর্শকদের তারা বলে, ‘তোমরা কিছুই দর্শন করো না।’
লক্ষণবেত্তাদের বলে, ‘আমাদের জন্য সত্য লক্ষণ দিয়ো না,
বরং আমাদের প্রীতিজনক বাণী শোনাও, মোহময় লক্ষণ বল ;
১১ সরল পথ থেকে সর, আসল রাস্তা ছাড়,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দূর করে দাও।’

১২ সুতরাং ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন,
‘যেহেতু তোমরা এই সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করেছ,
অধর্ম ও দুষ্কর্মে ভরসা রেখে তার উপরেই অবলম্বন করেছ,
১৩ সেজন্য এই অপরাধ তোমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী বিনাশের ফাটল হবে,
উচ্চ প্রাচীরের মাথায় এমন ফোলা দেখা দেবে,
যার পতন অকস্মাৎ এক নিমেষেই ঘটে,
১৪ এবং একবার পড়ে মাটির পাত্রের মত টুকরো টুকরো হয়ে যায়,
এমন নির্মমভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে,
চুল্লি থেকে আগুন তুলতে কিংবা কুয়ো থেকে জল তুলতে
তার সেই টুকরোগুলোর মধ্যে একটা কুচিও পাওয়া যায় না।’

১৫ কেননা প্রভু পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন :
‘মন ফেরানো ও শান্ত থাকায়ই তোমাদের পরিত্রাণ।
চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।
কিন্তু তোমরা রাজি হলে না।
১৬ এমনকি তোমরা নাকি বললে, “না !
আমরা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাব।”
আচ্ছা, এবার পালাও !
“আমরা দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চলে যাব।”
আচ্ছা, তোমাদের তাড়কেরাও দ্রুতগামী হবে।
১৭ একজনের হুমকিতে সহস্রজনে ভয় পাবে,
পাঁচজনের হুমকিতে তোমরা সকলে পালাবে,
যতক্ষণ না তোমাদের অবশিষ্টাংশ
হবে পর্বতের উপরে একটা লাঠির মত,

উপপর্বতের উপরে একটা পতাকাদণ্ডের মত।’

… তবু প্রভু ক্ষমা করবেন

১৮ তবুও প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন ;
তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন ;
কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর।
সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে !

১৯ হে যেরুসালেম-নিবাসী সিয়োনের জনগণ, তোমাদের আর চোখের জল ফেলতে হবে না ;
তোমাদের আর্তকণ্ঠের সুরে তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হবেন ; শোনামাত্রই তোমাদের সাড়া
দেবেন। ২০ যদিও প্রভু তোমাদের সঙ্কটের রুটি ও কষ্টের জল দেন, তবু তোমাদের সদ্‌গুরু আর
লুকিয়ে থাকবেন না ; তোমাদের নিজেদের চোখ তোমাদের সদ্‌গুরুকে দেখতে পাবে ; ২১ আর ডানে
বা বামে ফেরার সময়ে তোমাদের কান তোমাদের পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, ‘এটিই পথ,
তোমরা এই পথেই চল।’ ২২ তোমরা তোমাদের সেই খোদাই-করা রুপোতে মোড়া মূর্তিগুলো ও ছাঁচে
ঢালাই-করা সোনায় মোড়া মূর্তিগুলো অশুচি বলে গণ্য করবে ; অশুচি বস্তুর মত সেইসব কিছু ফেলে
দেবে ; সেগুলিকে বলবে, ‘দূর, দূর !’
২৩ তবেই তুমি মাটিতে যে বীজ বুনবে, তার জন্য তিনি বৃষ্টি মঞ্জুর করবেন ; ভূমি যে রুটি
উৎপাদন করে, সেই রুটি প্রচুর ও পুষ্টিকর হবে ; সেদিন তোমার গবাদি পশু প্রশস্ত চারণমাঠে চরে
বেড়াবে। ২৪ যত বলদ ও গাধা মাঠে চাষ করে, সেগুলো কুলাতে ও চালনিতে ঝাড়া সুস্বাদু কলাই
খাবে। ২৫ যে মহা হত্যাকাণ্ডের দিনে যত দুর্গের পতন হবে, সেদিন প্রতিটি উচ্চ পর্বতে ও প্রতিটি
উচ্চ উপপর্বতে জলস্রোত ও খাদনদী হবে। ২৬ যখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের ঘা বেঁধে দেবেন, ও
তাঁর প্রহারজনিত ক্ষত নিরাময় করবেন, তখন চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত হবে, আর সূর্যের
আলো সাতগুণ বেশি হবে—সাত দিনের আলোরই সমান হবে !

আসিরিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

২৭ দেখ, প্রভুর নাম দূর থেকে আসছে,
তাঁর ক্রোধ জ্বলন্ত, তাঁর রোষ ভারী,
তাঁর ওষ্ঠ আক্রোশে পরিপূর্ণ,
তাঁর জিহ্বা সর্বগ্রাসী আগুনের মত !
২৮ তাঁর ফুৎকার প্লাবিনী বন্যার মত—তা গলা পর্যন্তই ছাপিয়ে উঠবে ;
তা সকল দেশের মানুষকে বিনাশের কুলোতে ঝাড়তে আসছে,
জাতিগুলোর মুখে এমন বল্গা দিতে আসছে,
যা ভ্রান্তির দিকে তাদের নিয়ে যাবে।
২৯ তোমাদের সঙ্গীত হবে রাত্রিকালীন উৎসবের সঙ্গীতের মত,
তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিরাজ করবে,
যেমন তারই হৃদয়ে আনন্দ আছে, প্রভুর পর্বতের কাছে,
ইস্রায়েলের শৈলের কাছে যাবার জন্য যে বাঁশির সুরে রওনা হয়।
৩০ প্রভু নিজ প্রতাপময় কণ্ঠস্বর শোনাবেন ;
প্রচণ্ড ক্রোধ, সর্বগ্রাসী আগুন, বিদ্যুৎ-ঝলক, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টির মধ্যে
তিনি দেখাবেন কেমন ভারী তাঁর বাহু।

৩১ কেননা প্রভুর কণ্ঠস্বরে আসিরিয়া ভেঙে পড়বে,
তিনি যে দণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করবেন!
৩২ প্রভু নিরূপিত দণ্ডের যত আঘাত তার উপর নামিয়ে দেবেন,
সেই সকল দণ্ড সেতার ও বীণার তালে তালে নেমে পড়বে।
তিনি ওই জাতির বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করবেন,
৩৩ কারণ তোফেৎ যথেষ্ট সময় থেকেই সাজানো রয়েছে,
রাজার জন্যও তা প্রস্তুত আছে;
তেমন অগ্নিকুণ্ড গভীর ও প্রশস্ত, আগুন ও ইন্ধন প্রচুর;
প্রভুর ফুৎকার গন্ধকস্রোতের মত তাতে আগুন ধরাবে।

মিশর আবার কী?

৩১ ধিক্ তাদের, যারা সাহায্যের জন্য মিশরে যায়,
রণ-অশ্বে ভরসা রাখে,
রথ বিপুল ব'লে,
অশ্বারোহীর দল অধিক বলবান ব'লে সেগুলির উপরে নির্ভর করে,
কিন্তু ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের দিকে তাকায় না,
প্রভুর অন্বেষণ করে না।
২ অথচ অমঙ্গল ঘটানোর মত জ্ঞান তাঁরও আছে,
তাছাড়া তিনি আপন বাণী ফিরিয়ে নেন না;
তিনি দুষ্কর্মাদের কুলের বিরুদ্ধে,
ও অপকর্মাদের সহায়কদের বিরুদ্ধে উঠবেন।
৩ মিশরীয় তো মানুষমাত্র, দেবতা নয়;
তার রণ-অশ্ব মাংসমাত্র, আত্মা নয়।
প্রভু নিজ হাত বাড়াবেন,
তখন সেই সহায়কেরা হোঁচট খাবে,
যে সহায়তা পেয়েছে, তারও পতন হবে,
সকলে মিলে বিনষ্ট হবে।

প্রভুই যেরুসালেমকে রক্ষা করবেন!

৪ কারণ প্রভু আমাকে ঠিক একথা বললেন,
'রাখালের সমস্ত দল সিংহ ও যুবসিংহের বিরুদ্ধে সমবেত হলে
তারা শিকারের জন্য যেমন গর্জন করে,
—তাদের চিৎকারেও ভয় পায় না,
তাদের কোলাহলেও উদ্বিগ্ন নয়—
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু
সিয়োন পর্বত ও তার উপপর্বতের পক্ষে যুদ্ধ করতে নেমে আসবেন।
৫ পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে,
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুসালেম রক্ষা করবেন,
তাকে রক্ষা করায় উদ্ধার করবেন,
তার উপর দিয়ে ডিঙিয়েই তা মুক্ত করে দেবেন।'

৬ ইস্রায়েল সন্তানেরা, তাঁরই কাছে ফিরে এসো,
যাঁর প্রতি এত দুরন্ত বিদ্রোহ করেছ।
৭ সেদিন প্রত্যেকে ফেলে দেবে
নিজ নিজ যত রুপোর মূর্তি, নিজ নিজ যত সোনার মূর্তি,
—তোমাদের সেই পাপময় হাতের কাজ!
৮ আসিরিয়া এমন খড়্গের আঘাতে পড়বে, যা মানুষের খড়্গ নয়,
এমন খড়্গ তাকে গ্রাস করবে, যা আদমের খড়্গ নয়;
সে সেই খড়্গের সামনে থেকে পালাবে,
তার যুবা যোদ্ধাদের দাসত্বের অধীন করা হবে।
৯ অভিভূত হয়ে সে তার শৈলদুর্গ ছেড়ে পালাবে,
যুদ্ধ-নিশান দর্শনে তার অধিনায়কেরা আতঙ্কিত হবে।
সিয়োনে যাঁর আগুন, যেরুসালেমে যাঁর চুল্লি আছে,
সেই প্রভুরই উক্তি।

উত্তম রাজা

৩২ দেখ, এক রাজা ধর্মময়তায় রাজত্ব করবেন,
জনপ্রধানেরা ন্যায়নীতি-মতে শাসন করবেন।
২ প্রত্যেকে হবেন যেন ঝড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে আশ্রয়ের মত,
ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে অন্তরালের মত,
যেন শুষ্ক মাটিতে জলস্রোতের মত,
মরুভূমিতে কোন প্রকাণ্ড শৈলের ছায়ার মত।
৩ তখন যারা দেখতে পারে, তাদের চোখ আর বুজে থাকবে না,
যারা শুনতে পারে, তাদের কান খাড়া থাকবে।
৪ চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে,
তোতলার জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা বলবে।
৫ নির্বোধ মানুষ উদারমনা বলে আর অভিহিত হবে না,
ছলনাপটু মানুষও পরোপকারী বলে গণ্য হবে না;
৬ কারণ নির্বোধ মানুষ, সে তো নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা বলে;
তার হৃদয় শঠতা খাটায়:
সে দুষ্কর্ম সাধন করে,
প্রভু সম্বন্ধে ভ্রান্তিজনক কথা উচ্চারণ করে,
ক্ষুধিতের উদর শূন্য রাখে,
পিপাসিতকে জল থেকে বঞ্চিত করে।
৭ ছলনাপটু যে মানুষ, তার কর্ম তো সবই মন্দ!
মিথ্যাকথা দ্বারা অত্যাচারিতকে নষ্ট করার জন্য
সে কুসঙ্কল্প আঁটে;
যখন ন্যায় নিঃস্বের পক্ষে, তখনও!
৮ কিন্তু উদারমনা মানুষ উদারমনা সঙ্কল্প করে,
তার সমস্ত কর্মও উদার।

যেরুসালেমের স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে বাণী

[৯] হে নিশ্চিন্তা স্ত্রীলোকেরা, উঠে দাঁড়াও, আমার কণ্ঠ শোন; হে নিরুদ্বিগ্না কন্যারা, আমার বাণীতে
কান দাও। [১০] হে নিরুদ্বিগ্নারা, এক বছর আর কিছু দিন, পরে তোমরা উদ্বিগ্না হবে, কেননা
আঙুরফল-সঞ্চয় বন্ধ করা হবে, ফল পাড়বার সময় আর আসবে না। [১১] হে নিশ্চিন্তারা, কম্পিতা
হও; হে নিরুদ্বিগ্নারা, উদ্বিগ্না হও; পোশাক খুলে ফেল, কাপড় ছাড়, কোমরে চট বাঁধ। [১২] সকলে
মনোরম মাঠের জন্য, ফলবতী আঙুরলতার জন্য, [১৩] ও আমার আপন জনগণের ভূমির জন্য বুক
চাপড়াও—সেই যে ভূমিতে কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা গজে উঠেছে! আনন্দ-ভরা সমস্ত বাড়ির জন্য
ও উল্লাসিনী নগরীর জন্যও বুক চাপড়াও; [১৪] কারণ রাজপুরী পরিত্যক্ত হবে, কোলাহলপূর্ণ নগরী
নির্জন হয়ে পড়বে, ওফেল ও প্রহরা-দুর্গ চিরকালীন গুহা হবে, হবে বন্য গাধার আনন্দ-স্থান ও
পশুপালের চারণমাঠ।

আত্মাকে বর্ষণ

[১৫] কিন্তু শেষে ঊর্ধ্বলোক থেকে আমাদের উপরে আত্মাকে বর্ষণ করা হবে;
তখন মরুপ্রান্তর উর্বর উদ্যানে পরিণত হবে,
এমন উর্বর উদ্যান, যা অরণ্য বলে গণ্য হবে।
[১৬] ন্যায় সেই মরুপ্রান্তরে বসতি করবে,
ধর্মময়তা সেই উর্বর উদ্যানে বাস করবে।
[১৭] শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল,
সুস্থিরতা ও চিরন্তন নিরাপত্তা হবে ধর্মময়তার ফসল।
[১৮] আমার জনগণ বাস করবে শান্তির বাসস্থানে,
নিরাপত্তার আবাসে, নিরুদ্বেগের বিশ্রাম-স্থানে।
[১৯] যদিও অরণ্যটা নিঃশেষে ধ্বংস হয়,
যদিও নগরটা সম্পূর্ণরূপেই ভূমিসাৎ হয়,
[২০] তবু তোমরা সুখী হবে—
হ্যাঁ, তোমরা সমস্ত জলস্রোতের ধারে বীজ বুনবে,
বলদ ও গাধা অবাধে চরতে দেবে।

প্রতীক্ষিত মুক্তি

৩৩ ধিক্ তোমাকে, তুমি যে কখনও ধ্বংসিত না হয়ে ধ্বংস করে বেড়াচ্ছ,
তুমি যে কখনও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র না হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছ!
ধ্বংস করতে ক্ষান্ত হলে তুমি নিজে ধ্বংসিত হবে,
বিশ্বাসঘাতকতা শেষ করলে তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।
[২] হে প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও, আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি;
প্রতি প্রভাতে হও তুমি আমাদের বাহু যেন,
সঙ্কটকালে আমাদের পরিত্রাণ।
[৩] কোলাহলের শব্দে পালিয়ে যায় জাতিসকল,
তুমি উঠে দাঁড়ালেই দেশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।
[৪] তোমাদের লুটের মাল জমে যেমনটি শুঁয়াপোকা এসে জমে,
তার উপর লোকে ছুটে আসে পঙ্গপালের ছুটাছুটি যেন।

৫ প্রভু উচ্চতম, তিনি ঊর্ধ্বলোকেই তো করেন বসবাস,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় সিয়োনকে পরিপূর্ণ করেন।
৬ তোমার আয়ুষ্কালে তিনি হবেন সুস্থিরতা;
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-ই ত্রাণকারী ধনভাণ্ডার;
প্রভুভয় তার ধনসম্পদ।
৭ দেখ, তাদের বীরপুরুষেরা রাস্তা-ঘাটে চিৎকার করছে,
শান্তির দূতেরা তীব্রস্বরে ক্রন্দন করছে।
৮ যত পথ জনশূন্য, রাস্তা-ঘাটে আর কোন পথিক নেই,
যত চুক্তি-সন্ধি ভগ্ন, সাক্ষীরা উপেক্ষিত, কারও প্রতি সম্মান নেই।
৯ বিলাপ করতে করতে শুষ্ক হচ্ছে দেশ,
লজ্জায় ম্লান হচ্ছে লেবানন,
শারোন হয়ে গেছে প্রান্তরেরই মত,
বাশান ও কার্মেলের যত গাছ পাতা ঝেড়ে ফেলে।
১০ 'এখন উঠব,' বলছেন প্রভু,
'এখন উন্নীত হব, এখন উত্তোলিত হব।
১১ তোমরা ভুসি গর্ভধারণ করেছ, তোমরা খড় প্রসব করবে,
আমার ফুৎকার আগুনের মত তোমাদের গ্রাস করবে।
১২ জাতিসকল চুন দিয়েই যেন পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
ফালি করা কাঁটাকুচির মত তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে।
১৩ দূরে আছ যারা, শোন কী করেছি আমি,
কাছে আছ যারা, জেনে নাও আমার প্রতাপ।'
১৪ সিয়োনে যত পাপী সন্ত্রাসিত,
যত ভক্তিহীনকে ধরেছে শিহরণ—
'আমাদের মধ্যে কে বাস করতে পারে সর্বগ্রাসী আগুনের সঙ্গে?
চিরকালীন দাহনের সঙ্গে আমাদের মধ্যে কেই বাস করতে পারে?'
১৫ যে ধার্মিকভাবে চলে ও সত্য কথা বলে,
অত্যাচারের অর্থলাভ যে অগ্রাহ্য করে,
ঘুষ-স্পর্শ থেকে যে হাত দূরে রাখে;
রক্তপাতের কথা শোনা থেকে যে কান বিরত রাখে,
অনিষ্ট দর্শন থেকে যে বুজিয়ে রাখে চোখ;
১৬ তেমন মানুষই উঁচুস্থানে করবে বসবাস,
গিরিদুর্গ হবে তার আশ্রয়স্থল,
তাকে খাদ্য দেওয়া হবে, নিশ্চিত হবে তার জল।

যেরুসালেমে প্রত্যাগমন

১৭ তোমার চোখ রাজার প্রতি, তাঁর সৌন্দর্যে, নিবদ্ধ থাকবে,
সীমাহীন এক দেশ দেখতে পাবে।
১৮ তোমার হৃদয় বিগত বিভীষিকার কথা ভাববে:
'যে হিসাব করছিল, সে এখন কোথায়?

যে টাকা-কড়ি তুলাদণ্ডে দিচ্ছিল, সে এখন কোথায়?
যে দুর্গমিনার পরিদর্শন করছিল, সে এখন কোথায়?'
১৯ তুমি সেই ধূর্ত জাতিকে আর দেখতে পাবে না,
সেই জাতিকে, যার কথন তোমার কাছে অচেনা অজানা,
যার ভাষা অস্পষ্ট অর্থহীন।
২০ তোমার পর্বপুরী সিয়োনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ!
তোমার চোখ যেরুসালেম দেখতে পাবে,
তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস,
এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না,
যার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না,
যার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না।
২১ কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়,
আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু!
তা হবে নদনদী ও বিস্তীর্ণ স্রোতমালার স্থান;
সেখানে দাঁড় বেয়ে কোন পোত যাতায়াত করবে না,
প্রতাপময় কোন জাহাজও তা পার হয়ে যাবে না।
২২ কারণ স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের রাজা:
তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করবেন।
২৩ তোমার সমস্ত দড়ি ঢিলা হয়ে পড়েছে,
মাস্তুলের গোড়া শক্ত করে রাখতে পারছে না,
পাল খাটিয়ে দিতে পারছে না।
তখন ভাগ করার মত এমন বিরাট লুটের মাল থাকবে যে,
খোঁড়ারাও লুট করতে থাকবে;
২৪ নগরবাসীরা কেউই বলবে না: 'আমি অসুস্থ';
সেখানকার নিবাসী জনগণ অপরাধের ক্ষমা পাবে।

এদোমের উপরে দণ্ডাজ্ঞা

৩৪ জাতিসকল, কাছে এসে শোন;
দেশগুলি, মনোযোগ দিয়ে শোন;
শুনুক পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয়।
২ কারণ প্রভু সকল দেশের উপরে ক্রুদ্ধ,
তাদের সমস্ত সৈন্যদলের উপরে রুষ্ট;
তিনি তাদের বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন,
হত্যাকাণ্ডে তাদের তুলে দিলেন।
৩ তাদের নিহতদের বাইরে ফেলা দেওয়া হচ্ছে,
তাদের শবের দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে,

তাদের রক্ত পর্বত পর্বত বেয়ে ঝরছে।
৪ আকাশের সমস্ত বাহিনী উবে যাচ্ছে,
আকাশমণ্ডল একটা লিপি-পত্রের মত গুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে;
আঙুরলতার পতিত পল্লবের মত,
ডুমুরগাছের জীর্ণ পাতার মত
তার যত জ্যোতিষ্ক শীর্ণ হয়ে পড়ছে।

৫ কেননা স্বর্গে আমার খড়্গ মত্ত হয়েছে;
দেখ, তা এদোমের উপরে পড়ছে,
এমন জাতির উপরে,
যাকে শাস্তির উদ্দেশ্যে বিনাশ-মানতের বস্তু করা হল।
৬ প্রভুর খড়্গ রক্তে ভরা, চর্বিতে মাখা,
—মেষশাবক ও ছাগের রক্তে ভরা, ভেড়ার মেটের চর্বিতে মাখা—
কেননা বস্রাতে প্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে,
এদোম দেশে বিরাট পশুবধ।
৭ তাদের সঙ্গে মহিষও মারা পড়ছে, ষাঁড়ের সঙ্গে বাছুর;
তাদের দেশ রক্তভরা,
ধুলা চর্বিতে মাখা।

৮ কারণ এই দিন প্রভুর প্রতিশোধের দিন,
এই বর্ষ সিয়োনের বিরোধীর উপর প্রতিফল-বর্ষ।
৯ সেই দেশের যত জলস্রোত আলকাতরায়,
তার ধুলা গন্ধকে পরিণত হবে,
তার ভূমি জ্বলন্ত আলকাতরা হবে।
১০ তা দিনরাত কখনও নিভবে না,
তার ধোঁয়া চিরকাল উঠতে থাকবে;
তা পুরুষানুক্রমে জনশূন্য থাকবে,
সেখান দিয়ে কেউই আর কখনও যাবে না।
১১ পানিভেলা ও শজারুই তা অধিকার করে নেবে,
পেচক ও দাঁড়কাক সেখানে বাসা বাঁধবে;
তার উপরে প্রভু ঘোরের দড়ি ও শূন্যতার ওলনসুতো ধরবেন।
১২ সেখানে রাজ-অধিকার ঘোষণা করতে
রাজপুরুষ কেউই আর থাকবে না;
সেখানকার সমস্ত সমাজনেতার চিহ্নমাত্র থাকবে না।
১৩ তার প্রাসাদগুলিতে কাঁটাগাছ,
তার সমস্ত দুর্গে বিছুটি ও শেয়ালকাঁটা গজে উঠবে;
দেশটা হবে শিয়ালের আস্তানা,
উটপাখির মাঠ।
১৪ বনবিড়াল নেকড়ের সঙ্গে মিলবে,
ছাগ একে অপরকে ডাকবে,

নিশাচরও সেখানে বাস করে শান্ত বিশ্রামস্থান পাবে।
১৫ সেখানে সাপ বাসা করে ডিম পাড়বে,
তা ফুটিয়ে শাবকদের নিজের ছায়ায় জড় করবে;
সেখানে চিলও যার যার সঙ্গিনীর খোঁজে সমবেত হবে।
১৬ তোমরা প্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান কর, তা পড়;
এগুলোর একটাও অনুপস্থিত হবে না,
এগুলো কেউই সঙ্গী-বঞ্চিত থাকবে না;
কারণ তাঁরই মুখ তেমন আজ্ঞা জারি করেছে,
তাঁরই প্রেরণা এগুলোকে জড় করছে।
১৭ তিনি গুলিবাঁট করে সেগুলোকে যার যার অধিকার দিলেন,
তাঁর হাত সূক্ষ্মরূপে প্রত্যেকটির অংশ নিরূপণ করলেন,
সেগুলো তা অধিকার করবে চিরকাল ধরে,
পুরুষানুক্রমে সেখানে বাস করবে।

যেরুসালেমের মহা বিজয়

৩৫ প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক,
২ গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক।
হ্যাঁ, আনন্দফুর্তির সঙ্গে গান করুক;
তাকে দেওয়া হবে লেবাননের গৌরব,
কার্মেল ও শারোনের মহিমা।
তারা দেখতে পাবে প্রভুর গৌরব, আমাদের পরমেশ্বরের মহিমা।
৩ সবল কর দুর্বল যত হাত,
সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু,
৪ ভীরুহৃদয়দের বল: 'সাহস ধর, ভয় করো না;
এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!
ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে।
তিনি তোমাদের ত্রাণ করতে আসছেন।'
৫ তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে,
বধিরের কান উন্মোচিত হবে।
৬ খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে,
বোবার মুখ আনন্দচিৎকার করবে,
কারণ প্রান্তরে জলধারা উৎসারিত হবে,
মরুভূমিতে খরস্রোত প্রবাহিত হবে।
৭ দগ্ধ ভূমি জলাশয় হয়ে উঠবে,
শুষ্ক মাটি জলের উৎসে রূপান্তরিত হবে,
শিয়ালে যেখানে শুয়ে থাকত,
সেই সকল স্থান হবে নল খাগড়ার বন।
৮ তার মাঝখান দিয়ে চলে যাবে একটা রাস্তা,

তা পবিত্র পথ বলে অভিহিত হবে;
অশুচি কেউ তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না,
কেননা স্বয়ং প্রভুই পথ উন্মুক্ত করবেন;
নির্বোধ মানুষ সেখানে চলাচল করবে না।
৯ সেখানে কোন সিংহ থাকবে না,
হিংস্র কোন পশুও তার উপর পা বাড়াবে না,
না, তেমন কিছু সেখানে দেখা দেবে না।
সেই পথ দিয়ে কেবল বিমুক্ত মানুষই চলবে,
১০ এবং প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে;
তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

যেরুসালেমের বিরুদ্ধে সেন্নাখেরিবের রণ-অভিযান

৩৬হেজেকিয়া রাজার চতুর্দশ বর্ষে আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিব প্রাচীরে ঘেরা সমস্ত যুদা-নগরের
বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে সেগুলোকে হস্তগত করলেন। ২ পরে আসিরিয়ার রাজা লাখিশ থেকে
প্রধান পাত্রবাহককে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুসালেমে হেজেকিয়া রাজার কাছে পাঠালেন। তিনি
উপরের দিঘির নালার কাছে ধোপার মাঠের রাস্তায় থামলেন।

৩ হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্‌না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান
রাজ-ঘোষক যোয়াহ্‌ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন। ৪ প্রধান পাত্রবাহক তাঁদের বললেন,
'তোমরা হেজেকিয়াকে একথা বল: রাজাধিরাজ আসিরিয়া-রাজ একথা বলছেন, তুমি যে সাহস
দেখাচ্ছ, তা কেমন সাহস? ৫ তুমি কি মনে কর যে, যুদ্ধ-সংগ্রামে রণকৌশল ও পরাক্রমের চেয়ে
অসার কথাই প্রবল? বল দেখি, কার্‌ উপরে ভরসা রেখে তুমি আমার বিদ্রোহী হচ্ছ? ৬ ওই দেখ,
তুমি থেঁতলানো নলগাছ সেই মিশরের উপরে ভরসা রাখছ; কিন্তু যে কেউ তার উপরে ভর করে,
তা তার হাতে ফোটে ও বিঁধিয়ে দেয়; যত লোক মিশর-রাজ ফারাওর উপরে ভরসা রাখে, তাদের
পক্ষে তিনি ঠিক তাই। ৭ আর যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে
ভরসা রাখি, তবে তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যাঁর যত উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি ধ্বংস ক'রে হেজেকিয়া
যুদার ও যেরুসালেমের লোকদের আদেশ দিয়েছে: তোমরা কেবল এই যজ্ঞবেদির উদ্দেশে প্রণিপাত
করবে? ৮ এবার তুমি আমার প্রভু আসিরিয়া-রাজের সঙ্গে বাজি রাখ: আমি তোমাকে দু'হাজার
ঘোড়া দেব, অবশ্য তুমি যদি সেগুলোর জন্য দু'হাজার অশ্বারোহী যোগাড় করতে পার। ৯ কেমন
করে আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম প্রজাদের একজনকেও হটিয়ে দিতে পারবে? অথচ তুমি রথ ও
অশ্বারোহীদের ব্যাপারে মিশরের উপরেই ভরসা রেখেছ! ১০ তুমি কি মনে কর, আমি প্রভুর সম্মতি
ছাড়া এই দেশ ধ্বংস করতে এসেছি? প্রভু নিজেই আমাকে বলেছেন, তুমি এই স্থানের বিরুদ্ধে
রণ-অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস কর।'

১১ তখন এলিয়াকিম, শেব্‌না ও যোয়াহ্‌ উত্তরে প্রধান পাত্রবাহককে বললেন, 'দয়া করে আপনার
এই দাসদের সঙ্গে আরামীয় ভাষায় কথা বলুন, কেননা আমরা তা বুঝতে পারি; নগরপ্রাচীরের
উপরে থাকা লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সঙ্গে ইহুদী ভাষায় কথা বলবেন না।' ১২ কিন্তু প্রধান
পাত্রবাহক প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে ও তোমারই কাছে একথা

বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ওই যে লোকেরা নগরপ্রাচীরে বসে আছে, তোমাদের সঙ্গে যারা
তাদের নিজেদের মল খেতে ও মূত্র পান করতে বাধ্য হতে যাচ্ছে, তাদেরই কাছে কি তিনি
পাঠাননি?'
১৩ প্রধান পাত্রবাহক তখন উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ইহুদী ভাষায় বলতে লাগলেন, 'তোমরা
রাজাধিরাজ আসিরিয়া-রাজের কথা শোন! ১৪ রাজা একথা বলছেন, হেজেকিয়া যেন তোমাদের না
ভোলায়! কেননা তোমাদের উদ্ধার করার সাধ্য তার নেই। ১৫ আরও, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার
করবেন, এই নগরী কখনও আসিরিয়ার রাজার অধীন হবে না, একথা বলে হেজেকিয়া যেন প্রভুতে
ভরসা রাখতে তোমাদের মন জয় না করে। ১৬ তোমরা হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না, কারণ
আসিরিয়ার রাজা একথা বলছেন: তোমরা আমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন কর, আত্মসমর্পণ কর; তবেই
তোমরা প্রত্যেকে যে যার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের ফল ভোগ করতে পারবে, প্রত্যেকে যে যার
কুয়োর জল পান করতে পারবে; ১৭ শেষে আমি এসে তোমাদের নিজেদের দেশের মত এক দেশে
—গম ও উত্তম আঙুররসের এক দেশে, রুটি ও আঙুরখেতের এক দেশে নিয়ে যাব। ১৮ প্রভু
আমাদের উদ্ধার করবেন, একথা বলে হেজেকিয়া যেন তোমাদের না ভোলায়। জাতিগুলির
দেবতারা কি আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? ১৯ হামাত ও
আর্পাদের দেবতারা কোথায়? সেফার্বাইমের দেবতারা কোথায়? ওরা কি সামারিয়াকে আমার হাত
থেকে উদ্ধার করেছে? ২০ সেই সমস্ত দেশের সকল দেবতার মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা আমার হাত
থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? তাই প্রভু যে আমার হাত থেকে যেরুসালেম উদ্ধার
করবেন, এ কি সম্ভব?' ২১ কিন্তু লোকেরা নীরব থাকল, উত্তরে একটা কথাও বলল না, কারণ
রাজার এই আজ্ঞা ছিল: 'তাকে উত্তর দিতে নেই!'
২২ হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান
রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ ছিঁড়ে ফেলা পোশাকেই হেজেকিয়ার সাক্ষাতে এসে প্রধান পাত্রবাহকের কথা
জানিয়ে দিলেন।
৩৭তা শুনে হেজেকিয়া রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে চটের কাপড় পরে প্রভুর গৃহে গেলেন। ২
তিনি রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিমকে, শেব্না কর্মসচিবকে ও যাজকদের প্রবীণবর্গকে চটের
কাপড় পরা অবস্থায় আমোজের সন্তান নবী ইসাইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ৩ তাঁরা তাঁকে বললেন,
'হেজেকিয়া একথা বলছেন: আজকের দিন সঙ্কট, শাস্তি ও লজ্জার দিন, কেননা সন্তানেরা
প্রসব-দ্বারে আসে, কিন্তু মায়ের প্রসব করার শক্তি নেই। ৪ জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য
প্রধান পাত্রবাহকের প্রভু সেই আসিরিয়া-রাজ তাকে যে সমস্ত কথা বলতে পাঠিয়েছেন, হয় তো
আপনার পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত কথা শুনবেন, এবং আপনার পরমেশ্বর প্রভু যে কথা শুনেছেন,
সেই সমস্ত কথার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন। সুতরাং, যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, সেই অবশিষ্ট
লোকদের জন্য আপনি প্রার্থনা নিবেদন করুন।'
৫ হেজেকিয়া রাজার পরিষদেরা ইসাইয়ার কাছে গেলে ৬ ইসাইয়া তাঁদের বললেন, 'তোমাদের
প্রভুকে একথা বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি যা শুনেছ, এবং যা বলে আসিরিয়ার রাজার
কর্মচারীরা আমাকে টিটকারি দিয়েছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না। ৭ দেখ, আমি তার অন্তরে
এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার
সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।'
৮ প্রধান পাত্রবাহক ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আসিরিয়ার রাজা লিব্না আক্রমণ
করছিলেন। আসলে প্রধান পাত্রবাহক খবর পেয়েছিলেন যে, রাজা ইতিমধ্যে লাখিশ ছেড়ে চলে
গেছিলেন, ৯ যেহেতু সেন্নাখেরিব ইথিওপিয়ার তির্হাকা রাজা সম্বন্ধে এই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি

তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।
তিনি হেজেকিয়াকে একথা বলতে আবার কয়েকজন দূত পাঠালেন; ১০ ‘তোমরা যুদা-রাজ
হেজেকিয়াকে একথা বলবে: তোমার সেই ঈশ্বর, যাঁর উপর তোমার এত ভরসা, তিনি এখন
বলবেন, যেরুসালেম আসিরিয়ার রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে না; তাঁর এই কথায় তুমি কিন্তু
ভুলো না। ১১ দেখ, আসিরিয়ার রাজারা যে সকল দেশ বিনাশ-মানতের বস্তু করতে স্থির
করেছিলেন, সেই সমস্ত দেশের তাঁরা যে কী দশা ঘটিয়েছেন, সেই কথা তুমি শুনেছ। তাহলে কি
তুমি উদ্ধার পাবে? ১২ আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতির বিনাশ ঘটিয়েছেন—গোজান, হারান,
রেজেফ্ ও তেল-বাশার-নিবাসী এদেনীয়েরা—তাদের দেবতারা কি তাদের উদ্ধার করেছে? ১৩
হামাতের রাজা, আর্পাদের রাজা, সেফার্বাইম শহর, হেনা ও ইব্বার রাজা—এরা সকলে কোথায়?’
১৪ দূতদের হাত থেকে পত্র নিয়ে হেজেকিয়া তা পড়লেন; পরে হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে গেলেন,
এবং প্রভুর সামনে সেই গোটানো পত্র খুলে ১৫ প্রভুর সাক্ষাতে এই বলে প্রার্থনা করলেন: ১৬
‘খেরুবদের উপরে সমাসীন হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি, কেবল তুমিই পৃথিবীর সমস্ত
রাজ্যের পরমেশ্বর; তুমিই আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ! ১৭ প্রভু, কান পেতে শোন! প্রভু, চোখ
উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ! জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য সেন্নাখেরিব কী বলে
পাঠিয়েছে, তা শোন। ১৮ প্রভু, কথাটা সত্য বটে: আসিরিয়ার রাজারা জাতিগুলোকে ও তাদের
দেশগুলো ঠিকই বিনাশ করেছে, ১৯ এবং তাদের দেবতাদের আগুনেই ফেলে দিয়েছে; কারণ
সেগুলো তো ঈশ্বর নয়, বরং কাঠ ও পাথর মাত্র—মানুষেরই হাতে গড়া বস্তু; এজন্যই ওরা
সেগুলোকে বিনাশ করেছে। ২০ কিন্তু এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে
আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই
পরমেশ্বর।’

এই পরিস্থিতিতে ইসাইয়ার ভূমিকা

২১ তখন আমোজের সন্তান ইসাইয়া হেজেকিয়ার কাছে একথা বলে পাঠালেন: ‘প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর একথা বলছেন, তুমি আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা
করেছ, তা আমি শুনেছি; ২২ তা সম্বন্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ:

কুমারী সিয়োন-কন্যা তোমাকে অবজ্ঞা করছে,
তোমাকে উপহাস করছে।
তোমার পিছনে যেরুসালেম-কন্যা মাথা নাড়ছে।
২৩ তুমি কাকে অপমান করেছ? কাকে টিটকারি দিয়েছ?
কার্ বিরুদ্ধে তুমি জোর গলায় কথা বলেছ?
কার্ বিরুদ্ধে গর্বোদ্ধত হয়ে তুমি চোখ তুলেছ?
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধে!
২৪ তোমার পরিচারকদের মধ্য দিয়ে তুমি প্রভুকে অপমান করেছ,
তুমি ভেবেছ: “আমার বহু বহু রথের জোরে
আমি পর্বতমালার চূড়ায়,
লেবাননের চরম শিখরে গিয়ে উঠেছি;
তার সবচেয়ে উচ্চ এরসগাছ কেটে দিয়েছি,
তার সেরা দেবদারুগাছ ছিন্ন করেছি;
তার দূরতম জায়গায়, তার উর্বর অরণ্যে প্রবেশ করেছি।

২৫ আমি খনন করে বিদেশের জল পান করেছি,
আমার পদতল দিয়ে মিশরের যত জলস্রোত শুষ্ক করেছি।”

২৬ তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
আমি দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু নিরূপণ করেছি,
পুরাকাল থেকেই এসব কিছু স্থির করেছি;
এখন তা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি!
এ নিরূপিত ছিল যে,
তুমি সমস্ত দৃঢ়দুর্গ ধ্বংসস্তূপ করবে;
২৭ সেগুলোর নিবাসীরা—খাটোই যাদের হাত!—
ছিল আতঙ্কিত, ছিল দিশেহারা,
ছিল যেন মাঠের ঘাসের মত,
নরম সবুজ-ঘাসের মত,
ছাদের উপরে এমন ঘাসের মত, যা পুববাতাসে দগ্ধ।
২৮ কিন্তু তোমার বসে থাকা, তোমার বাইরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা,
এইসব আমার কাছে জানা;
আমার উপরে তোমার কোপের কথাও আমি জানি।
২৯ আমার উপরে তোমার কোপ আছে,
তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে,
তাই আমি তোমার নাকে দেব আমার কড়া,
ও তোমার ওষ্ঠে আমার বল্গা;
এবং তুমি যে পথ দিয়ে এসেছিলে,
সেই পথ দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

৩০ তোমার পক্ষে, হেজেকিয়া, এই হবে চিহ্ন:
এবছরে লোকে স্বতঃস্ফূর্ত শস্য,
ও দ্বিতীয় বছরে তার মূলোৎপন্ন শস্য খাবে;
কিন্তু তৃতীয় বছরে তোমরা বীজ বুনবে ও ফসল কাটবে,
আঙুরখেত করবে ও তার ফসল খাবে।
৩১ যুদাকুলের যে অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে,
তারা নিচে শিকড় গাড়তে থাকবে,
উপরে ফল ফলাতে থাকবে।
৩২ কেননা যেরুসালেম থেকে একটা অবশিষ্টাংশ,
সিয়োন থেকে রেহাই পাওয়া এক দল মানুষ নির্গত হবে।
সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্যোগ তা-ই সাধন করবে!

৩৩ সুতরাং আসিরিয়া-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন,
সে এই নগরীতে প্রবেশ করবে না,
এখানে তীর ছুড়বে না,
ঢাল নিয়ে তার সম্মুখীন হবে না,
তার গায়ে জাঙ্গালও বাঁধবে না।

৩৪ সে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে ফিরে যাবে;
না, সে এই নগরীতে প্রবেশ করবেই না—প্রভুর উক্তি!
৩৫ আমি নিজের খাতিরে ও আমার আপন দাস দাউদের খাতিরে
এই নগরী রক্ষা করব—আমিই হব তার ঢাল।'

৩৬ তখন প্রভুর দূত বেরিয়ে গিয়ে আসিরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সৈন্যকে প্রাণে
মারলেন; বেঁচে থাকা লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ, সবই মৃত দেহ। ৩৭ তাই আসিরিয়া-রাজ
সেন্নাখেরিব তাঁবু গুটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন আর সেখানে, সেই নিনিভেতে, রয়ে গেলেন। ৩৮
একদিন তিনি তাঁর দেবতা নিস্রোকের মন্দিরে পূজা করছিলেন, এমন সময় তাঁর দুই সন্তান
আদ্রাম্-মেলেক ও সারেজের তাঁকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল ও আরারাট এলাকায় পালিয়ে
গেল। তাঁর সন্তান এসার্‌হাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

হেজেকিয়ার অসুস্থতা ও নিরাময়-লাভ

৩৮প্রায় সেসময়েই হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। আমোজের
সন্তান নবী ইসাইয়া এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি তোমার সবকিছুর সুব্যবস্থা
করে ফেল, কারণ তোমার মৃত্যুর দিন এসে গেছে, তুমি সেরে উঠবে না।' ২ তখন হেজেকিয়া
দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন: ৩ 'মনে রেখ, প্রভু, আমি
তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একনিষ্ঠ হৃদয়েই চলেছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময়, তেমন
কাজই করেছি।' আর তখন হেজেকিয়া অঝোরে কেঁদে ফেললেন।
৪ তখন প্রভুর বাণী ইসাইয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, ৫ 'যাও, হেজেকিয়াকে বল:
তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি, আমি
তোমার চোখের জল দেখেছি; দেখ, আমি তোমার আয়ুষ্কাল আরও পনেরো বছর বৃদ্ধি করব; ৬
আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে তোমাকে ও এই নগরীকে উদ্ধার করব; আমি এই নগরীকে রক্ষা
করব। ৭ প্রভু যা বলেছেন, তিনি যে তা সাধন করবেন, প্রভুর কাছ থেকে আপনার কাছে তার চিহ্ন
এ: ৮ দেখ, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ছায়া আহাজের সিঁড়ির দশ ধাপ নেমে গেছে, তা আমি সেই দশ
ধাপ পিছিয়ে দেব।' আর সূর্য যত ধাপ নেমে গেছিল, তার দশ ধাপ পিছিয়ে গেল।

হেজেকিয়ার প্রার্থনা-সঙ্গীত

৯ যুদা-রাজ হেজেকিয়ার লিপি; তিনি অসুস্থ হয়ে যখন অসুস্থতা থেকে সুস্থ হন, তখনকার লেখা।

১০ আমি বলেছিলাম,
আমার জীবনের মধ্যাহ্নে আমাকে চলে যেতেই হবে,
বাকি বছরগুলিতে আমি সমর্পিত হব পাতালের দ্বারে।
১১ বলেছিলাম, আমি প্রভুকে আর দেখতে পাব না এই জীবিতের দেশে,
জগদ্বাসীদের মধ্যে কোন মানুষকে আর দেখতে পাব না।
১২ আমার আবাস উপড়ে ফেলা হল,
আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হল রাখালের একটা তাঁবুর মত।
তাঁতীর মত আমি গুটিয়েছি আমার জীবন;
তিনি সেই তাঁত থেকে আমাকে ছিন্ন করলেন।
এক দিন এক রাতের মধ্যে তুমি তো নিঃশেষ কর আমায়;
১৩ ভোরের আগে আমি সত্যি নিঃশেষিত হব!

সিংহের মত তিনি আমার সকল হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করেন,
এক দিন এক রাতের মধ্যে তুমি তো নিঃশেষ কর আমায়।
১৪ দোয়েলের মত আমি কিচমিচ করে ডাকি,
কবুতরের মত করি বিলাপ।
ঊর্ধ্বে তাকিয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ—
প্রভু, আমার কী দুর্দশা! আমাকে নিরাপদে রাখ।
১৫ আমি কী বলব? তিনি আমার কাছে কথা বললেন,
নিজেই এই সমস্ত কিছু সাধন করলেন।
আমার প্রাণের তিক্ততার কারণে
আমার বাকি বছরগুলি ধরে আমি নম্রভাবে চলব।

১৬ প্রভু তাঁর আপনজনদের কাছে কাছে থাকেন:
তারা জীবিত থাকবেই
ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তাঁর আত্মা তা সঞ্জীবিত করবে।
আমাকে সুস্থ কর, আমাকে সঞ্জীবিত কর!
১৭ এই যে, আমার তিক্ততা সমৃদ্ধিতে পরিণত হল!
আমি যেন সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকে উদ্ধার পাই
তুমি আসক্ত হলে আমার প্রতি;
হ্যাঁ, তোমার পিছনে ফেলে দিয়েছ আমার সকল পাপ।
১৮ কারণ পাতাল করে না তোমার স্তুতি,
মৃত্যুও করে না কো তোমার প্রশংসাবাদ।
সেই গহ্বরে যারা নেমে যায়,
তারা প্রত্যাশা রাখে না কো তোমার বিশ্বস্ততার উপর।
১৯ যারা জীবিত, যারা জীবিত,
তারাই করে তোমার স্তুতি যেমন আমি করছি আজ।
পিতা আপন সন্তানদের কাছে
জ্ঞাত করেন তোমার বিশ্বস্ততার কথা।
২০ প্রভু আমাকে ত্রাণ করতে এলেন,
তাই আমরা প্রভুর গৃহে বাদ্যের ঝঙ্কারে গাইব
আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।

২১ ইসাইয়া বললেন, ‘ডুমুরফলের চাপ নিয়ে ছেঁচে স্ফোটকের উপরে দেওয়া হোক, আর তিনি
সেরে উঠবেন।’ ২২ হেজেকিয়া বললেন, ‘আমি যে প্রভুর গৃহে যাব, এর চিহ্ন কী?’

বাবিলনের রাজ-প্রতিনিধিরা

৩৯সেসময় বালাদানের সন্তান বাবিলন-রাজ মেরোদাক্-বালাদান হেজেকিয়ার কাছে নানা পত্র ও উপহার পাঠালেন, কারণ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, হেজেকিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার সেরে উঠেছিলেন।
২ এতে হেজেকিয়া প্রীত হলেন; নিজের সমস্ত ধনভাণ্ডার, রুপো, সোনা, গন্ধদ্রব্য ও খাঁটি তেল এবং অস্ত্রাগারে ও ধনাগারে যা কিছু ছিল, সেই দূতদের কাছে তিনি সবই দেখালেন; নিজের রাজপ্রাসাদে বা নিজের সমস্ত রাজ্যে এমন কিছু রইল না, যা হেজেকিয়া সেই দূতদের দেখাননি।

৩ তখন ইসাইয়া নবী হেজেকিয়া রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই লোকেরা কী
বলল? কোথা থেকে ওরা আপনার কাছে এল?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'ওরা দূরদেশ থেকে,
সেই বাবিলন থেকেই আমার কাছে এল।' ৪ ইসাইয়া আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার প্রাসাদে
ওরা কী কী দেখেছে?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'আমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, ওরা তা সবই
দেখেছে; আমার ধনাগারগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দেখাইনি।' ৫ ইসাইয়া
হেজেকিয়াকে বললেন, 'এবার সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী শুনুন: ৬ দেখ, এমন দিনগুলি আসছে,
যখন তোমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু সঞ্চয় করেছে,
তা সবই বাবিলনে নেওয়া হবে; এখানে আর কিছুই থাকবে না—একথা বলছেন প্রভু! ৭ আর
তোমা থেকে যাদের উদ্ভব হবে, তোমা থেকে উৎপন্ন সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে তুলে
নেওয়া হবে, এবং তারা বাবিলন-রাজের প্রাসাদে নপুংসক হবে!' ৮ হেজেকিয়া ইসাইয়াকে বললেন,
'আপনি প্রভুর যে বাণী আমাকে জানিয়েছেন, তা উত্তম!' তিনি ভাবছিলেন, 'তা উত্তম হবে না
কেন? অন্তত আমার জীবনকালে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে!'

মুক্তিসংবাদ

৪০ 'সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
২ যেরুসালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর:
তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।'

৩ এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে:
'মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
৪ উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
৫ তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব,
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।'

৬ এক কণ্ঠস্বর বলে, 'চিৎকার কর!'
আর আমি বলি, 'চিৎকার করে কী বলব?'
'প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।
৭ শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত।

৮ শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।'

৯ হে শুভসংবাদ-দাত্রী সিয়োন,
উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ!
হে শুভসংবাদ-দাত্রী যেরুসালেম,
যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর!
উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর, ভয় করো না;
যুদার শহরগুলোকে বল:
'এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!'

১০ দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন,
আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে,
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।

১১ পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল,
শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন;
কোলে করে তাদের বহন করেন,
দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

ঈশ্বরের মহত্ত্ব

১২ নিজ করতলে কেবা মেপেছে জলরাশি,
বিঘত দিয়ে নিরূপণ করেছে আকাশমণ্ডল?
এক পাত্রে কেবা ধরে রেখেছে পৃথিবীর ধুলা,
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছে পাহাড়পর্বত,
তুলাদণ্ডে উপপর্বত সকল?

১৩ প্রভুর আত্মাকে কেইবা দিয়েছে নির্দেশ,
কিংবা পরামর্শদাতা রূপে তাঁকে কেইবা দিয়েছে জ্ঞান?

১৪ এমন কার্ কাছেই বা তিনি পরামর্শ চাইলেন,
সে যেন তাঁকে বুদ্ধি দেয় ও শেখায় ন্যায়-পথ,
তাঁকে যেন জ্ঞানশিক্ষা দেয় ও দেখায় সদ্বিবেচনার পথ?

১৫ সত্যি, দেশগুলি কলসির এক জলবিন্দুরই মত,
তুলাদণ্ডে ধূলিকণার মতই গণ্য তারা;
সত্যি, পাতলা ধুলার মতই তিনি তুলে ধরেন যত দ্বীপ।

১৬ লেবানন যথেষ্ট নয় ইন্ধনের জন্য,
তার যত পশুও যথেষ্ট নয় আহুতির জন্য।

১৭ তাঁর সামনে কিছুই তো নয় সকল দেশ,
তাঁর কাছে অসারের চেয়েও অসার আর শূন্যতা বলেই গণ্য তারা।

১৮ তোমরা কার্ সঙ্গেই বা ঈশ্বরের তুলনা করবে?
তাঁর মত ব'লে কোন্ মূর্তিই বা উপস্থিত করবে?

১৯ শিল্পকার প্রতিমা ছাঁচে ঢালাই করে,

স্বর্ণকার তা সোনার পাতায় মোড়ে
ও তার জন্য রুপোর শেকল তৈরি করে।
২০ বলি উৎসর্গ করার মত যার কম আছে,
সে একটা কাঠ বেছে নেয়, যা পচনশীল নয়;
সে নিপুণ শিল্পকার খোঁজে,
সে যেন তার জন্য এমন এক মূর্তি তৈরি করে, যা থাকবে অচল।
২১ তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোননি?
আদি থেকে কি একথা তোমাদের জানানো হয়নি?
তোমরা কি পৃথিবীর ভিত্তি বোঝনি?
২২ তিনিই পৃথিবীর ঊর্ধ্বচক্রের উপরে সমাসীন!
সেখান থেকে তাঁর চোখে মর্তবাসীরা পঙ্গপালমাত্র।
তিনি আকাশমণ্ডল চাঁদোয়ার মত বিছিয়ে দেন,
তাঁর আপন নিবাস-তাঁবুর মত তা বিস্তার করেন।
২৩ তিনি প্রতাপশালীদের বিলুপ্ত করেন,
পৃথিবীর শাসকদের নিশ্চিহ্ন করেন।
২৪ তারা এখনও রোপিত হয়নি,
এখনও তাদের বোনা হয়নি,
তাদের মূলকাণ্ডও এখনও মাটিতে শিকড় গাড়েনি,
অমনি তিনি তাদের উপর ফুৎকার দেন আর তারা শুকিয়ে যায়,
ঘূর্ণিবায়ু তাদের খড়কুটোর মত উড়িয়ে দেয়।

২৫ 'তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
কেইবা আমার মত?'—সেই পবিত্রজন বলছেন।
২৬ ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে দেখ:
এই সমস্ত কিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
তিনি তাদের বাহিনী সঠিক সংখ্যা অনুসারে বের করে আনেন,
সকলের নাম ধরে তাদের আহ্বান করেন,
তাঁর সর্বশক্তি ও তাঁর প্রবল পরাক্রম গুণে
তাদের একটাও অনুপস্থিত নয়!
২৭ তবে, যাকোব, তুমি কেমন করে বলতে পার,
তুমিও, ইস্রায়েল, কেমন করে বলতে পার:
'আমার পথ প্রভুর কাছ থেকে গুপ্ত,
আমার অধিকার আমার পরমেশ্বরের অবহেলার বিষয়?'
২৮ তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোননি?
প্রভুই সনাতন পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীর প্রান্তের সৃষ্টিকর্তা।
তিনি ক্লান্তও হন না, শ্রান্তও হন না,

তাঁর বুদ্ধি অনুসন্ধানের অতীত।
২৯ তিনি ক্লান্তকে শক্তি দেন,
শক্তিহীনের বল বৃদ্ধি করেন।
৩০ তরুণেরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়,
যুবকেরা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে;
৩১ কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা নবীন শক্তি লাভ করবে,
তারা ঈগলের মত ডানা মেলবে,
দৌড়লে শ্রান্ত হবে না,
হাঁটলে ক্লান্ত হবে না।

দেবমূর্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের হুমকি

৪১ দ্বীপপুঞ্জ, আমার সাক্ষাতে নীরব হও!
দেশগুলিও নবীন শক্তি লাভ করুক;
এগিয়ে এসে তারা কথা বলুক;
এসো, আমরা বিচারের জন্য একত্র হই।
২ কে পুবদিক থেকে ধর্মময় একজনের উদ্ভব ঘটালেন,
ও নিজের পদক্ষেপে চলতে তাকে আহ্বান করলেন?
তিনি তার হাতে জাতিগুলিকে তুলে দেন,
রাজাদের তার অধীন করেন।
তিনি তার খড়্গাধারীদের ধুলার মত অসংখ্য করেন,
ঝড়ে খড়ের মত তার তীরন্দাজদের অগণন করেন।
৩ তিনি তাদের পিছনে ধাওয়া করে নিরাপদে এগিয়ে চলেন;
এমন পথে এগিয়ে চলেন, যে পথে তিনি পা ফেলেন না।
৪ এই সমস্ত কিছু কার্ কাজ? তেমন কাজ কার্ দ্বারা সাধিত?
কে আদি থেকে যুগ যুগ ধরে যত প্রজন্মকে আহ্বান করলেন?
আমি, প্রভু, আমিই আদি,
আমিই আছি অন্তিমকালীন মানুষদের সঙ্গে।
৫ দ্বীপপুঞ্জ চেয়ে দেখে ভয়ে অভিভূত,
পৃথিবীর চারপ্রান্ত সন্ত্রাসিত,
তারা অগ্রসর হয়ে কাছে আসে।
৬ তারা একে অপরকে সাহায্য করে;
যে যার ভাইকে বলে, 'সাহস ধর!'
৭ কর্মকার স্বর্ণকারকে আশ্বাস দেয়;
হাতুড়ি দিয়ে যে লোহা সমান করে,
সে নেহাইয়ের উপরে যে আঘাত হানে,
জোড়ের বিষয়ে তাকে বলে, 'ঠিক আছে,'
এবং পেরেক দিয়ে প্রতিমাটিকে দৃঢ় করে, যেন তা না নড়ে।

৮ কিন্তু, হে আমার দাস ইস্রায়েল,
হে যাকোব, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,

তুমি যে আমার বন্ধু আব্রাহামের বংশ,
৯ তোমাকেই আমি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে শক্ত করে ধরে নিয়েছি,
তোমাকেই দূরতম অঞ্চল থেকে আহ্বান করে বলেছি,
‘তুমি আমার দাস,
আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, তোমাকে পরিত্যাগ করিনি।’
১০ ভয় করো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
ব্যাকুল হয়ো না, কারণ আমি তোমার পরমেশ্বর;
আমি তোমাকে শক্তিশালী করে তুলছি, সাহায্যও করছি,
সত্যিই আমার বিজয়ী হাতে তোমাকে ধরে রাখছি।
১১ দেখ, যারা তোমার বিরুদ্ধে রোষ দেখাচ্ছিল,
তারা সকলে লজ্জিত ও অবনমিত হবে;
যারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, তাদের বিনাশ হবে।
১২ যারা তোমার বিরোধিতা করছিল,
তুমি তাদের খোঁজ করবে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ পাবে না;
যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, শূন্যই করা হবে।
১৩ কেননা আমিই তোমার পরমেশ্বর প্রভু,
আমি তোমার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
আমি তোমাকে বলছি, ‘ভয় করো না,
আমি তোমার সহায়তা করব।’
১৪ হে কীটমাত্র যাকোব,
হে মরাদেহ ইস্রায়েল, ভয় করো না!
আমিই তোমার সহায়তা করব—প্রভুর উক্তি—
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক।
১৫ দেখ, আমি তোমাকে শস্যমাড়াই-যন্ত্রের তীক্ষ্ণ বহুদন্তময় নতুন গুঁড়ির মত করছি;
তুমি পর্বতগুলো মাড়িয়ে গুঁড়ো করবে,
উপপর্বতগুলো তুষে পরিণত করবে।
১৬ তুমি তাদের ঝাড়বে আর হাওয়া তাদের উড়িয়ে নেবে,
ঝড়ো বাতাস তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।
কিন্তু তুমি প্রভুতে উল্লাস করবে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে গর্ববোধ করবে।
১৭ দীনহীন ও নিঃস্ব জলের সন্ধান করছে, কিন্তু জল নেই;
পিপাসায় তাদের জিহ্বা শুষ্ক হয়েছে;
আমি প্রভু তাদের সাড়া দেব,
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তাদের ফেলে রাখব না।
১৮ আমি গাছশূন্য উপপর্বতের উপরে নদনদী উৎসারিত করব,
উপত্যকার মাঝে স্থানে স্থানে ঝরনার জল প্রবাহিত করব;
আমি মরুপ্রান্তরকে জলাশয়ে,

শুষ্ক ভূমিকে জলের উৎসধারায় পরিণত করব।
১৯ আমি মরুপ্রান্তরে এরস, শিরীষ, গুলমেদি ও জলপাইগাছ রোপণ করব,
মরুভূমিতে দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ পাশে পাশে বসিয়ে রাখব;
২০ যেন তারা দেখে জানতে পারে,
যেন সকলে বিবেচনা করে বুঝতে পারে যে,
প্রভুর হাত এই কাজ সাধন করল,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন।

দেবমূর্তি অসার

২১ প্রভু একথা বলছেন: 'তোমাদের বিবাদ উপস্থিত কর;'
যাকোবের রাজা বলছেন: 'তোমাদের সমস্ত যুক্তি সামনে আন।'
২২ ওরা সেইসব সামনে নিয়ে এসে
যা যা ঘটতে যাচ্ছে, আমাদের তেমন সংবাদ দিক।
অতীত কালে কী কী ঘটেছে? তা বর্ণনা কর,
যেন আমরা তা বিচার-বিবেচনা করে
স্বীকার করতে পারি যে, সেই সবকিছু সিদ্ধিলাভ করেছে;
কিংবা আসন্ন সমস্ত ঘটনা আমাদের শুনিয়ে দাও,
২৩ ভাবীকালে কী কী ঘটবে, তোমরা তেমন সংবাদও দাও,
তবে আমরা স্বীকার করব যে, তোমরা সত্যিই দেবতা।
হ্যাঁ, তোমরা মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর একটা কিছু কর,
আর আমরা ব্যাকুল হয়ে সবাই মিলে অভিভূত হব।
২৪ এই যে, তোমরা কিছুই না,
তোমাদের কর্ম মূল্যহীন,
তোমাদের যে বেছে নেয়, সে জঘন্য।
২৫ উত্তর থেকে আমি একজনের উদ্ভব ঘটিয়েছি, আর সে উপস্থিত হল;
সূর্যোদয়ের দেশ থেকে তাকে নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে;
কুমোর যেমন পা দিয়ে মাটিতে চাপ দেয়,
তেমনি সে প্রতাপশালীদের কাদার মত মাড়িয়ে দেবে।
২৬ কে আদি থেকে এর পূর্বসংবাদ দিয়েছে, যেন আমরা তা জানতে পারি?
অতীতেও কে একথা বলেছে, যেন আমরা বলতে পারি, 'একথা ঠিক'?
কেউই এর পূর্বসংবাদ দেয়নি, কেউই একথা শোনায়নি,
কেউই তোমাদের কথা বলতে শোনেনি।
২৭ আমিই প্রথম সিয়োনকে এ সংবাদ দিয়েছি, 'দেখ, এই যে তারা!'
যেরুসালেমকে আমি শুভসংবাদ-দাতা একজনকে প্রেরণ করেছি।
২৮ আমি চেয়ে দেখলাম, কেউই নেই,
না, ওদের মধ্যে মন্ত্রণাদাতা এমন কেউ নেই যে,
আমি জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে একটা উত্তর দেবে।
২৯ দেখ, ওরা সকলে মিলে কিছুই না,
ওদের কর্ম অসার,

ওদের যত দেবমূর্তি বাতাস ও শূন্যতামাত্র।

দাসের প্রথম গীতিকা

৪২ এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর ;
তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি ;
সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।
২ তিনি চিৎকার করবেন না, জোর গলায় কথা বলবেন না,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনাবেন না।
৩ তিনি থেঁতলানো নলগাছ ছিঁড়ে ফেলবেন না,
টিমটিমে সলতেও নিভিয়ে দেবেন না ;
তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই ন্যায় ঘোষণা করবেন ;
৪ তিনি ক্ষান্ত হবেন না, ভেঙে পড়বেন না,
যতদিন না পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন ;
দ্বীপপুঞ্জ তাঁর বিধিবিধানের অপেক্ষায় থাকবে।
৫ প্রভু ঈশ্বর,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করে তা বিছিয়ে দিয়েছেন,
যিনি মর্তকে ও তা থেকে যা কিছু উৎপন্ন
পিটিয়ে পিটিয়ে তা পেতে দিয়েছেন,
যিনি মর্তবাসীদের শ্বাস দান করেন,
ও মর্তের উপরে যা কিছু হাঁটে, তাকে আত্মা দান করেন,
তিনি একথা বলছেন :
৬ ‘আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি,
আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরেছি ; তোমাকে গড়েছি,
জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই
তোমাকে নিযুক্ত করেছি
৭ অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য,
এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের,
ও যারা অন্ধকারে বাস করে,
কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য।
৮ আমি প্রভু, এ-ই আমার নাম !
আমি আমার গৌরব অন্যের হাতে ছেড়ে দেব না,
আমার মর্যাদাও দেবমূর্তির হাতে তুলে দেব না।
৯ দেখ, প্রথম ঘটানাগুলো সিদ্ধিলাভ করেছে,
এবার নতুনগুলির বিষয়ে পূর্বসংবাদ দিই ;
সেগুলি পুষ্পিত হবার আগেই তার কথা তোমাদের শোনাই।’

জয়গান

১০ প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ধ্বনিত হোক তাঁর প্রশংসাগান ;

তাঁর স্তুতিগান করুক সাগর ও তার গভীরে যা কিছু আছে,
দ্বীপপুঞ্জ ও তার যত অধিবাসী।
১১ মেতে উঠুক প্রান্তর ও তার যত শহর, কেদারের যত বাসস্থান,
শেলা-বাসীরা আনন্দধ্বনি তুলুক,
পর্বতচূড়া থেকে চিৎকার করুক।
১২ তারা প্রভুতে আরোপ করুক গৌরব,
দ্বীপগুলিতে প্রচার করুক তাঁর প্রশংসাবাদ।
১৩ বীরের মত বেরিয়ে আসছেন প্রভু,
যোদ্ধার মত নিজ উদ্যোগ করেন উত্তেজিত,
জয়ধ্বনি করেন, রণনিনাদ তোলেন,
নিজ বীরত্ব দেখান শত্রুদের উপর।
১৪ বহুদিন ধরে আমি চুপ করে থাকলাম,
নীরব থাকলাম, নিজেকে সংযত রাখলাম;
হাঁপ ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এখন
প্রসবিনী নারীর মত চিৎকার করব।
১৫ পর্বত-উপপর্বত উচ্ছন্ন করে দেব,
তাদের ঘাস শুষ্ক করে ফেলব;
নদনদী দ্বীপপুঞ্জে পরিণত করব,
জলাশয় শুকিয়ে দেব।
১৬ আমি অন্ধ মানুষকে নিয়ে যাব তাদের অজানা পথে,
তাদের অজানা রাস্তায় তাদের চালনা করব;
তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব,
অসমতল ভূমি করব সমতল।
তেমন কিছুই করব, তা করায় অবহেলা করব না!
১৭ যারা দেবমূর্তিতে ভরসা রাখে,
যারা প্রতিমাকে বলে, 'তোমরাই আমাদের দেবতা,'
তারা সকলে লজ্জিত হয়ে পিছনে হটে যাবে।

ইস্রায়েল জাতি অন্ধ

১৮ বধিরসকল, শোন;
অন্ধেরা, দেখবার জন্য চেয়ে দেখ।
১৯ আমার দাস ছাড়া আর অন্ধ কে?
আমার প্রেরিতদূতের মত বধির কে?
আমার প্রিয় বন্ধুর মত অন্ধ কে?
প্রভুর দাসের মত বধির কে?
২০ তুমি তো অনেক কিছু দেখেছ, কিন্তু মন দাওনি;
তোমার কান খোলা, কিন্তু তুমি শোন না।
২১ আপন ধর্মময়তার খাতিরে
প্রভু বিধানকে মহান ও মহিমময় করতে প্রীত হলেন।

২২ অথচ এরা অপহৃত লুণ্ঠিত এক জাতি,
সকলে গুহাতে ফাঁদে বাঁধা,
সকলে কারারুদ্ধ।
এরা অপহৃত ছিল, আর উদ্ধারকর্তা কেউ ছিল না;
লুণ্ঠিত ছিল, আর কেউ বলেনি, 'ফিরিয়ে দাও।'
২৩ তোমাদের মধ্যে কে এতে কান দেয়?
মনোযোগ দিয়ে কে ভবিষ্যতের জন্য তা শুনে রাখে?
২৪ কে যাকোবকে লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছেন?
ইস্রায়েলকে অপহারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন?
সেই প্রভু কি নয়, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি?
তারা তাঁর পথে চলতে অসম্মত ছিল, তাঁর বিধানের প্রতি অবাধ্য ছিল।
২৫ এজন্য তিনি তার উপরে
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বর্ষণ করলেন।
ফলে তার চারদিকে ঐশক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
—তা সত্ত্বেও সে বুঝল না;
সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে ফেলল,
—তা সত্ত্বেও সে মনোযোগ দিল না।

ইস্রায়েলের রক্ষাকর্তা ও মুক্তিসাধক ঈশ্বর

৪৩ এখন একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি, হে যাকোব, তোমাকে সৃষ্টি করলেন,
যিনি, হে ইস্রায়েল, তোমাকে গড়লেন:
ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার মুক্তি সাধন করলাম;
নাম ধরেই তোমাকে ডাকলাম: তুমি তো আমারই।
২ তোমাকে জলরাশির মধ্য দিয়ে যেতে হলে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব;
নদনদীও তোমাকে নিমজ্জিত করবে না।
তোমাকে আগুনের মধ্য দিয়ে চলতে হলে
তোমার কোন জ্বালা হবে না,
তার শিখা তোমাকে পুড়িয়ে দেবে না;
৩ কেননা আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, তোমার ত্রাণকর্তা।
তোমার মুক্তিমূল্য হিসাবে আমি মিশরকে দিয়েছি,
ইথিওপিয়া ও শেবাকে তোমার বদলে দিয়েছি।
৪ যেহেতু তুমি আমার চোখে মূল্যবান,
যেহেতু তুমি মর্যাদার পাত্র, আর আমি তোমাকে ভালবাসি,
সেজন্য আমি তোমার পরিবর্তে মানুষদের,
তোমার প্রাণের বিনিময়ে দেশগুলোকে দিই।
৫ ভয় করো না, আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;

পুব দিক থেকে তোমার বংশকে আনব,
পশ্চিম দিক থেকে তোমাকে জড় করব।
৬ উত্তর দিককে বলব, 'এদের ছেড়ে দাও!'
দক্ষিণ দিককে বলব, 'এদের রুদ্ধ রেখো না!'
দূর থেকে আমার সন্তানদের এনে দাও;
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আমার কন্যাদের ফিরিয়ে আন;
৭ সেই সকলকে, যারা আমার নামে অভিহিত,
যাদের আমার গৌরবের খাতিরেই সৃষ্টি করেছি,
গড়েছি, ও নির্মাণ করেছি!

কেবল প্রকৃত ঈশ্বরই পরিত্রাতা

৮ বের করে আন সেই জাতিকে যে অন্ধ, অথচ যার চোখ আছে,
সেই বধিরকেও, অথচ যার কান আছে।
৯ সকল দেশ মিলে একত্র হোক,
জাতিসকল এখানে সমবেত হোক।
তাদের মধ্যে কে এর সংবাদ দিতে পারে?
কে অতীত ঘটনা আমাদের শোনাতে পারে?
নিজ নিরপরাধিতা দেখাতে তারা নিজেদের সাক্ষীদের উপস্থিত করুক,
যেন অন্যরা শুনে বলতে পারে, 'কথা সত্য।'
১০ তোমরাই আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি—
আমার সেই দাস, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ,
এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।
আমার আগে কোন দেবতা গড়া হয়নি,
আমার পরেও কোন দেবতা থাকবে না।
১১ আমি, আমিই প্রভু!
আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।
১২ আমিই পূর্বসংবাদ দিয়েছি, আমিই পরিত্রাণ সাধন করেছি;
আমিই তোমাদের কাছে নিজেকে শুনিয়েছি,
তোমাদের মধ্যবর্তী কোন বিজাতীয় দেবতা নয়!
তোমরা আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি।
আমি ঈশ্বর,
১৩ অনাদিকাল থেকে আমি সর্বদা সেই একই।
আমার হাত থেকে কেউ কিছু উদ্ধার করতে পারে না;
আমি যা কিছু করি, কে তার অন্যথা করবে?

১৪ প্রভু, তোমাদের মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, একথা বলছেন:
'আমি তোমাদেরই খাতিরে বাবিলনে লোক পাঠিয়েছি,
তাদের কারাগারের সকল শলাকা উঠিয়ে দেব,
কাল্‌দীয়দের আনন্দধ্বনি শোকে পরিণত করব।

১৫ আমিই প্রভু, তোমাদের পবিত্রজন,
ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের রাজা!’

১৬ একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি সমুদ্রে পথ করে দিলেন
ও প্রচণ্ড জলরাশির মাঝে রাস্তা উন্মুক্ত করলেন,
১৭ যিনি রথ, অশ্ব, সৈন্য ও বীরযোদ্ধাকে একসঙ্গে বের করে আনলেন;
এখন তারা শুয়ে আছে, আর কখনও উঠতে পারবে না;
তারা সলতের মত নিঃশেষিত হয়ে নিভে গেল।
১৮ তোমরা অতীতের কথা আর মনে করো না,
প্রাচীন যত ঘটনা আর চিন্তা করো না!
১৯ এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি:
ঠিক এখনই তা গজে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও?
আমি প্রান্তরেও একটা পথ প্রস্তুত করছি,
মরুভূমিতে নানা রাস্তা করে দিচ্ছি।
২০ বন্যজন্তু, শিয়াল ও উটপাখি আমার গৌরবকীর্তন করবে,
কারণ আমি প্রান্তরে জল দিই,
মরুভূমিতে নদনদী যোগাই,
আমার জনগণের, আমার বেছে নেওয়াই লোকদের পিপাসা
মিটিয়ে দেবার জন্য,
২১ যে জনগণকে আমি নিজের জন্য গড়েছি,
তারা যেন প্রচার করে আমার প্রশংসাবাদ।

ইস্রায়েলের অকৃতজ্ঞতা

২২ কিন্তু তুমি, যাকোব, তুমি তো আমাকে ডাকনি,
এমনকি আমার বিষয়ে তুমি ক্ষান্তই হয়েছ, হে ইস্রায়েল।
২৩ আহুতির জন্য তুমি তো একটা মেষশাবকও আননি,
তোমার বলিদান দিয়ে আমাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানাওনি।
শস্য-নৈবেদ্য দাবি করে আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি,
ধূপ চেয়েও তোমাকে ক্লান্ত করিনি।
২৪ নিজের অর্থব্যয়ে তুমি তো গন্ধনল কেননি,
তোমার বলীকৃত পশুর চর্বি দানেও আমাকে পরিতৃপ্ত করনি।
বরং তোমার পাপ দ্বারা আমাকে শ্রান্ত করেছ,
তোমার শঠতা দ্বারা আমাকে ক্লান্ত করেছ।
২৫ আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম
আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই,
এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!
২৬ আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও,
তবে আমরা মিলে ব্যাপারটা বিচার করব;
কথা বল, নিজের নিরপরাধিতা দেখাও।

২৭ আচ্ছা, তোমার আদিপিতা পাপ করল,
তোমার ধর্ম-ব্যাখ্যাতারা আমার প্রতি বিদ্রোহ করল,
২৮ এজন্য আমি পবিত্রধামের প্রধানদের অপমানের পাত্র করলাম ;
এজন্য যাকোবকে বিনাশ-মানতের বস্তু হতে দিলাম,
ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সঁপে দিলাম।

ইস্রায়েলের জন্য গচ্ছিত আশীর্বাদ

৪৪ হে আমার দাস যাকোব,
হে ইস্রায়েল, যাকে আমি বেছে নিয়েছি, এখন শোন।
২ যিনি তোমাকে গড়েছেন,
যিনি মাতৃগর্ভে তোমাকে গঠন করেছেন,
যিনি তোমাকে সহায়তা করবেন,
সেই প্রভু একথা বলছেন :
'হে আমার দাস যাকোব,
হে যেশুরুন, যাকে আমি বেছে নিয়েছি, ভয় করো না ;
৩ কেননা আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল,
ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব।
তোমার বংশের উপরে আমার আত্মা,
তোমার সন্তানদের উপরে আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করব ;
৪ তারা জলাশয়ে ঘাসের মত,
জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে।
৫ একজন বলবে : "আমি তো প্রভুরই,"
আর একজন যাকোবের নামে অভিহিত হবে,
এবং আর একজন নিজের হাতের উপরে লিখবে, "প্রভুর উদ্দেশে,"
আর সে ইস্রায়েল বলে পরিচিত হবে।'

কেবল এক ঈশ্বর আছেন

৬ প্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তার মুক্তিসাধক, সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
'আমিই আদি, আমিই অন্ত,
আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই।
৭ কেইবা আমার মত? সে এগিয়ে আসুক, তা-ই ঘোষণা করুক ;
নিজেই তা স্বীকার করুক, আমার সামনে কথাটা ব্যক্ত করুক,
আমি যখন সেই পুরাকালীন জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করেছি,
সেসময় থেকে যত ভাবী ঘটনা সে বলে দিক,
যা যা ঘটবে, তার পূর্বসংবাদ আমাদের জানিয়ে দিক।
৮ তোমরা অস্থির হয়ো না, ভয় করো না ;
আমি তোমাদের কাছে কি দীর্ঘকাল থেকে
এই সমস্ত কিছু শোনাইনি, তার পূর্বসংবাদ দিইনি?
তোমরাই আমার সাক্ষী :
আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর কি আছে?

না, অন্য শৈল নেই! কোন শৈলও আমার জানা নেই!'

৯ যারা প্রতিমা গড়ে, তারা সকলে অসার; তাদের বহুমূল্য কাজ কোন উপকারের নয়; আর যারা
তাদের পক্ষে কথা বলে, তারা অন্ধ, নির্বোধ, লজ্জার বস্তু। ১০ কে এমন দেবতা গড়ে, এমন দেবতা
ঢালাই করে, যা তার কোন উপকারে আসে না? ১১ দেখ, তার সকল অনুগামী লজ্জিত হবে; সেই
শিল্পকারেরা মানুষমাত্র। তারা সকলে মিলে একত্র হোক, সকলে উঠে দাঁড়াক! তারা সকলে
একেবারে কম্পিত ও লজ্জিত হবে। ১২ কর্মকার যন্ত্র হাতে নেয়, তা দিয়ে কয়লার উপরে কাজ করে,
হাতুড়ি দিয়ে একটা মূর্তি গড়ে, ও তার শক্তিশালী হাত দিয়ে তা প্রস্তুত করে; সে ক্ষুধায় দুর্বল হয়,
জল পান না করায় শ্রান্ত হয়ে পড়ে। ১৩ ছুতোর সুতো দিয়ে মাপ নেয়, সিঁদুর দিয়ে তার প্রতিকৃতি
আঁকে, ছেনি দিয়ে খোদাই করে, কম্পাস দিয়ে তার আকৃতি স্থির করে, এবং পুরুষের আকৃতি ও
মানুষের সৌন্দর্য অনুসারে তা তৈরি করে, যেন তা কোন একটা ঘরে বাস করতে পারে। ১৪ সে
এরসগাছ কাটে, কিংবা তর্সা বা ওক্‌গাছ নেয়; তা বনের অন্য গাছগুলির মধ্যে বাড়তে দেয়;
সরলগাছ পোঁতে, আর বৃষ্টি তা পুষ্ট করে তোলে। ১৫ এসব কিছু জ্বালানি কাঠ হয়ে মানুষের
ব্যবহারে আসে; সে তার একটা অংশ নিয়ে আগুন পোহায়; আবার তন্দুর গরম করে রুটি তৈরি
করে; এমনকি একটা দেবতাও গড়ে তার উদ্দেশে প্রণিপাত করে, একটা মূর্তি গড়ে তার সামনে
প্রণত হয়। ১৬ সে সেসব কিছুর আর একটা অংশ আগুনে পোড়ায়, তার উপরে খাবার প্রস্তুত করে,
মাংস ঝলসায়, তারপর তৃপ্তির সঙ্গে খায়। একইসময়ে সে আগুন পোহিয়ে বলে, 'আহা, আমি
আগুন পোহাচ্ছি! আগুনের তাপ কেমন ভোগ করছি!' ১৭ বাকি সবকিছু দিয়ে সে একটা দেবতা,
তার ইষ্টদেবতাকেই তৈরি করে, প্রণত হয়ে তাকে পূজা করে, ও তার কাছে এই বলে প্রার্থনা করে:
'আমাকে উদ্ধার কর, তুমিই যে আমার ঈশ্বর!' ১৮ তারা কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না; কেননা
তাদের চোখ বন্ধ, তাই তারা দেখতে পায় না; তাদের হৃদয় রুদ্ধ, তাই তারা বুঝতে পারে না। ১৯
একটু চিন্তা করতে কেউই থামে না, কারও এমন জ্ঞান বা বুদ্ধি নেই যে বলবে: 'আমি এর একটা
অংশ ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করেছি, এমনকি এর উত্তপ্ত কয়লায় রুটি তৈরি করেছি, ও মাংস ঝলসে
নিয়ে খেয়েছি; এর বাকি অংশ দিয়ে কি একটা জঘন্য বস্তু তৈরি করব? আমি কি এক টুকরো
কাঠের উদ্দেশে প্রণতি জানাব?' ২০ সে ভস্মভোজী! তার মোহগ্রস্ত হৃদয় তাকে ভ্রান্ত করে; তা থেকে
সে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না; এ কথাও ভাবে না যে, 'আমার ডান হাতে এই যে বস্তু রয়েছে,
তা কি মিথ্যা নয়?'

২১ হে যাকোব, এই সমস্ত কথা স্মরণে রেখ,
কারণ, হে ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস।
আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস;
ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না।
২২ আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত,
তোমার যত পাপ কুয়াশার মত।
আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।
২৩ হে আকাশমণ্ডল, আনন্দধ্বনি তোল,
কেননা প্রভু আপন কাজ সাধন করলেন;
হে পৃথিবীর গভীরতম যত স্থান, জয়ধ্বনি তোল!
হে পাহাড়পর্বত, সানন্দে চিৎকার কর,
তোমরাও, যত বন ও তোমাদের সমস্ত গাছপালা,

কেননা প্রভু যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন,
ইস্রায়েলে তাঁর আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

ঈশ্বরের মনোনীত পাত্র সাইরাস
বিশ্বস্রষ্টা ও ইতিহাসের নিয়ন্তা সেই ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য আহ্বান

২৪ যিনি তোমার মুক্তিসাধক,
তুমি মাতৃগর্ভে থাকতেই যিনি তোমার নির্মাতা,
সেই প্রভু একথা বলছেন :
‘আমি প্রভুই নিখিল সৃষ্টির নির্মাতা,
আমি একাকী আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিয়েছি ;
আমি যখন মর্তকে পিটিয়ে পিটিয়ে পেতে দিতাম,
তখন কে আমার সঙ্গে ছিল?
২৫ আমিই তো গণকদের যত চিহ্ন ব্যর্থ করি,
মন্ত্রজালিকদের নির্বোধ করি,
প্রজ্ঞাবানদের হটিয়ে দিই,
ও তাদের জ্ঞান মূর্খতা করি ;
২৬ আমি আমার আপন দাসের বাণী সিদ্ধ করি,
আমার দূতদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি ;
আমি যেরুসালেমকে বলি : তোমার তো জননিবাসী হবে,
যুদার শহরগুলোকে বলি : তোমরা পুনর্নির্মিত হবে,
আর আমি তার ধ্বংসস্তূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব ;
২৭ আমি মহাসাগরকে বলি : শুষ্ক হও,
তোমার নদনদী শুকিয়ে ফেলব ;
২৮ আমি সাইরাসকে বলি : আমার মেষপালক,
আর সে আমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে,
হ্যাঁ, সে যেরুসালেমকে বলবে : তুমি পুনর্নির্মিত হবে,
এবং মন্দিরকে বলবে : ভিত থেকেই তুমি পুনর্নির্মিত হবে।’

৪৫ ১ প্রভু তাঁর অভিষিক্তজন সাইরাস সম্বন্ধে একথা বলেন,
‘আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি,
রাজাদের কোমরের রাজবন্ধনী খুলে ফেলি,
তার সামনে সমস্ত দ্বারের অর্গল খুলে দিই,
যাতে আর কোন নগরদ্বার বন্ধ না থাকে।
২ আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব,
অসমতল জায়গা সমতল করব,
ব্রঞ্জের অর্গল ভেঙে ফেলব,
লোহার ডাণ্ডা ছিন্ন করব।
৩ আমি তোমার হাতে গুপ্ত ধন,
ও গোপন স্থানে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য তুলে দেব,

যেন তুমি জানতে পার,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।
৪ আমার দাস যাকোবের খাতিরে,
আমার বেছে নেওয়া সেই ইস্রায়েলের খাতিরেই
আমি তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি;
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে একটা উপাধি দিয়েছি।
৫ আমিই প্রভু, আর কেউ নয়;
আমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই।
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বলবান করব,
৬ যেন পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকলে জানতে পারে যে,
আমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই।
আমিই প্রভু, আর কেউ নয়।
৭ আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি,
আমি সমৃদ্ধি ঘটাই, অমঙ্গল সৃষ্টি করি;
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সাধন করি।

৮ হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক।
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ, অঙ্কুরিত হোক পরিত্রাণ,
আর সেইসঙ্গে ধর্মময়তা ফুটে উঠুক।
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি।'

৯ ধিক্ তাকে, যে তার আপন নির্মাতার সঙ্গে তর্ক করে;
সে তো মাটির পাত্রগুলির মধ্যে একটা পাত্রমাত্র।
মাটি কি কুমোরকে বলবে, 'তুমি কী করছ?'
কিংবা, 'তোমার এই নির্মিত বস্তুর হাত নেই!'
১০ ধিক্ তাকে, যে তার আপন পিতাকে বলে, 'কিসের জন্ম দিচ্ছ?'
কিংবা একটা স্ত্রীলোককে বলে, 'কী প্রসব করছ?'
১১ সেই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলের পবিত্রজন ও তার নির্মাতা,
তিনি একথা বলছেন: 'আমার সন্তানদের বিষয়ে যা করা উচিত,
তোমরা কি তা আমার কাছ থেকে দাবি করছ?
আমার নিজের হাতের কাজ সম্বন্ধে আমাকে আজ্ঞা দিচ্ছ?
১২ আমিই তো পৃথিবী নির্মাণ করেছি
ও তার উপরে মানুষকে সৃষ্টি করেছি;
আমিই নিজের হাতে আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছি
ও আকাশের সমস্ত বাহিনীকে আজ্ঞা দিয়েছি!
১৩ আমিই এই মানুষকে জাগিয়ে তুলেছি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে,
আমি তার সকল পথ সরল করব।
সে আমার নগরী পুনর্নির্মাণ করবে,
আমার নির্বাসিতদের ফিরিয়ে দেবে,

বিনামূল্যে, বিনা পুরস্কারেই তাদের ফিরিয়ে দেবে;’
একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

১৪ প্রভু একথা বলছেন:
‘মিশরের উৎপন্ন ঐশ্বর্য, ইথিওপিয়ার যত বাণিজ্য,
ও শেবার সেই লম্বা লম্বা মানুষ তোমার হাতে চলে আসবে,
তারা তোমারই হবে, শৃঙ্খলিত অবস্থায় তোমার পিছু পিছু হেঁটে চলবে,
তোমার কাছে প্রণিপাত করে মিনতির কণ্ঠে বলবে:
কেবল তোমারই সঙ্গে ঈশ্বর আছেন; তিনি ছাড়া আর কেউ নয়;
অন্য কোন ঈশ্বর নেই।’
১৫ সত্যি তুমি এমন ঈশ্বর যিনি লুকিয়ে থাকেন,
ওগো ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, পরিত্রাতা;
১৬ লজ্জিত অপমানিত হবে তারা সবাই,
তারাই অপমানিত হয়ে চলে যাবে,
দেবমূর্তি খোদাই করে যারা।
১৭ ইস্রায়েল প্রভু দ্বারা হবে চিরপরিত্রাণে পরিত্রাণকৃত।
তোমরা আর কখনও লজ্জিত অপমানিত হবে না।
১৮ কারণ একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন;
তিনিই সেই পরমেশ্বর,
যিনি পৃথিবী সংগঠন ক’রে নির্মাণ করলেন, করলেন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত,
যিনি তা ঘোর অঞ্চল হবার জন্য করেননি সৃষ্টি,
বাসস্থানই হবার জন্য বরং তা সংগঠন করলেন:
‘আমিই প্রভু, আর কেউ নয়!
১৯ নিভৃতে, পৃথিবীর কোন অন্ধকার স্থান থেকে আমি কথা বলিনি,
যাকোব-বংশকে বলিনি:
ঘোর অঞ্চলেই আমার অন্বেষণ কর।
আমি তো প্রভু! সত্যকথা বলি,
ন্যায়কথা ঘোষণা করি।

২০ একত্র হও, এসো, এগিয়ে এসো সবাই মিলে,
তোমরা যারা ভিনজাতির দেশ থেকে রেহাই পেলে।
তাদের তো কিছুই জ্ঞান নেই,
কাঠের প্রতিমা বয়ে বেড়ায় যারা,
যারা এমন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে,
যার ত্রাণ করার ক্ষমতা নেই।
২১ খুলে বল, তোমাদের যুক্তি উপস্থিত কর,
তারা একসঙ্গে মন্ত্রণাও করুক;
প্রথম থেকে কে শুনিয়েছেন এসব কিছু?
সেকাল থেকে এসব কিছুর সংবাদ দিলেন কে?

আমি, সেই প্রভু, তাই না?
আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই,
আমি ছাড়া অন্য ধর্মময় ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা নেই।
২২ আমার দিকে ফিরে তাকাও,
তবেই ত্রাণ পাবে তোমরা, হে পৃথিবীর সকল প্রান্ত,
কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়!
২৩ নিজের দিব্যি দিয়ে করেছি শপথ,
আমার মুখ থেকে যে সত্য বাণী বের হয় তার অন্যথা হবে না—
প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,
প্রতিটি জিহ্বা আমার দিব্যি দিয়ে শপথ করবে।'
২৪ তারা তখন বলবে:
'শুধু প্রভুতেই রয়েছে ধর্মময়তা, রয়েছে শক্তি!'
যারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল,
তারা লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে আসবে।
২৫ ইস্রায়েলের সকল বংশধর প্রভুতে পাবে ধর্মময়তা, পাবে গৌরব।

বাবিলনের পতন

৪৬ বেল নুব্জ, নেবো উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে;
তাদের মূর্তিগুলো জন্তুদের ও পশুদের পিঠে ফেলানো;
তোমরা যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলে,
তা ক্লান্ত পশুর পক্ষেও ভারী।
২ তারা মিলে উপুড় হয়ে আছে, নুব্জ হয়ে আছে,
তাদের যারা বয়ে বেড়াচ্ছিল, তারা তাদের ত্রাণ করতে পারেনি,
বরং নিজেরাই বন্দিদশায় চলে যাচ্ছে।
৩ হে যাকোবকুল, হে ইস্রায়েলকুলের সকলেই যারা রেহাই পেয়েছ,
তোমরা আমার কথা শোন,
সেই তোমরা, মাতৃগর্ভ থেকেই যাদের আমি বহন করে আসছি,
মাতৃবক্ষ থেকেই যাদের তুলে বহন করা হচ্ছে।
৪ তোমাদের বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমি সেই একই থাকব,
তোমাদের চুল পাকা হওয়া পর্যন্ত আমিই তোমাদের বহন করে চলব।
আগেও যেমন করেছি, তেমনি আমিই তোমাদের তুলে বহন করব;
আমি নিজেই তোমাদের বহন করব, তোমাদের নিষ্কৃতি দেব।
৫ তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
আমাকে কার্ সমান করবে?
আমাকে কার্ সদৃশ করলে তোমরা আমাদের উভয়কে সমকক্ষ করবে?
৬ তারা থলি থেকে সোনা ঢালে,
তুলাদণ্ডে রুপোর ওজন নেয়:
স্বর্ণকারকে বানি দেয়, যেন সে এক দেবতা গড়ে,
পরে প্রণত হয়ে তা পূজাই করে;

৭ কাঁধে তুলে নিয়ে তা বয়ে বেড়ায়,
পরে তা তার ভিত্তির উপরে বসিয়ে দেয়, তাতে তা অচল হয়ে দাঁড়ায়,
তার সেই স্থান থেকে আর সরে না।
প্রত্যেকে তার কাছে চিৎকার করে, কিন্তু তা সাড়া দেয় না;
সঙ্কট থেকে কাউকে ত্রাণ করে না।
৮ কথাটা মনে রাখ, পুরুষত্ব দেখাও;
হে বিদ্রোহীর দল, ব্যাপারটা উপলব্ধি কর।
৯ প্রাচীনকালের ঘটনাগুলো স্মরণ কর,
কেননা আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়;
আমিই পরমেশ্বর, আমার মত কেউ নেই।
১০ আমি আদি থেকেই শেষের পূর্বসংবাদ দিই;
যা এখনও সাধিত নয়, এমন কিছুর সংবাদ বহুদিন আগেই জানিয়ে
আমি বলি: 'আমার পরিকল্পনা স্থির থাকবে,
আমার মনোবাঞ্ছা আমি সিদ্ধ করব!'
১১ আমি পুব থেকে শিকারী পাখিকে,
দূরতম এক দেশ থেকে আমার পরিকল্পনার মানুষকে ডাকি।
আমি যেমন কথা বলেছি, সেইমত ঘটবে;
আমি যেমন কল্পনা করেছি, সেইমত কাজ সাধন করব।
১২ হে অদম্য হৃদয়ের মানুষ,
তোমরা যারা ধর্মময়তা থেকে দূরে রয়েছ, আমাকে শোন।
১৩ আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি:
তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।
সিয়োনে আমি পরিত্রাণ,
ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।

বাবিলনের উপর বিলাপ

৪৭ নামো! ধুলায় বসো,
হে কুমারী বাবিলন-কন্যা!
মাটিতে বসো, সিংহাসন আর নেই,
হে কাল্‌দীয়দের কন্যা!
কেননা তোমার এমনটি আর ঘটবে না যে,
তুমি কোমলা ও সুখভোগিনী বলে অভিহিতা হবে।
২ জাঁতা নিয়ে শস্য পেষাই কর;
ঘোমটা খোল, কোমরে সায়া বেঁধে নাও,
পা অনাবৃত কর, নদনদী পার হও।
৩ তোমার উলঙ্গতা প্রকাশিত হোক,
তোমার লজ্জার বিষয়ও দৃশ্য হোক।
'আমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি, কেউই রেহাই পাবে না;'
৪ আমাদের মুক্তিসাধক যিনি,

যাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনি ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

৫ নীরবে বস, অন্ধকারে আশ্রয় নাও,
হে কাল্‌দীয়দের কন্যা।
কেননা তুমি রাজ্যগুলির ঠাকুরানী বলে আর অভিহিতা হবে না।
৬ আমি আমার আপন জনগণের উপরে ক্রুদ্ধ ছিলাম,
আমার আপন উত্তরাধিকার অপবিত্র করেছিলাম ;
এজন্য তোমার হাতে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম ;
কিন্তু তুমি তাদের প্রতি কোন মমতা দেখাওনি,
বরং তার বৃদ্ধদের উপরেও তোমার দুর্বহ জোয়াল ভারী করেছ।
৭ তুমি নাকি ভাবছিলে :
'চিরকাল ধরেই আমি ঠাকুরানী হয়ে থাকব।'
এই সমস্ত বিষয়ে তুমি কখনও মন দাওনি,
ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করনি।

৮ সুতরাং তুমি এখন একথা শোন, হে বিলাসিনী,
তুমি যে ভরসাভরে বসে বসে ভাবছিলে,
'আমি! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই!
আমি বিধবা হয়ে বসব না,
সন্তানদের মৃত্যুশোকও আমি চিনব না।'
৯ অথচ তোমার বেলায় উভয় ঘটনাই খাটবে—অকস্মাৎ, একদিনেই :
তোমার প্রচুর জাদু সত্ত্বেও,
তোমার বহু মন্ত্রতন্ত্র সত্ত্বেও
সন্তানদের মৃত্যু ও বৈধব্য তোমার উপরে নেমে পড়বে।
১০ তোমার অধর্মে ভরসা রেখে
তুমি ভাবছিলে, 'কেউই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।'
তোমার প্রজ্ঞা ও তোমার জ্ঞান তোমাকে পথভ্রষ্টা করেছে।
অথচ তুমি নাকি মনে মনে বলছিলে :
'আমি! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই!'
১১ এবার তোমার উপরে এমন অমঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়বে,
যা তুমি মন্ত্রবলে দূর করতে পারবে না ;
তোমার উপরে এমন বিপদ এসে পড়বে,
যা তুমি এড়াতে পারবে না ;
তোমার উপরে এমন আকস্মিক সর্বনাশ নেমে পড়বে,
যার কথা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
১২ তোমার তরুণ বয়স থেকে যাতে তুমি শ্রম করে আসছ,
তোমার সেই নানা মন্ত্রতন্ত্র ও বহু জাদু নিয়ে বসেই থাক ;
কি জানি, তোমার উপকার হতেও পারে!
হয় তো তুমি ভয় দেখাতে পারবে!
১৩ তোমার বহু জাদু-সভার ফলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ;

এখন সেই সমস্ত জ্যোতিষী তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুক,
সেই সমস্ত নক্ষত্রদর্শীও, যারা মাসে মাসে তোমাকে বলে
তোমার প্রতি যা যা ঘটবার কথা।
১৪ এই যে, ওরা খড়ের মত,
আগুন ওদের পুড়িয়ে ফেলবে;
অগ্নিশিখার হাত থেকে নিজেদেরও বাঁচাতে পারবে না;
এ আগুন তাপ পোহাবার অঙ্গার বা সামনে বসবার আগুন নয়!
১৫ তরুণ বয়স থেকে যার জন্য তুমি এত শ্রম করেছ,
তোমার সেই সমস্ত জাদুকরের যোগ্যতা তোমার পক্ষে ঠিক তাই হল;
প্রত্যেকে যে যার পথে চলে যায়,
তোমাকে বাঁচাবে, এমন কেউ নেই।

প্রভু আগে থেকেই এসব কিছুর কথা বলেছিলেন

৪৮ যাকোবকুল, একথা শোন,
হ্যাঁ, তোমরা যারা ইস্রায়েল নামে অভিহিত,
যুদা-বংশ থেকে যাদের উদ্ভব,
যারা প্রভুর নামের দিব্যি দিয়ে শপথ করে থাক,
যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে ডাক,
—কিন্তু সততায় নয়, সরলতায় নয়—
২ কারণ তোমরা পবিত্র নগরীর মানুষ বলে পরিচয় দাও,
এবং ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর,
সেনাবাহিনীর প্রভু যাঁর নাম।
৩ আমি তো সেকাল থেকেই অতীত ঘটনার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
সেগুলি আমার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল,
আমি সেই সমস্ত কিছু শুনিয়েছিলাম;
আমি অকস্মাৎ কাজ সাধন করলাম, আর সেগুলি উপস্থিত হল।
৪ কারণ আমি জানতাম যে, তুমি জেদি,
তোমার গ্রীবা লোহার ডাণ্ডার মত,
তোমার কপাল ব্রঞ্জেরই কপাল!
৫ আমি সেকাল থেকে তোমাকে তার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
ঘটবার আগেই তা তোমার কাছে শুনিয়েছিলাম,
যেন তুমি না বলতে পারতে, 'আমার দেবমূর্তিই এসব করেছে,
আমার প্রতিমা, আমার ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমূর্তিই এসবের আজ্ঞা দিয়েছে।'
৬ তুমি তো এর পূর্বসংবাদ শুনেছিলে, এর সিদ্ধিও এখন দেখতে পাচ্ছ;
তুমি কি তা স্বীকার করবে না?
এখন আমি তোমাকে এমন নতুন ও রহস্যময় বিষয়ের কথা শোনাব,
যা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
৭ এই সমস্ত কিছু এখনকার সৃষ্টি, আগেকার নয়;
আজকের আগে তুমি তার বিষয়ে কিছুই শোননি,

পাছে তুমি বল, 'এ আগেও জানতাম।'
৮ না, তুমি তা কখনও শোননি, কখনও জাননি,
তোমার কান অনেক দিন থেকেই উন্মুক্ত নয়,
কেননা আমি জানতাম যে, তুমি নিতান্ত ধূর্ত,
মাতৃগর্ভে থাকতেই তুমি বিদ্রোহী বলে পরিচিত।
৯ আমার নামের খাতিরেই আমার ক্রোধ সংযত রাখব,
আমার সম্মানের খাতিরেই তোমার ব্যাপারে মুখে বল্গা দেব,
পাছে তোমাকে উচ্ছেদ করি।
১০ দেখ, আমি তোমাকে খাঁটি করেছি, কিন্তু রুপোর মত নয়;
দুঃখ-জ্বালার হাপরেই তোমাকে যাচাই করেছি।
১১ আমার নিজের খাতিরে, কেবল নিজেরই খাতিরে তেমনটি করছি;
কেমন করে নিজেকে অপবিত্র হতে দেব?
আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!

১২ হে যাকোব, হে ইস্রায়েল, যাকে আমি আহ্বান করেছি, আমাকে শোন:
আমি, কেবল এই আমিই আদি, আবার আমিই অন্ত।
১৩ আমার এই হাত পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছে,
আমার এই ডান হাত আকাশমন্ডল বিস্তৃত করেছে;
আমি তাদের ডাকলেই তারা সকলে মিলে এসে উপস্থিত হয়।
১৪ একত্র হও, তোমরা সকলে, আমাকে শোন;
তোমাদের মধ্যে কে এই সবকিছুর পূর্বসংবাদ দিয়েছে?
প্রভু যাকে ভালবাসেন, তেমন ব্যক্তিই
বাবিলন ও কাল্‌দীয়-জাতি সম্বন্ধে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে।
১৫ আমি, আমিই কথা বলেছি; আমিই তাকে আহ্বান করেছি,
তাকে এনেছি, আর তার কর্মকীর্তি সফল হবে।

১৬ তোমরা এগিয়ে এসো, এই কথা শোন।
আদি থেকে আমি কখনও গোপনে কথা বলিনি;
যেসময় এই ঘটনা ঘটে, সেসময় আমি সেখানে উপস্থিত;
আর এখন প্রভু পরমেশ্বর আমাকে ও তাঁর আত্মাকে প্রেরণ করেছেন।
১৭ যিনি তোমার মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের পবিত্রজন,
সেই প্রভু একথা বলছেন:
'আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করি,
যে পথে তোমাকে চলতে হয়, সেই পথে আমিই তোমাকে চালনা করি।
১৮ আহা! তুমি যদি আমার আজ্ঞায় মনোযোগ দিতে!
তবে তোমার সমৃদ্ধি হত নদীর মত,
তোমার ধর্মময়তা হত সমুদ্র-তরঙ্গের মত;
১৯ তোমার বংশ হত বালুকার মত,
তোমার ঔরসজাত সন্তানেরা বালুকণার মত;

আমার সামনে থেকে তোমার নাম
কখনও উচ্ছিন্ন হত না, কখনও লুপ্ত হত না।'

২০ বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো,
কাল্‌দীয়দের কাছ থেকে পালিয়ে যাও;
আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর,
তা প্রচার কর,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর;
বল: 'প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।'
২১ মরুপ্রান্তর দিয়ে তিনি তাদের চালনা করতে করতে
তারা কখনও পিপাসিত হল না;
তাদের জন্য তিনি শৈল থেকে জলস্রোত নির্গত করলেন;
তিনি শৈল ফাটালেন, জল প্রবাহিত হল।
২২ প্রভু বলছেন, দুর্জনদের জন্য শান্তি নেই!

দাসের দ্বিতীয় গীতিকা

৪৯ শোন, দ্বীপপুঞ্জ;
মনোযোগ দিয়ে শোন, সুদূর জাতিসকল:
প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন,
মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।
২ তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন,
আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন,
আমাকে ধারালো একটা তীর করলেন,
আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন।
৩ তিনি আমাকে বললেন,
'ইস্রায়েল, তুমি আমার আপন দাস,
তোমাতেই আমার কান্তি প্রকাশ করব।'
৪ কিন্তু আমি বললাম,
'আমার পরিশ্রম বৃথাই গেছে,
অকারণে ও অনর্থই আমার শক্তি ব্যয় করেছি।
তবু আমার বিচার যে প্রভুরই কাছে,
আমার শ্রমের ফল যে আমার পরমেশ্বরের কাছে, একথা নিশ্চিত।'
৫ আর এখন সেই প্রভু কথা বললেন,
যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন,
যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি,
ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি,
—বাস্তবিকই প্রভুর দৃষ্টিতে আমি গৌরবের পাত্র হয়েছি,
পরমেশ্বরই হলেন আমার শক্তি।
৬ তিনি বললেন:
'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য,

ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস,
তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'
৭ যে ব্যক্তির প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র,
যে ব্যক্তি দেশগুলোর বিতৃষ্ণার বস্তু,
ক্ষমতাশালীদের সেই দাসের কাছে একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন :
রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে,
নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে,
তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি,
তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য,
যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।

আনন্দপূর্ণ প্রত্যাগমন

৮ প্রভু একথা বলছেন,
প্রসন্নতার সময়ে তোমাকে দিয়েছি সাড়া,
তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে,
আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর,
যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর,
৯ তুমি যেন বন্দিদের বল, 'বেরিয়ে এসো,'
যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, 'আলোতে এসো।'
তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি,
১০ তারা কখনও ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হবে না,
উত্তপ্ত বাতাস ও রোদ তাদের কখনও আঘাত করবে না।
কারণ যিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল,
তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন,
তিনি তাদের চালিত করবেন জলের উৎসধারার কূলে।
১১ আমি সমস্ত পর্বত পথেই পরিণত করব,
আমার রাস্তা সকল উঁচু করা হবে।
১২ ওই দেখ, এরা দূর থেকে আসছে;
ওই দেখ, ওরা উত্তর ও পশ্চিম থেকে,
আবার ওরা আসুয়ান দেশ থেকে আসছে।

১৩ সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল; পৃথিবী, মেতে ওঠ,
আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন,
তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

১৪ কিন্তু সিয়োন বলল, ‘প্রভু আমাকে ত্যাগ করেছেন,
প্রভু আমাকে ভুলে গেছেন।’
১৫ কোন নারী কি নিজের কোলের শিশুকে ভুলে যেতে পারে?
নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে?
তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে ভুলব না।
১৬ দেখ, আমি আমার আপন হাতের তালুতেই
তোমার আকৃতি খোদাই করেছি,
তোমার নগরপ্রাচীর সর্বদাই আমার সামনে আছে।
১৭ যারা তোমাকে পুনর্নির্মাণ করবে, তারা ছুটে আসছে,
তোমার ধ্বংসন ও বিনাশ-সাধকেরা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

১৮ তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ,
এরা সকলে সমবেত হচ্ছে, তোমারই কাছে আসছে।
‘আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—
তুমি ভূষণের মত এদের সকলকে পরে নেবে,
কনের অলঙ্কারের মত এদের সকলকে ধারণ করবে।’
১৯ কেননা তোমার ধ্বংসস্তূপ, তোমার ভগ্নস্থান ও তোমার উৎসন্ন দেশ
তোমার অধিবাসীদের পক্ষে এখন থেকে বেশি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে,
এবং যারা তোমাকে গ্রাস করছিল, তারা দূরে থাকবে।
২০ যাদের কাছ থেকে তুমি বঞ্চিতা হয়েছিলে,
সেই সন্তানেরা তোমার কানে আবার বলবে :
‘আমার পক্ষে এই স্থান সঙ্কীর্ণ ;
সর, বাস করার মত আমাকে জায়গা দাও।’
২১ তখন তুমি ভাববে :
‘আমার এই সকলের পিতা কে?
আমি তো সন্তান-বঞ্চিতা, বন্ধ্যাই ছিলাম ;
আমি তো নির্বাসিতা, গৃহছাড়াই ছিলাম ;
এদের কে লালন-পালন করেছে?
দেখ, আমি একাকিনী হয়ে পড়েছিলাম,
তবে এরা কোথা থেকে এল?’

২২ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
‘দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব,
জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব :
তারা তোমার সন্তানদের কোলে করেই ফিরিয়ে আনবে,
তোমার কন্যাদের কাঁধে করেই বহন করবে।
২৩ রাজারাই হবে তোমার প্রতিপালক পিতা,
তাদের রাজকন্যারা হবে তোমার ধাইমা।
তারা মাটিতে অধমুখ হয়ে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
তোমার পায়ের ধুলা চেটে খাবে ;

তখন তুমি জানবে যে: আমিই প্রভু,
যারা আমাতে প্রত্যাশা রাখে, তাদের লজ্জিত হতে হবে না!’
২৪ বীরের কাছ থেকে কি লুটের মাল কেড়ে নেওয়া যায়?
বন্দি কি দুরন্তের হাত থেকে কখনও মুক্তি পেতে পারে?
২৫ অথচ প্রভু একথা বলছেন:
বীরের বন্দিকে কেড়ে নেওয়াই হবে,
দুরন্তের লুটের মাল মুক্ত করাই হবে;
তোমার বিরোধীদের আমিই বিরোধিতা করব;
তোমার সন্তানদের আমিই ত্রাণ করব।
২৬ তোমার অত্যাচারীদের আমি
তাদের নিজেদের দেহমাংস খেতে বাধ্য করব,
তারা নতুন আঙুররসের মত নিজেদের রক্তেই মত্ত হবে।
তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে,
আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা,
তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।

ইস্রায়েলের শাস্তি

৫০ প্রভু একথা বলছেন,
‘আমি যে ত্যাগপত্র দিয়ে তোমাদের মাকে ত্যাগ করেছি,
তার সেই ত্যাগপত্র কোথায়?
কিংবা আমার পাওনাদারদের মধ্যে
কার্ কাছে তোমাদের বিক্রি করেছি?
দেখ, তোমাদের সমস্ত শঠতার কারণেই তোমাদের বিক্রি করা হয়েছে,
তোমাদের সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের কারণেই তোমাদের মাকে ত্যাগ করা হয়েছে।
২ আমি তো এখন এসেছি, অথচ উপস্থিত কেউ নেই কেন?
আমি তো ডাকছি, অথচ সাড়া নেই কেন?
মুক্তিকর্ম সাধন করার জন্য আমার হাত কি এত খাটো হয়ে পড়েছে?
কিংবা আমার কি উদ্ধার করার শক্তি নেই?
দেখ, আমি এক ধমকেই সাগরকে শুষ্ক করি,
নদনদীকে মরুপ্রান্তর করি:
জলের অভাবে সেগুলোর মাছ পচে, পিপাসায় মারা পড়ে।
৩ আমি আকাশমণ্ডলকে কালো আবরণ পরাই,
চটের কাপড় দিয়ে তা আচ্ছন্ন করি।’

দাসের তৃতীয় গীতিকা

৪ প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিয়েছেন,
যেন আমি বুঝতে পারি, ক্লান্ত মানুষকে কেমন সান্ত্বনার বাণী দিতে হয়;
প্রতি সকালে তিনি আমার কান জাগ্রত করে তোলেন,
যেন আমি দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের মত শুনতে পাই।
৫ প্রভু পরমেশ্বর আমার কান উন্মুক্ত করেছেন;

আর আমি প্রতিবাদ করিনি, পিছিয়ে যাইনি।
৬ যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ,
যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম ;
অপমান ও থুথু থেকে মুখ ঢেকে রাখিনি।
৭ প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
এজন্যই আমি বিহ্বল হই না,
এজন্যই পাথরের মতই কঠিন করে তুলেছি আমার মুখ।
আমি জানি, আমাকে লজ্জিত হতে হবে না।
৮ যিনি আমাকে ধর্মময়তা মঞ্জুর করেন, তিনি কাছে আছেন,
কে আমার সঙ্গে বিবাদ করবে? এসো, আমরা মুখোমুখি হই!
কে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে?
সে এগিয়ে আসুক!
৯ দেখ, প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
কে আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবে?
দেখ, তারা সকলে কাপড়ের মত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে,
কীটে তাদের গ্রাস করবে।
১০ তোমাদের মধ্যে কে প্রভুকে ভয় করে?
কে তাঁর দাসের বাণীর প্রতি বাধ্য?
যে অন্ধকারে চলে, আলো যার নেই,
সে প্রভুর নামে প্রত্যাশা রাখুক,
তার আপন পরমেশ্বরে ভর করুক।
১১ দেখ, আগুন জ্বালাচ্ছ ও জ্বলন্ত মশাল হাতে রাখছ যে তোমরা,
তোমরা সকলে তোমাদের সেই আগুনের আলোয় চল,
—তোমাদের জ্বালানো সেই মশালের আলোয়ই চল।
আমার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য এ :
যন্ত্রণায় শুয়ে পড়বে!

ভরসা রাখ!
ঈশ্বরের রাজ্য সকলের সামনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেই

৫১ আমার কথা শোন, তোমরা যারা ধর্মময়তা অনুসরণ কর,
যারা প্রভুর অন্বেষণ কর।
বিবেচনা করে দেখ সেই শৈলের কথা,
যা থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে,
সেই পাথরখাদের কথা, যা থেকে তোমাদের তুলে নেওয়া হয়েছে।
২ বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহাম
ও তোমাদের প্রসব করেছিলেন যিনি, সেই সারার কথা :
আমি যখন তাকে আহ্বান করেছিলাম, সে তখন একাই ছিল ;
আমি কিন্তু তাকে আশিসধন্য করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি।
৩ সত্যি, প্রভু সিয়োনের প্রতি করুণা দেখান,
তার সমস্ত ধ্বংসস্তূপের প্রতি করুণা দেখান,

তার মরুপ্রান্তর তিনি এদেনের মত,
তার মরুভূমি প্রভুর উদ্যানের মত করে তোলেন।
তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ,
থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।

৪ হে আমার আপন জনগণ, আমার কথা মন দিয়ে শোন,
হে আমার আপন জাতি, আমার বচনে কান দাও ;
কেননা আমা থেকেই বিধান নির্গত হবে,
আমার ন্যায় হয়ে উঠবে জাতিসকলের আলো।
৫ আমার ধর্মময়তা আসন্ন,
আমার পরিত্রাণ সন্নিকট ;
আমার বাহু জাতিসকলের কাছে ন্যায় বয়ে আনবে।
দ্বীপপুঞ্জ আমার প্রত্যাশায় থাকবে,
আমার বাহুতে আশা রাখবে।
৬ তোমরা আকাশমণ্ডলের দিকে চোখ তোল,
নিচে এই ভূমণ্ডলের দিকে তাকাও,
কেননা আকাশমণ্ডল ধোঁয়ার মত উবে যাবে,
ভূমণ্ডল বস্ত্রের মত জীর্ণ হবে,
তার অধিবাসীরা কীটের মত মারা পড়বে।
কিন্তু আমার পরিত্রাণ হবে চিরস্থায়ী,
আমার ধর্মময়তা কখনও লোপ পাবে না।
৭ তোমরা, যারা ধর্মময়তায় বিজ্ঞ,
হে জনগণ, যারা আমার বিধান হৃদয়েই বহন কর, আমাকে শোন।
মানুষের অপমান ভয় করো না,
তাদের বিদ্রূপে উদ্বিগ্ন হয়ো না ;
৮ কারণ কীটে তাদের বস্ত্রের মত গ্রাস করবে,
পোকায় তাদের পশমের মত খেয়ে ফেলবে,
কিন্তু আমার ধর্মময়তা হবে চিরস্থায়ী,
আমার পরিত্রাণ হবে যুগযুগস্থায়ী।

৯ জাগ, জাগ, শক্তি পরিধান কর, হে প্রভুর হাত !
জাগ, যেমনটি সেই পুরাকালে, সেই অতীত যুগে জেগেছিলে।
তুমিই কি সেই রাহাবকে টুকরো টুকরো করে কাটনি ?
সেই প্রকাণ্ড নাগকে বিঁধিয়ে দাওনি ?
১০ তুমিই কি সমুদ্রকে,
সেই মহাগহ্বরের জলরাশিকে শুষ্ক করনি ?
সমুদ্রের গভীরতম স্থানকে কি পথ করনি
যেন বিমুক্তরা পার হয়ে যায় ?
১১ প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে ;

তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

১২ আমি, আমিই তোমার সান্ত্বনাদানকারী!
তুমি কে যে মানুষকে ভয় পাচ্ছ?—সে তো মরণশীল;
কেন আদমসন্তানকে ভয় পাচ্ছ?—তার দশা তো ঘাসেরই মত।
১৩ তুমি তো তোমার নির্মাতা সেই প্রভুকে ভুলে গেছ,
যিনি আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছেন,
যিনি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন!
সমস্ত দিন তুমি অবিরতই বিরোধীর রোষের সামনে ভীত ছিলে,
যখন সে তোমাকে বিনাশ করতে চেষ্টা করছিল।
কিন্তু বিরোধীর সেই রোষ এখন কোথায়?
১৪ যে শেকলের ভারে নুব্জ, সে শীঘ্রই মুক্ত হবে;
সে সেই গর্তে মারা যাবে না,
তার খাদ্যের অভাবও হবে না।
১৫ আমিই প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
যিনি সমুদ্রকে এমনভাবে আলোড়িত করেন যে,
তার তরঙ্গ গর্জনধ্বনি তোলে;
সেনাবাহিনীর প্রভু—এ-ই আমার নাম।
১৬ আমিই আমার আপন বাণী তোমার মুখে রাখলাম,
আমার হাতের ছায়াতে তোমাকে লুকিয়ে রাখলাম—
এই আমি, যিনি আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছি,
পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছি,
ও সিয়োনকে বলেছি: 'তুমি আমার আপন জাতি।'

১৭ জাগ, জাগ,
ওঠ, যেরুসালেম!
তুমি প্রভুর হাত থেকে তাঁর রোষের পানপাত্রে পান করেছ;
সেই মাদ্যপাত্রে পান করেছ,
তার তলানি পর্যন্ত চেটে খেয়েছ।
১৮ যত সন্তানকে সে প্রসব করেছে,
তাদের মধ্যে তাকে চালনা করবে এমন কেউ নেই;
যত সন্তানকে সে লালন-পালন করেছে,
তাদের মধ্যে তার হাত ধরবে এমন কেউ নেই।
১৯ দ্বিগুণ সর্বনাশ তোমার প্রতি ঘটেছে—
কে সহানুভূতি দেখাচ্ছে?
লুটতরাজ ও বিনাশ, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গা—
কে তোমাকে সান্ত্বনা দান করছে?
২০ জালে বদ্ধ হরিণের মত

তোমার সন্তানেরা অসহায় হয়ে পথের কোণে কোণে পড়ে আছে ;
তারা প্রভুর রোষে,
তোমার পরমেশ্বরের ধমকে পরিপূর্ণ।
২১ তাই দুঃখিনী যে তুমি, এই কথাও শোন,
মত্তা যে তুমি, কিন্তু আঙুররসে নয়, শোন।
২২ তোমার প্রভু পরমেশ্বর,
তোমার ঈশ্বর, যিনি তাঁর আপন জনগণের পক্ষসমর্থক,
তিনি একথা বলছেন :
দেখ, আমি সেই মাদ্যপাত্র,
আমার রোষের সেই পানপাত্র তোমার হাত থেকে নিলাম ;
সেই পানপাত্রে তোমাকে আর পান করতে হবে না।
২৩ তা আমি তোমার পীড়কদের হাতে তুলে দেব,
যারা তোমাকে বলত, হেঁট হও, আমরা তোমার উপর দিয়ে চলব।
আর তখন তুমি তোমার পিঠ ভূমি ও রাস্তার মত করছিলে
যেন তারা তোমার উপর দিয়ে হাঁটতে পারে।

৫২ ১ জাগ, জাগ,
হে সিয়োন, শক্তি পরিধান কর ;
হে পবিত্র নগরী যেরুসালেম,
তোমার সুন্দরতম বসন পরিধান কর ;
কেননা অপরিচ্ছেদিত বা অশুচি কোন মানুষ
তোমার মধ্যে আর কখনও প্রবেশ করবে না।
২ গায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেল, ওঠ,
হে বন্দি যেরুসালেম !
তোমার ঘাড়ের সেই বন্ধনগুলো খুলে ফেল,
হে বন্দি সিয়োন কন্যা !

৩ কারণ প্রভু একথা বলছেন :
'বিনামূল্যে তোমাদের বিক্রি করা হয়েছিল,
বিনা অর্থে তোমাদের মুক্ত করা হবে।'
৪ কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
'আমার আপন জনগণ আগে মিশরে গিয়ে
সেখানে প্রবাসীর মত বসতি করল ;
শেষে আসিরিয়া অকারণে তাদের অত্যাচার করল।
৫ তেমন অবস্থায় আমি এখন কী করব ?—প্রভুর উক্তি—
যেহেতু আমার আপন জনগণ অকারণে নির্বাসিত হয়েছে,
যেহেতু তাদের কর্তারা আনন্দে চিৎকার করছে—প্রভুর উক্তি—
এবং আমার নাম সমস্ত দিন, সারাদিন ধরেই, নিন্দার বস্তু হচ্ছে,
৬ সেজন্য আমার জনগণ আমার নাম জানবে,
সেদিন তারা বুঝবে যে, আমিই বলছিলাম : এই যে আমি !'

৭ আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ
যে শুভসংবাদ প্রচার করে,
শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে,
ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, 'তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন।'
৮ এক কণ্ঠস্বর! উচ্চকণ্ঠে তোমার প্রহরীরা ডাকছে,
একসঙ্গে তারা সানন্দে চিৎকার করছে,
কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে প্রভু সিয়োনে ফিরে আসছেন।
৯ হে যেরুসালেমের ধ্বংসস্তূপ,
তোমরা মিলে গান কর, আনন্দে ফেটে পড়,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন,
যেরুসালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন।
১০ প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত
সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন;
পৃথিবীর সকল প্রান্ত
দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।
১১ যাও, চলে যাও, সেখান থেকে বেরিয়ে যাও,
অশুচি কোন কিছু স্পর্শ করো না।
তার মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও, নিজেদের শুচীকৃত কর তোমরা,
যারা প্রভুর পাত্রগুলি বহন কর!
১২ বস্তুত তোমাদের তত ত্বরা করে বেরিয়ে পড়তে নেই,
পলাতকের মত তোমাদের চলে যেতে নেই,
কারণ তোমাদের পুরোভাগে প্রভুই চলছেন,
আবার তোমাদের পশ্চাদ্ভাগে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরই উপস্থিত।

দাসের চতুর্থ গীতিকা

১৩ দেখ! আমার দাস কৃতকার্যই হবেন:
তিনি উন্নীত হবেন, উত্তোলিত হবেন, হবেন মহামহিম।
১৪ একদিন যেমন তাঁর জন্য বহু মানুষ শিহরে উঠেছিল,
—অন্য মানুষের তুলনায় তাঁর চেহারা এমনই বিকৃত ছিল যে,
আদমসন্তানদের সঙ্গে তাঁর আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না—
১৫ একদিন তেমনি বহু দেশের মানুষ তাঁর বিষয়ে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে।
রাজারা তাঁর কারণে মুখ বন্ধ রাখবে,
কারণ তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে;
যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে।
৫৩ ১ আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?
প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে?
২ তিনি তো তাঁর সামনে বেড়ে উঠেছেন একটা চারাগাছের মত,

শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত।
তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে;
তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে।
৩ অবজ্ঞাত ও মানুষের পরিত্যক্ত,
এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয়;
যার সামনে লোকে মুখ আচ্ছাদন করে
তেমন মানুষের মতই তিনি অবজ্ঞাত হলেন,
আর আমরা তাঁকে কোন সম্মানই দিইনি।
৪ অথচ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন;
বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট;
আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত,
পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত!
৫ তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন;
আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন;
আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল।
তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
৬ আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম;
প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।
৭ অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন
—তবু খুললেন না মুখ।
তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
লোম-কাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত
—তবু খুললেন না মুখ।

৮ বিচারিত হয়ে তাঁকে জোর প্রয়োগে নেওয়া হল;
তাঁর যুগের মানুষদের মধ্যে কে তাঁর দশায় শোক করল?
হ্যাঁ, তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হল,
তাঁর জনগণের শঠতার জন্যই তাঁর উপরে মৃত্যুর আঘাত নেমে পড়ল।
৯ তাঁকে দুর্জনদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল,
ধনবানের সঙ্গেই তাঁর কবর,
যদিও তিনি কোন অপকর্ম করেননি, যদিও তাঁর মুখেও ছলনা ছিল না।

১০ প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে যন্ত্রণায় চূর্ণ করবেন;
যদি তিনি সংস্কার-বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেন,
তবে তাঁর আপন বংশকে দেখতে পাবেন, দীর্ঘায়ু হবেন,
ও তাঁর মধ্য দিয়ে প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা সিদ্ধিলাভ করবে।

১১ তেমন আন্তর পীড়ন ভোগ করার পর
তিনি জীবনের আলো দেখতে পেয়ে তৃপ্তি পাবেন;
মানুষ তাঁকে জানবে,

ফলে আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন;
তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন।

১২ তাই আমি তাঁর জন্য বহু মানুষের সঙ্গে একটা অংশ স্থির করব,
ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তিনি লুটের মাল ভাগ করে নেবেন;
কেননা তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন,
এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন;
অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন
এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

ঈশ্বর আপন কনে যেরুসালেমকে ফিরে পান

৫৪ সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,
—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি!
সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়,
তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!
কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে
পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি—এই কথা প্রভু বলছেন।
২ তোমার তাঁবুর স্থান বিস্তৃত কর,
ব্যয় আশঙ্কা না করে তোমার আবাসের পরদাগুলো বিছিয়ে দাও,
দড়িগুলো লম্বা কর, শক্ত কর যত গোঁজ,
৩ কারণ তুমি ডানে বামে বিস্তীর্ণা হবে,
তোমার বংশ দেশগুলো দেশছাড়া করবে,
পরিত্যক্ত শহরগুলোতে লোক বসাবে।
৪ ভয় করো না, তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না;
উদ্বিগ্না হয়ো না, তোমাকে আর দুর্নাম ভোগ করতে হবে না;
কারণ তুমি তোমার যৌবনের লজ্জার বিষয় ভুলে যাবে,
তোমার বৈধব্যের দুর্নামও আর মনে থাকবে না।
৫ কেননা তোমার নির্মাতাই তোমার পতি,
তাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর পরমেশ্বর বলে অভিহিত।
৬ হ্যাঁ, প্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিনী পত্নীর মত,
যৌবনকালের বিচ্যুতা বধূর মত ডেকে ফিরিয়েছেন;
—এই কথা বলছেন তোমার আপন পরমেশ্বর!
৭ আমি ক্ষুদ্রই এক মুহূর্তের জন্য তোমাকে ত্যাগ করেছি,
কিন্তু মহাস্নেহে তোমাকে ফিরিয়ে নেব।
৮ আমি ক্রোধের আবেশে
এক মুহূর্তের জন্য তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম,
কিন্তু চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমার মুক্তিসাধক।

৯ আমার কাছে এখন এমনটি হবে নোয়ার সেই দিনগুলির মত,
যখন আমি শপথ করেছিলাম যে,
নোয়ার জলরাশি পৃথিবীকে আর প্লাবিত করবে না ;
তেমনি এখন আমি শপথ করছি যে,
তোমার উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না,
তোমাকে আর কোন ধমক দেব না।
১০ পর্বতমালা সরে যাক, উপপর্বতও টলে যাক,
কিন্তু আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না,
আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না ;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমাকে যিনি স্নেহ করেন।

১১ হে দুঃখিনী, হে ঝঞ্ঝা-আলোড়িতা, হে সান্ত্বনা-বঞ্চিতা,
দেখ, আমি রসাঞ্জনের উপরে তোমার পাথর বসাব,
নীলমণির উপরে তোমার ভিত স্থাপন করব ;
১২ পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা,
সূর্যকান্তমণি দিয়ে তোমার সমস্ত তোরণদ্বার,
ও বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে তোমার সমস্ত প্রাচীর-বেষ্টনী নির্মাণ করব।
১৩ তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে,
তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।
১৪ তোমাকে ধর্মময়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা হবে,
তুমি অত্যাচার থেকে মুক্তা হবে :
না, তোমাকে আর কোন বিভীষিকায় ভীত হতে হবে না,
কারণ তা তোমার কাছে আসবে না।
১৫ দেখ, তোমার প্রতি আক্রমণ ঘটলে, তা আমা থেকে হবে না ;
যে তোমাকে আক্রমণ করবে, তোমার খাতিরে তার পতন হবে।
১৬ দেখ, যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয়,
ও নিজের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করে,
তাকে আমিই সৃষ্টি করেছি,
তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য আমি ধ্বংসনকারীকেও সৃষ্টি করেছি।
১৭ তোমার বিরুদ্ধে গড়া কোন অস্ত্র সফল হবে না,
বিচারে তোমার প্রতিবাদী সমস্ত জিহ্বাকে তুমি দণ্ডিত করবে।
এটি প্রভুর দাসদের অধিকার,
এটি সেই ধর্মময়তা, যা আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রাপ্য ;
—প্রভুর উক্তি।

ঈশ্বরের আহ্বান—আমার বাণী খাও

৫৫ ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো ;
যার অর্থ নেই, তুমিও এসো।
এসো, খাদ্য কিনে নিয়ে খাও ;
এসো, বিনা অর্থে খাদ্য, বিনা মূল্যে আঙুররস ও দুধ কিনে নাও।

২ তোমরা কেন অখাদ্যের জন্য অর্থব্যয় করবে?
কেন অতৃপ্তিকর খাদ্যের জন্য তোমাদের মজুরি নষ্ট করবে?
আমার কথা কান পেতে শোন, তবেই উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে,
রসাল শাঁসাল খাদ্য ভোগ করবে।
৩ কান দাও, আমার কাছে এসো;
শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।

আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব;
দাউদের প্রতি আমার সেই মহাকৃপা স্থির রাখব।
৪ দেখ, আমি তাকে সর্বজাতির জন্য সাক্ষীরূপে,
সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি।
৫ দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে;
তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে;
এমনটি ঘটবে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে,
যিনি তোমাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

৬ প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন;
তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন।
৭ দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক;
সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন;
সে আমাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরে আসুক,
কারণ তিনি ক্ষমাদানে মহান।
৮ কারণ আমার সঙ্কল্পসকল ও তোমাদের সঙ্কল্পসকল এক নয়,
তোমাদের পথসকল ও আমার পথসকল এক নয়—প্রভুর উক্তি।
৯ পৃথিবী থেকে আকাশমণ্ডল যত উঁচু,
তোমাদের পথ থেকে আমার পথ,
তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উঁচু।
১০ বৃষ্টি ও তুষার যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে,
এবং মাটি জলসিক্ত না করে,
ও সেই মাটি যেন বীজবুনিয়েকে বীজ ও মানুষকে খাদ্য দান করে
তা উর্বর ও অঙ্কুরিত না করে সেখানে ফিরে যায় না,
১১ তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায়:
আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে,
এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে
আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না।

১২ তোমরা আনন্দের সঙ্গেই বেরিয়ে যাবে,
শান্তিতেই তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।
পর্বত-উপপর্বত তোমাদের সামনে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বে,
মাঠের সকল গাছপালা করতালি দেবে।

১৩ কাঁটাগাছ আর নয়, দেবদারুই গজে উঠবে,
শেয়ালকাঁটা আর নয়, গুলমেদিই বেড়ে উঠবে;
এমনটি ঘটবে প্রভুর সুনামের উদ্দেশে,
এমন চিরস্থায়ী চিহ্ন, যা লোপ পাবে না।

প্রভুর গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা গৃহ

৫৬ প্রভু একথা বলছেন:
তোমরা সুবিচার পালন কর, ধর্মিষ্ঠতা অনুশীলন কর,
কারণ আমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে,
আমার ধর্মময়তা-প্রকাশ সন্নিকট।
২ সুখী সেই মানুষ, যে এভাবে আচরণ করে,
সেই আদমসন্তান, যে এসব কিছু আঁকড়ে ধরে থাকে,
যে সাব্বাৎ পালন করে, তা অপবিত্র করে না,
যে তার আপন হাত সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে দূরে রাখে।
৩ প্রভুতে আসক্ত বিজাতি কোন মানুষ যেন না বলে,
'নিশ্চয় প্রভু আমাকে তাঁর আপন জনগণ থেকে বিচ্যুত করবেন!'
কোন নপুংসকও যেন না বলে,
'দেখ, আমি শুষ্ক গাছ!'
৪ কেননা প্রভু একথা বলছেন:
যে যে নপুংসক আমার সাব্বাৎ পালন করে,
আমার সন্তোষজনক বিষয় বেছে নেয়,
আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
৫ তাদের আমি আমার গৃহের মধ্যে ও আমার নগরপ্রাচীরের মধ্যে
পুত্রকন্যাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান ও শ্রেষ্ঠ নাম মঞ্জুর করব;
তাদের দেব এমন চিরকালীন নাম,
যা কখনও লোপ পাবে না।
৬ আর যে বিজাতি মানুষ প্রভুর সেবা করার জন্য,
প্রভুর নাম ভক্তি করার জন্য,
ও তাঁর আপন দাস হবার জন্য প্রভুতে আসক্ত হয়েছে,
অর্থাৎ যে কেউ সাব্বাৎ অপবিত্র না করে তা পালন করে,
এবং আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
৭ আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর;
আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।
তাদের আহুতি ও বলিদান তখন আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে,
কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

৮ যিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করেন,
সেই প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি:
আমি ইতিমধ্যে যাদের জড় করেছি,
তাদের ছাড়া আরও মানুষকে জড় করব।

অপকর্মাদের জন্য শান্তি নেই

অনুতপ্ত পাপীদের জন্য ক্ষমা ও আশীর্বাদ

৯ হে বন্যজন্তুগুলি, সকলে খেতে এসো ;
হে বনের পশুগুলি, সকলে এসো।
১০ তার প্রহরীরা সকলে অন্ধ,
তারা জ্ঞানহীন ;
তারা সকলে বোবা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করতে অক্ষম ;
এদিক ওদিক শুয়ে তারা স্বপ্নই দেখে, তারা নিদ্রাপ্রিয়।
১১ লোভী অতৃপ্তিকর কুকুর :
এ-ই সেই পালকেরা, যারা সুবুদ্ধিবিহীন।
প্রত্যেকে যে যার পথের দিকে চলে,
প্রত্যেকে যে যার স্বার্থের জন্য ব্যস্ত—কোন ব্যতিক্রম নেই !
১২ প্রত্যেকে বলে : 'এসো, আমি আঙুররস আনি,
আমরা মদ্যপানে মত্ত হই।
আর যেমন আজকের দিন, তেমনি কালও হবে ;
এমনকি, এর চেয়ে আরও ভাল হবে।'

৫৭ ১ ধার্মিকজন মারা পড়ছে, কিন্তু সেবিষয়ে কেউই মনে মনে চিন্তাটুকুও করে না ;
ভক্তজনদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না যে,
অনিষ্ট থেকে রেহাই দেবার জন্যই ধার্মিককে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
২ সে শান্তিতে প্রবেশ করে ;
এবং যে কেউ সরল পথে চলে,
সে নিজের বিছানার উপরে বিশ্রাম করে।

৩ কিন্তু তোমরা, হে ডাকিনীর সন্তানেরা,
হে ব্যভিচারীর ও বেশ্যার বংশ,
এখন তোমরা এখানে এসো !
৪ কাকে তোমরা ভেংচি দিচ্ছ ?
কার্ দিকে তোমরা মুখ বাঁকাও ও জিহ্বা বের কর ?
তোমরা কি বিদ্রোহীদের সন্তান, মিথ্যাবাদীদের বংশ নও ?
৫ তোমরা তো তার্পিনগাছের বাগানের মধ্যে,
যত সবুজ গাছের তলায় কামে জ্বলে থাক,
নানা উপত্যকায় ও শৈল-ফাটলের মধ্যে
তোমাদের ছেলেদের বলি দাও।
৬ খাদনদীর চিকন পাথরগুলির মধ্যেই
রয়েছে তোমার প্রাপ্য অংশ ;
এগুলিই তোমার স্বত্বাংশ !
এগুলির উদ্দেশেই তুমি পানীয়-নৈবেদ্য নিবেদন করেছ,
এগুলির কাছেই তোমার শস্য-নৈবেদ্য এনেছ।
এসব কিছু দেখে আমি কি ক্ষান্ত হব ?
৭ তুমি প্রকাণ্ড ও উচ্চ পর্বতের উপরে

তোমার বিছানা পেতেছ;
সেখানেও তুমি বলি দিতে উঠেছিলে।
৮ তুমি দরজা ও চৌকাটের পিছনে
তোমার বিজাতীয় স্মৃতিচিহ্নগুলি রেখেছ।
তুমি আমাকে ত্যাগ করে তোমার খাটের কাপড় খুলে
তার উপরে উঠেছ আর বিছানাটা বিস্তৃত করেছ;
আর যাদের বিছানা তুমি ভালবাস,
তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছ:
তাদের উলঙ্গতার দিকে তুমি চোখ নিবদ্ধ রেখেছ!
৯ তুমি জলপাই তেল নিয়ে মেলেকের কাছে গিয়েছ,
প্রচুর সুগন্ধিদ্রব্য গায়ে মেখেছ,
তোমার দূতদের দূরদেশে পাঠিয়েছ,
পাতাল পর্যন্তই নিজেকে নমিত করেছ!
১০ তোমার এত বহু পথে তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ,
কিন্তু 'এ বৃথা চেষ্টা' এ বলনি।
তোমার তেজ নবীকৃত করার জন্য উপায় খুঁজে পেয়েছ,
এজন্য মূর্ছা যাওনি।
১১ বল দেখি, কার্ সামনে এমন ভীতা,
কার্ সামনেই বা এমন সন্ত্রাসিতা হয়েছ যে,
আমার প্রতি অবিশ্বস্তা হয়েছ,
আমার কথা বিস্মৃতা হয়েছ,
আমার বিষয়ে চিন্তাটুকু করনি?
আমি বহুদিন থেকে নীরব আছি,
তাই বুঝি আমাকে ভয় কর না?
১২ আমি তোমার এই ধর্মময়তা ব্যক্ত করব,
আর সেইসঙ্গে তোমার যত কাজ!
তেমন কাজ তোমার কোনও উপকারে আসবে না।
১৩ যখন তুমি হাহাকার করবে,
তখন যত অসার বস্তু তুমি জমিয়েছ, সেগুলিই তোমাকে উদ্ধার করুক।
বাতাসই সেগুলিকে উড়িয়ে নেবে,
একটা ফুৎকার সেইসব নিয়ে যাবে।
কিন্তু যে কেউ আমাতে ভরসা রাখে, সে দেশের উত্তরাধিকারী হবে,
সে আমার পবিত্র পর্বত অধিকার করবে।

১৪ তখন লোকে বলবে:
সমতল কর, সমতল কর, পথ প্রস্তুত কর,
আমার আপন জনগণের পথ থেকে বাধা দূর কর।
১৫ কেননা সেই উচ্চ ও সর্বোচ্চ যিনি,
যিনি অনন্তকাল-নিবাসী ও যাঁর নাম 'পবিত্র',
তিনি একথা বলছেন:

‘আমি সর্বোচ্চ ও পবিত্র স্থানে বাস করি,
কিন্তু বিনম্রদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করার জন্য
ও চূর্ণ মানুষের হৃদয় পুনরুজ্জীবিত করার জন্য
আমি চূর্ণ ও বিনম্র-আত্মা মানুষের সঙ্গেও বাস করি।
১৬ কারণ আমি সবসময় অভিযোগ তুলব,
সর্বদাই ক্রুদ্ধ হব এমনটি চাই না ;
নইলে যে আত্মা ও প্রাণবায়ুর আমি নিজে নির্মাতা,
তারা আমার সামনে মূর্ছা যাবে।

১৭ তার পাপময় লোভের জন্য আমি ক্রুদ্ধ হলাম,
তাকে আঘাত করলাম, ক্রোধে নিজের মুখ লুকালাম,
অথচ সে বিমুখ হয়ে তার মনোমত পথে চলল।

১৮ আমি তার পথগুলি দেখেছি, তবু তাকে নিরাময় করব,
তাকে চালনা করব, তার অন্তরে নতুন সান্ত্বনা সঞ্চার করব,
১৯ আমি তার দুঃখীদের ওষ্ঠে স্তুতির ফল সৃষ্টি করব।
শান্তি! দূরবর্তী নিকটবর্তী সকলের জন্য শান্তি!
—একথা বলছেন প্রভু—আমি তাদের নিরাময় করব।’
২০ কিন্তু দুর্জনেরা এমন আলোড়িত সমুদ্রের মত,
যা স্থির হতে পারে না,
যার জলে পঙ্কিল মাটি ও কাদা ওঠে।
২১ আমার পরমেশ্বর বলছেন : দুর্জনদের জন্য শান্তি নেই!

ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপবাস ও সাব্বাৎ-পালন

৫৮ মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও ;
তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল ;
আমার জনগণকে তাদের বিদ্রোহ-কর্মের কথা,
যাকোবকুলকে তাদের পাপের কথা ঘোষণা কর।
২ তারা দিনের পর দিন আমাকে খোঁজ করে থাকে,
আমার পথগুলি জানতে বাসনা করে
—তেমন এক দেশের মানুষের মত যারা ধর্মময়তা পালন করে,
যারা তাদের আপন পরমেশ্বরের বিচার ত্যাগ করেনি ;
তারা ধর্মশাসন যাচ্‌না করে,
পরমেশ্বরের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করে।
৩ ‘আমরা কেন উপবাস করব, যখন তুমি তা দেখ না?
কেন দেহসংযম করব, যখন তুমি তা লক্ষ কর না?’
দেখ, তোমাদের উপবাস-দিনে তোমরা তো যা খুশি তাই কর,
তোমাদের সকল মজুরকে অত্যাচার কর।
৪ দেখ, তোমরা ঝগড়া-বিবাদের মধ্যেই তো উপবাস করে থাক,
কুদৃষ্টিতে ঘুসাঘুসি করে অপরকে আঘাত কর।
আজকের মত তেমন উপবাস করলে

তোমরা উর্ধ্বলোকে তোমাদের কণ্ঠস্বর কখনও শোনাতে পারবে না।
৫ আমার সন্তোষজনক উপবাস কি এই প্রকার?
মানুষের দেহসংযমের দিন কি এই প্রকার?
নল-গাছের মত মাথা হেঁট করা,
চটের কাপড় ও ছাই পেতে শোয়া,
তুমি কি একেই উপবাস ও প্রভুর গ্রহণীয় দিন বল?
৬ বরং অন্যায্যতার গিঁট খুলে দেওয়া,
জোয়ালের বন্ধন মুক্ত করা,
অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া,
যত জোয়াল ছিন্ন করা—এ কি আমার সন্তোষজনক উপবাস নয়?
৭ ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া,
গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া,
উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া,
তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ না হওয়া—এও কি নয়?
৮ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,
তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে!
তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর প্রভুর গৌরব তোমার পিছু পিছু চলবে।
৯ তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন;
তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'
তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও,
১০ যদি ক্ষুধিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও,
যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও,
তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে।
১১ প্রভু তোমাকে নিত্যই চালনা করবেন,
দগ্ধ ভূমিতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করবেন,
তোমার হাড় পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন,
আর তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে,
এমন উৎসধারার মত হবে,
যার জল কখনও শুষ্ক হয় না।
১২ তোমার বংশের মানুষ প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করবে,
পুরাকালের ভিত্তিমূল আবার গেঁথে তুলবে।
তুমি ভগ্নস্থান-সংস্কারক বলে অভিহিত হবে,
নিবাসের জন্য ধ্বংসিত পথের উদ্ধারকর্তা বলে পরিচিত হবে।

১৩ যদি তুমি সাব্বাৎ-লঙ্ঘন থেকে তোমার পা ফেরাও,
যদি আমার উদ্দেশে পবিত্র সেই দিনে ইচ্ছামত ব্যবহার না কর,
যদি সাব্বাৎকে 'পুলক'
ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র দিনকে 'গৌরবমণ্ডিত' বল,

যদি তোমার নিজের পথে না চলে, ইচ্ছামত ব্যবহার না করে,
ও অসার কথা না বলে দিনটিকে গৌরবমণ্ডিত কর,
১৪ তবে তুমি প্রভুতেই পুলক পাবে;
এবং আমি এমনটি করব, যেন তুমি দেশের উচ্চস্থানগুলিতে চড়
ও তোমার পিতা যাকোবের উত্তরাধিকার ভোগ কর,
কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করেছে।

অপকর্ম সাধন করলে মানুষ ঈশ্বরের বিচারাধীন হয়

৫৯ না, প্রভুর হাত এতই খাটো নয় যে, তিনি ত্রাণ করতে অক্ষম;
তাঁর কানও এতই ভারী নয় যে, তিনি শুনতে অক্ষম।
২ কিন্তু তোমাদের সমস্ত শঠতা
তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে;
তোমাদের পাপরাশি
তাঁকে তোমাদের কাছ থেকে শ্রীমুখ লুকোতে বাধ্য করেছে,
ফলে তিনি তোমাদের শোনেন না;
৩ কারণ তোমাদের হাতের পাতা রক্তে,
তোমাদের আঙুল শঠতায় কলঙ্কিত,
তোমাদের ওষ্ঠ মিথ্যা বলে,
তোমাদের জিহ্বা কুকথা রটায়।
৪ কেউই ন্যায্যতা অনুসারে অভিযোগ আনে না,
কেউই সত্য অনুসারে তর্কযুক্তি করে না।
সবাই অসারেই ভরসা রাখে, মিথ্যাই বলে,
শঠতা গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে।

৫ তারা চন্দ্রবোড়ার ডিম ফোটায়,
মাকড়সার জাল বোনে;
সেই ডিম যে খায়, সে মারা পড়ে,
সেই ডিম চূর্ণ করলে কালসাপ বের হয়।
৬ তাদের জালের সুতোতে কাপড় হয় না,
তাদের কাজকর্মেও পোশাক হয় না;
তাদের কাজকর্ম সবই অধর্মের কাজ,
তাদের হাতে রয়েছে অত্যাচারের ফল।
৭ তাদের পা অপকর্মের দিকে দৌড়ে,
নির্দোষীর রক্তপাত করতে তারা দ্রুতই ছোটে;
তাদের চিন্তা সবই অধর্মের চিন্তা,
তাদের পথে রয়েছে ধ্বংস ও সর্বনাশ।
৮ তারা শান্তির পথ জানে না,
তাদের গতিপথে সুবিচার নেই;
তারা তাদের পথ বাঁকা করে,
যে কেউ সেই পথে চলে, সে শান্তি জানে না।

৯ তাই সুবিচার আমাদের কাছ থেকে দূরে গেছে,
ধর্মময়তাও আমাদের নাগাল পেতে পারে না।
আমরা আলোর জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,
কিন্তু দেখ, অন্ধকার!
দীপ্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,
কিন্তু তমসায় আমাদের চলতে হচ্ছে।
১০ অন্ধের মত আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে হাঁতড়াই,
যার চোখ নেই, তেমন মানুষের মত হাঁতড়ে হাঁতড়ে হাঁটি;
সন্ধ্যাকালে যেমন, মধ্যাহ্নে ঠিক তেমনি হোঁচট খাই;
জীবিত ও তেজময় মানুষদের মধ্যে আমরা মৃতই যেন।
১১ আমরা সকলে ভালুকের মত গর্জন করি,
ঘুঘুর মত দারুণ আর্তস্বর করে ডাকি;
আমরা সুবিচারের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু তা নেই;
পরিত্রাণের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তা দূরেই রয়েছে।
১২ কারণ তোমার দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্রোহ-কর্ম অনেক,
আমাদের পাপ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে;
হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সঙ্গে রয়েছে,
আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি,
১৩ তা হল: বিদ্রোহ ও প্রভুকে অস্বীকার,
আমাদের আপন পরমেশ্বরের প্রতি পিঠ ফেরানো,
অত্যাচার ও বিপ্লব পোষণ করা,
মিথ্যাকথা গর্ভে ধারণ করা ও হৃদয় থেকে তা বের করা।
১৪ তাতে সুবিচার পিছনে হটে পড়ে,
এবং ধর্মময়তা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
কেননা রাস্তা-ঘাটে সত্য হোঁচট খেয়ে পড়েছে,
এবং সততা প্রবেশ করতে অক্ষম হয়ে রয়েছে।
১৫ সত্য মিলিয়ে গেছে,
এবং অপকর্ম থেকে যে নিজেকে সংযত রাখে, তাকে লুট করা হয়।

তিনি এইসব কিছু দেখলেন,
সুবিচার না থাকায় অসন্তুষ্ট হলেন।
১৬ তিনি তো দেখলেন যে, কেউই ছিল না,
বিস্মিত হলেন যে, পরের হয়ে মধ্যস্থতা করতে কেউ ছিল না।
তাই তাঁর আপন বাহু তাঁর হয়ে পরিত্রাণ সাধন করল,
তাঁর আপন ধর্মময়তা হল তাঁর নির্ভর।
১৭ তিনি বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে পরিত্রাণ ধারণ করলেন;
বস্ত্র রূপে প্রতিশোধ পরিধান করলেন,

আলোয়ান রূপে গায়ে জড়িয়ে নিলেন উদ্যোগ।
১৮ তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী মজুরি দেন:
তাঁর বিরোধীদের কাছে ক্রোধ, তাঁর শত্রুদের কাছে দণ্ড,
দ্বীপপুঞ্জের কাছে তাদের প্রাপ্য মজুরি দেবেন।
১৯ পশ্চিমে তারা প্রভুর নাম ভয় করবে,
পুবে তারা তাঁর গৌরব ভয় করবে,
কারণ তিনি এমন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত আসবেন,
যা প্রভুর ফুৎকারে তাড়িত।
২০ সিয়োনের জন্য,
যাকোবে যারা বিদ্রোহ-কর্ম বন্ধ করে, তাদেরই জন্য
এক মুক্তিসাধক আসবেন—প্রভুর উক্তি।

২১ প্রভু একথা বলছেন, 'আমার পক্ষ থেকে, তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি এ: আমার যে আত্মা
তোমার উপরে অধিষ্ঠিত এবং যে সমস্ত বাণী তোমার মুখে দিয়েছি, তা তোমার মুখ থেকে, তোমার
সন্তানদের মুখ থেকে, ও তোমার সন্তানদের বংশধরদের মুখ থেকে এখন থেকে চিরকাল ধরে
কখনও দূরে যাবে না।' প্রভুই এই কথা বলছেন!

ঈশ্বরের আলোয় আলোমণ্ডিতা যেরুসালেম জগৎকে আলোকিত করে

৬০ ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো এসে গেছে,
প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।
২ দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে এখনও আচ্ছন্ন করছে,
তমসা সর্বজাতিকে এখনও আবৃত করছে,
কিন্তু তোমার উপরে স্বয়ং প্রভু উদিত হচ্ছেন,
তোমার উপরে দৃশ্যমান হচ্ছে তাঁর আপন গৌরব।
৩ দেশগুলি তোমার আলোর কাছে আসবে,
রাজারাও আসবে তোমার উদয়ের মহিমার কাছে।
৪ তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ:
এরা সকলে একত্রে জড় হয়ে তোমার কাছে আসছে।
তোমার সন্তানেরা দূর থেকে আসছে,
তোমার কন্যাদের বাহুতে ক'রে বহন করা হচ্ছে।
৫ তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে,
কারণ সমুদ্রের যত ধন তোমার কাছে ভেসে আসবে,
দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।
৬ উট দলে দলে এসে তোমার রাস্তা-ঘাট সমস্তই দখল করবে,
—মিদিয়ান ও এফার দ্রুতগামী উট—
শাবা থেকে সকলেই আসবে,
তারা আনবে সোনা ও ধূপ,
প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ।
৭ কেদারের সমস্ত মেষপাল তোমার কাছে জড় হবে,

নেবায়োতের সমস্ত ভেড়া তোমার সেবায় থাকবে,
আমার যজ্ঞবেদির উপরে তারা হবে গ্রহণীয় নৈবেদ্য ;
আর আমি ভূষিত করব আমার কান্তির গৃহ।

৮ এ কারা উড়ে আসছে মেঘের মত,
খোপের দিকে কপোতের মত?
৯ সত্যি! যত দ্বীপপুঞ্জ আমার দিকে চেয়ে আছে,
দূর থেকে তোমার সন্তানদের,
ও তাদের সঙ্গে তাদের সোনা-রুপোও ফিরিয়ে আনবার জন্য
তার্সিসের জাহাজগুলি রয়েছে সবার আগে,
—তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে,
যিনি প্রকাশ করছেন তোমার কান্তি।
১০ ভিনজাতীয় মানুষেরা তোমার নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করবে,
তাদের রাজারা তোমার সেবায় থাকবে,
কেননা ক্রোধে আমি তোমাকে আঘাত করেছি,
কিন্তু প্রসন্নতায় তোমাকে স্নেহ করেছি।
১১ তোমার সমস্ত তোরণদ্বার সর্বদাই খোলা থাকবে,
দিনরাত কখনও বন্ধ হবে না,
যেন সর্বদেশের দলকে তোমার কাছে আনা হয়,
সারিবদ্ধ ক'রে তাদের রাজাদেরও সঙ্গে আনা হয়।

১২ কেননা যে দেশ বা রাজ্য তোমার সেবা করতে অসম্মত,
তাদের বিনাশ হবে,
তেমন দেশগুলো নিঃশেষেই ধ্বংসিত হবে।
১৩ তোমার কাছে আসবে লেবাননের গৌরব,
দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ একসঙ্গে আসবে,
যেন আমার পবিত্রধাম বিভূষিত করতে পারে,
গৌরবান্বিত করতে পারে আমার চরণস্থান।
১৪ যারা তোমাকে অত্যাচার করছিল,
তাদের সন্তানেরা হেঁট হয়ে তোমার কাছে আসবে ;
যারা তোমাকে তুচ্ছ করছিল,
তারা সকলে তোমার পদতলে প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়বে।
তারা তোমাকে উদ্দেশ করে বলবে : 'হে প্রভুর নগরী,
হে ইস্রায়েলের পবিত্রজনের সিয়োন!'
১৫ তুমি একসময় পরিত্যক্তা ছিলে, ছিলে বিতৃষ্ণার বস্তু,
তোমার মধ্য দিয়ে কেউই যাতায়াত করত না ;
কিন্তু আমি এখন তোমাকে সর্বযুগের গৌরবের পাত্র করব,
করব সকল পুরুষপরম্পরার আনন্দের উৎস।
১৬ তুমি সকল দেশের দুধ চুষে খাবে,
রাজাদের ঐশ্বর্য গ্রাস করবে।

এবং এই কথা জানবে যে, আমি প্রভুই তোমার পরিত্রাতা,
যাকোবের শক্তিশালী এই আমিই তোমার মুক্তিসাধক।
১৭ আমি ব্রঞ্জের বদলে সোনা, লোহার বদলে রুপো,
কাঠের বদলে ব্রঞ্জ, পাথরের বদলে লোহাই আনব।
আমি শান্তিকে করব তোমার নেতা,
ধর্মময়তাকে তোমার শাসনকর্তা।
১৮ তোমার দেশে অত্যাচারের কথা আর শোনা যাবে না,
তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে ধ্বংস ও বিনাশের কথারও উল্লেখ হবে না।
বরং তুমি তোমার নগরপ্রাচীরের নাম রাখবে 'পরিত্রাণ',
তোমার তোরণদ্বারের নাম 'প্রশংসাগান'।

১৯ সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না,
চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না ;
হে রাত্রি, চাঁদ ও জ্যোৎস্না মিলে যে তোমার জন্য হবে রাত্রির আলো,
এমনটি আর হবে না,
বরং স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো,
তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।
২০ তোমার সূর্য আর অস্ত যাবে না,
তোমার চাঁদও মিলিয়ে যাবে না,
কারণ স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো ;
আর তোমার শোকের সময়ের সমাপ্তি হবে।
২১ তোমার জনগণ, তারা সকলেই, ধার্মিক হবে,
তারা চিরকালের মত দেশ অধিকার করবে,
তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা,
আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।
২২ যে ছোট, সে সহস্র হয়ে উঠবে,
যে ক্ষুদ্র, সে হয়ে উঠবে বিপুল এক জাতি ;
যথাসময়ে আমি, প্রভু, শীঘ্রই এই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব।

ঈশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ মসীহ অত্যাচারিতদের সান্ত্বনা ও মুক্তি দান করেন

৬১ প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
কেননা প্রভুই আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।
তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে,
ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে,
বন্দিদের কাছে মুক্তি,
এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে,
২ প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ,
আমাদের পরমেশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করতে,
শোকার্ত সকল মানুষকে সান্ত্বনা দিতে,
৩ সিয়োনের শোকার্ত মানুষকে আনন্দের সুর শোনাতে,

তাদের দিতে ছাইয়ের বদলে শিরোভূষণ,
শোক-বস্ত্রের বদলে আনন্দ-তেল,
অবসন্ন হৃদয়ের বদলে প্রশংসাগান।
তারা 'ধর্মময়তা-তার্পিনগাছ' বলে অভিহিত হবে,
—প্রভুর গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর আপন রোপিত গাছ।
৪ তারা সেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করবে,
সেই পুরাতন ধ্বংসরাশি পুনরুত্তোলন করবে,
বহু যুগ আগের সেই বিধ্বস্ত শহরগুলি সংস্কার করবে।
৫ ভিনজাতির মানুষেরাই তোমাদের পাল চরাবে,
ভিনদেশের মানুষেরাই তোমাদের মাঠ ও আঙুরখেত চাষ করবে।
৬ কিন্তু তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।
৭ তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।
৮ কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।
৯ তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

১০ প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,
হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
১১ কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,
প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

যেরুসালেমের উজ্জ্বল গৌরব

৬২ সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,

যেরুসালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,
যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
২ তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,
তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
৩ তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।
৪ কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',
কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
৫ হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;
বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।

৬ হে যেরুসালেম, তোমার প্রাচীরের উপরে
আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম,
তারা দিনরাত কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
যারা প্রভুকে স্মরণ কর,
তোমরা বিশ্রাম করো না,
৭ তাঁকেও দিয়ো না বিশ্রাম নিতে,
যতক্ষণ না তিনি যেরুসালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন,
তাকে না করেন পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র।
৮ প্রভু তাঁর আপন ডান হাত ও শক্তিশালী বাহুর দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন,
আমি নিশ্চয় খাদ্যের জন্য
তোমার শত্রুদের তোমার গম আর দেব না;
ভিনজাতির মানুষেরাও সেই আঙুররস আর খাবে না,
যার জন্য তুমিই শ্রম করেছ।
৯ না! যারা শস্য জড় করবে,
তারাই তা খাবে ও প্রভুর প্রশংসাগান করবে;
যারা আঙুরফল সংগ্রহ করবে,
আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে তারাই তার রস পান করবে।

১০ তোমরা এগিয়ে যাও, তোরণদ্বার দিয়ে এগিয়ে যাও,
লোকদের জন্য পথ প্রস্তুত কর,

সমতল কর, রাস্তা সমতল কর,
যত পাথর সরিয়ে ফেল,
সর্বজাতির জন্য নিশানা উত্তোলন কর।
১১ দেখ, প্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত একথা শোনাচ্ছেন :
সিয়োন কন্যাকে বল,
'দেখ, তোমার পরিত্রাতা আসছেন!
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে;
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।'
১২ তারা এই নামেই আখ্যাত হবে : পবিত্র জাতি, প্রভুর বিমুক্ত।
এবং তুমি 'অন্বেষিতা', 'অপরিত্যক্তা নগরী' বলে অভিহিতা হবে।

জাতিগুলোকে বিচার

৬৩ ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আসছেন,
বস্রা থেকে যিনি আসছেন রক্তবর্ণ বসন পরে?
ইনি কে, আপন পোশাকে যিনি উজ্জ্বল?
আপন শক্তির পূর্ণতায় যিনি গম্ভীরভাবে এগিয়ে আসছেন?
এই আমি! ধর্মময়তায় আমি কথা বলি,
পরিত্রাণ সাধন করতে আমি মহান।
২ তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন?
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই করে, তোমার বসন তার বসনের মত কেন?
৩ মাড়াইকুণ্ডে আমি একাই আঙুর মাড়াই করলাম,
আমার আপন জাতির কেউই ছিল না আমার সঙ্গে,
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মাড়াই করলাম,
রুষ্ট হয়ে তাদের পদদলিত করলাম।
ছিটকে পড়ল আমার বসনে তাদের রক্ত,
আমার সমস্ত পোশাক হল কলঙ্কিত,
৪ কারণ আমার অন্তরে ছিল প্রতিশোধের দিন,
এসে গেছেই আমার মুক্তিকর্মের সন।
৫ চেয়ে দেখলাম : সাহায্য করতে ছিল না কেউ;
স্তম্ভিত হলাম : সমর্থক ছিল না কেউ।
তখন আমার আপন বাহুই ত্রাণ করল আমায়,
আমার রোষ, তা-ই হল আমার সমর্থক।
৬ ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাদের মাড়িয়ে দিলাম,
রুষ্ট হয়ে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করলাম,
তাদের রক্ত মাটিতে ঝরালাম।

পিতার উদারতা ও সন্তানদের সঙ্কীর্ণতা

৭ আমি প্রভুর কৃপাধারার কীর্তন করব,
—প্রভুর প্রশংসাগান,

আমাদের প্রতি তিনি যা কিছু করেছেন, তার গুণকীর্তন করব।
ইস্রায়েলকুলের প্রতি তিনি কেমন মহামঙ্গলময়!
তিনি তাঁর স্নেহ অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করলেন,
হ্যাঁ, তাঁর মহাকৃপা অনুসারেই ব্যবহার করলেন।

৮ তিনি বললেন, 'এরা সত্যিই আমার আপন জনগণ,
এমন সন্তান, যারা আমাকে আশাভ্রষ্ট করবে না।'
তাই তিনি হলেন তাদের ত্রাণকর্তা।
৯ তাদের সকল সঙ্কটে
সাধারণ এক দূত বা স্বর্গদূত যে তাদের ত্রাণ করল, এমন নয়,
তাঁর আপন শ্রীমুখই বরং তাদের পরিত্রাণ করল;
ভালবাসা ও স্নেহ দেখিয়ে তিনি নিজেই তাদের মুক্তি সাধন করলেন;
তাদের তুলে নিজের কাছে বহন করে নিলেন
অতীতকালের সমস্ত দিন ধরে।
১০ কিন্তু তারা বিদ্রোহ করল,
তাঁর পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিল;
তাই তিনি হলেন তাদের শত্রু,
নিজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
১১ তখন তারা সেই প্রাচীনকালের দিনগুলির কথা স্মরণ করল,
তাঁর দাস মোশীর কথা মনে করল।
তিনি কোথায়,
যিনি তাঁর মেষপালের পালককে জল থেকে বের করে আনলেন?
তিনি কোথায়,
যিনি তাঁর অন্তরে তাঁর আপন পবিত্র আত্মাকে রাখলেন,
১২ যিনি মোশীর ডান পাশে
তাঁর আপন গৌরবময় বাহু চলতে দিলেন,
যিনি নিজের জন্য চিরন্তন সুনাম অর্জন করার জন্য
তাদের সামনে জলরাশি বিভক্ত করলেন,
১৩ যিনি মরুপ্রান্তরে একটা অশ্বের মত
জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা করলেন?
তারা কেউই হোঁচট খায়নি,
১৪ যেমনটি পশুপাল উপত্যকার মধ্য দিয়ে সহজে নেমে আসে।
হ্যাঁ, প্রভুর আত্মাই বিশ্রামের দিকে তাদের চালনা করল।
এভাবেই তুমি গৌরবময় সুনাম অর্জন করার জন্য
তোমার জনগণকে চালনা করলে।

১৫ স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ,
তোমার পবিত্র গৌরবময় সেই আবাস থেকে দৃষ্টিপাত কর।
কোথায় তোমার উদ্যোগ, তোমার পরাক্রম?
তোমার সেই অন্তরঙ্গ মমতা ও তোমার সেই স্নেহ,

তা কি আমার বেলায় ফুরিয়ে গেছে?
১৬ তুমি তো আমাদের পিতা!
যদিও আব্রাহাম আমাদের আর চেনেন না,
যদিও ইস্রায়েল আমাদের আর স্বীকার করেন না,
তবু তুমি, প্রভু, আমাদের পিতা,
অনাদিকাল থেকে আমাদের মুক্তিসাধকই তোমার নাম!
১৭ প্রভু, আমরা তোমার সমস্ত পথ ছেড়ে ভ্রান্ত হব,
তুমি কেন এমনটি হতে দিচ্ছ?
আমাদের হৃদয় তোমাকে আর ভয় করবে না,
তুমি কেন এমন কঠিন করছ আমাদের হৃদয়?
তোমার আপন দাসদের খাতিরে,
তোমার আপন উত্তরাধিকার সেই গোষ্ঠীগুলোর খাতিরে ফিরে এসো!
১৮ তোমার জনগণ এত অল্পকালেই তোমার পবিত্র স্থান অধিকার করল,
আমাদের বিরোধীরা তোমার পবিত্রধাম মাড়িয়ে দিল।
১৯ আমরা এখন হয়েছি তাদেরই মত,
যাদের উপর তুমি কখনও কর্তৃত্ব করনি,
যারা আপন ব'লে কখনও বহন করেনি তোমার আপন নাম।

আহা, তুমি যদি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে নেমে আসতে!
তবে তোমার সম্মুখে পর্বতমালা কেঁপে উঠত।

৬৪ ১ আগুন যেমন ঝোপ প্রজ্বলিত করে ও জল ফোটায়,
সেইমত আগুন তোমার বিরোধীদের ধ্বংস করুক,
যেন তোমার শত্রুদের মধ্যে জ্ঞাত হয় তোমার নাম।
তোমার সম্মুখে দেশগুলি কম্পান্বিত হবে,
২ কেননা তুমি এমন ভয়ঙ্কর কীর্তি সাধন কর,
যা প্রত্যাশার অতীত!
৩ হ্যাঁ, পুরাকাল থেকে কেউ কখনও এমনটি শোনেনি,
কারও কান কখনও এমনটি শোনেনি,
কারও চোখও কখনও এমনটি দেখেনি যে,
তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর আছেন,
যিনি আপন শরণাগতদের পক্ষে তেমন মহাকর্ম সাধন করেন।
৪ যারা ধর্মময়তা পালনে আনন্দিত,
যারা তোমার পথে চলে তোমাকে স্মরণ করে,
তুমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে থাক।
দেখ, এখন তুমি ক্রুদ্ধ, কারণ আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি;
সেকালের পথ চললেই আমরা পরিত্রাণ পাব!
৫ আমরা সকলে অশুচি বস্তুর মত হয়েছি,
আমাদের ধর্মময়তার যত কর্ম মলিন বস্ত্রের মত;
আমরা সকলে পাতার মত জীর্ণ হয়েছি,

আমাদের যত শঠতা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাতাসের মত।
৬ কেউই তোমার নাম আর করে না,
তোমাকে আঁকড়ে ধরার জন্য কেউই সচেষ্ট নয়,
কারণ তুমি আমাদের কাছ থেকে তোমার শ্রীমুখ লুকিয়েছ,
ও আমাদের শঠতার হাতে আমাদের নরম হতে দিয়েছ।
৭ কিন্তু তুমি, হে প্রভু, তুমি তো আমাদের পিতা;
আমরা মাটি, তুমি আমাদের কুমোর,
আমরা সকলে তোমার হাতের রচনা।
৮ প্রভু, তুমি নিঃশেষে ক্রুদ্ধ হয়ো না,
শঠতার কথা চিরকালের মত স্মরণে রেখো না।
দোহাই তোমার, চেয়ে দেখ: আমরা তোমার আপন জনগণ!
৯ তোমার পবিত্র নগরগুলো এখন মরুপ্রান্তর,
সিয়োন মরুপ্রান্তর, যেরুসালেম ধ্বংসস্থান!
১০ আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেখানে তোমার প্রশংসাবাদ করতেন,
আমাদের পবিত্রতা ও কান্তির সেই গৃহ এখন আগুনে ভূমিসাৎ!
আমাদের যত প্রিয় বস্তু ধ্বংসস্তূপ!
১১ প্রভু, এসব কিছু সত্ত্বেও তুমি কি এমনি চুপ করে থাকবে?
তুমি কি নীরব থাকবে?
অতিমাত্রায় আমাদের অবনমিত করবে?

আসন্ন বিচার

৬৫ যারা আমার কাছে কোন যাচ্না রাখত না,
তাদের আমি নিজের উদ্দেশ পেতে দিয়েছি;
যারা আমার খোঁজ করত না,
তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি;
যে জাতি আমার নাম করত না,
আমি তাকে বলেছি, 'এই যে আমি আছি, এই যে আমি আছি।'
২ সারাদিন ধরে এমন এক বিদ্রোহী জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি,
যে জাতি কুপথেই চলে ও তার নিজের চিন্তাধারা পালন করে;
৩ যে জাতি, মুখের উপরেই, আমাকে অবিরত ক্ষুব্ধ করে তোলে।
তারা বাগানে বাগানে বলি দেয়,
ইটের উপরে ধূপ জ্বালায়,
৪ সমাধিগুহায় বসে,
গুপ্ত স্থানে রাত কাটায়,
শূকরের মাংস খায়,
এবং তাদের পাতে ঘৃণ্য মাংসের ঝোল থাকে।
৫ তারা বলে: 'দূরে থাক!
আমার কাছে এসো না, কেননা তোমার পক্ষে আমি অতিপবিত্র।'
এসব কিছু আমার নাকের কাছে ধূম,

সারাদিন জ্বালা আগুন।
৬ দেখ, আমার সামনে এসব কিছু লিখিত অবস্থায় আছে ;
আমি নীরব থাকব না ; না, আমি পূর্ণ প্রতিফল দেব,
পুরো মাত্রায় প্রতিফল দেব ;
৭ হ্যাঁ, তোমাদের অপরাধ ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ,
সবকিছুরই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু।
তারা পর্বতে পর্বতে ধূপ জ্বালাত,
উপপর্বতের উপরে আমাকে অপমান করত ;
সেজন্য আমি তাদের মজুরি হিসাব করে
তাদের কোলে তা বর্ষণ করব।

৮ প্রভু একথা বলছেন :
আঙুরগুচ্ছে ফলের রস দেখলে
লোকে যেমন বলে : এ নষ্ট করো না,
কেননা এতে আশীর্বাদ আছে,
আমি আমার দাসদের খাতিরে তেমনি করব,
অর্থাৎ, সকলকে বিনাশ করব না।
৯ আমি যাকোব থেকে এক বংশের,
যুদা থেকে আমার পর্বতগুলোর এক উত্তরাধিকারীর উদ্ভব ঘটাব।
যাদের আমি বেছে নিয়েছি, তারা তার অধিকারী হবে,
আমার দাসেরাই সেখানে বসবাস করবে।
১০ শারোন হবে মেষপালের চারণমাঠ,
ও আখোর উপত্যকা হবে গবাদি পশুর ঘেরি,
—যারা আমার অন্বেষণ করে, আমার সেই জনগণেরই জন্য !
১১ কিন্তু তোমরা যারা প্রভুকে ত্যাগ করছ,
আমার পবিত্র পর্বত ভুলে যাচ্ছ,
ভাগ্য-দেবের জন্য মেজ সাজিয়ে থাক,
এবং নিরূপণী-দেবীর উদ্দেশে মেশানো আঙুররসের পাত্র পূর্ণ করে থাক,
১২ তোমাদের আমি খড়্গের জন্যই নিরূপণ করলাম,
আর জবাইয়ের জন্য তোমাদের মাথা নত করা হবে ;
কারণ আমি ডাকলাম, কিন্তু তোমরা উত্তর দিলে না,
আমি কথা বললাম, কিন্তু তোমরা কান দিলে না।
আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তেমন কাজই তোমরা করেছ,
যাতে আমি প্রীত নই, তা-ই তোমরা বেছে নিয়েছ।
১৩ অতএব প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
দেখ, আমার আপন দাসেরা খাবে,
কিন্তু তোমরা ক্ষুধায় ভুগবে ;
দেখ, আমার আপন দাসেরা পান করবে,
কিন্তু তোমরা পিপাসায় ভুগবে ;

দেখ, আমার আপন দাসেরা আনন্দিত হবে,
কিন্তু তোমরা লজ্জার বস্তু হবে;
১৪ দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে
চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে,
কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে,
আত্মার জ্বালায় হাহাকার করবে।
১৫ তোমরা আমার মনোনীতজনদের মধ্যে
তোমাদের নাম অভিশাপ রূপে রেখে যাবে:
'প্রভু পরমেশ্বর তোমার এরূপ মৃত্যু ঘটান!'
কিন্তু আমার আপন দাসেরা অন্য নামে অভিহিত হবে।
১৬ যে কেউ দেশে আশীর্বাদ যাচ্‌না করবে,
সে বিশ্বস্ত পরমেশ্বরেরই দেওয়া আশীর্বাদ যাচ্‌না করবে;
যে কেউ দেশে শপথ করবে,
সে বিশ্বস্ত পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়েই শপথ করবে,
কারণ প্রাচীন সমস্ত সঙ্কটের কথা বিস্মৃত হবে,
আমার দৃষ্টি থেকে তা লুক্কায়িত থাকবে।
১৭ কেননা, দেখ, আমি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,
অতীতে যা কিছু ছিল, তা স্মরণে থাকবে না,
আর মনে পড়বে না;
১৮ বরং আমি যা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,
তার জন্য সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে;
কেননা দেখ, আমি যেরুসালেমকে পুলক-ভূমি,
ও তার জনগণকে উল্লাস-ভূমি হবার জন্যই সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।
১৯ আমি যেরুসালেমকে নিয়ে পুলকে মেতে উঠব,
আমার জনগণকে নিয়ে উল্লাস করব।
তার মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।
২০ এমন শিশু আর থাকবে না,
যে কেবল কিছুদিন জীবিত থাকবে;
এমন বৃদ্ধও থাকবে না,
যে তার পরমায়ুর নাগাল পাবে না;
কেননা বালকই একশ' বছর বয়সেই মরবে,
আর যে কেউ একশ' বছর জীবিত থাকবে না,
তাকে অভিশপ্ত বলে গণ্য করা হবে।
২১ তারা ঘর বেঁধে সেইখানে বাস করবে,
আঙুরখেত করে তার ফল ভোগ করবে।
২২ তারা ঘর বাঁধলে অন্যেরা বাস করবে না,
তারা পুঁতলে অন্যেরা ফল ভোগ করবে না,
কারণ গাছের আয়ু যেমন, আমার জনগণের আয়ু তেমন,
এবং আমার মনোনীতেরা দীর্ঘদিন ধরে

তাদের আপন হাতের শ্রমফল ভোগ করবে।
২৩ তারা বৃথা শ্রম করবে না,
আকস্মিক মৃত্যুর উদ্দেশে সন্তানদের জন্ম দেবে না,
কারণ তারা হবে প্রভুর আশিসধন্য বংশ,
তাদের সন্তানেরাও তাই।
২৪ তারা ডাকবার আগেই আমি সাড়া দেব,
তারা কথা বলতে না বলতেই আমি শুনব।
২৫ নেকড়ে ও মেষশিশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে,
কিন্তু ধুলাই হবে সাপের খাদ্য ;
তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর কিছুই ঘটাবে না।
এই কথা প্রভু বলছেন।

ঈশ্বরের সার্বজনীন বিচার

৬৬ প্রভু একথা বলছেন :
যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,
তখন আমার জন্য তোমরা কোথায় গৃহ গেঁথে তুলবে?
কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?
২ আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?
এসব কিছু কি আমারই নয়?—প্রভুর উক্তি!
আমার চোখ কার্ দিকেই বা তাকায়,
সেই বিনম্র ও চূর্ণ আত্মা মানুষের দিকেই ছাড়া,
যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?

৩ একজন একটা বলদ বলি দেয়, তারপর নরহত্যা করে ;
একজন একটা মেষ বলিদান করে,
তারপর একটা কুকুর গলা টিপে মারে ;
একজন শস্য-নৈবেদ্য আনে, তারপর শূকরের রক্ত নিবেদন করে ;
একজন ধূপ জ্বালায়, তারপর জঘন্য কিছু পূজা করে!
এরা নিজ নিজ পথ বেছে নিয়েছে,
এরা নিজেদের ঘৃণ্য প্রথায় প্রীত ;

৪ আমিও তাদের সর্বনাশের জন্য নানা মায়া বেছে নেব,
তারা যাতে ভীত, তা-ই তাদের উপরে নামিয়ে দেব,
কারণ আমি ডাকলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না,
আমি কথা বললাম, কিন্তু কেউ কান দিল না।
আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তেমন কাজই তারা করল,
যাতে আমি প্রীত নই, তা-ই তারা বেছে নিল।

৫ তোমরা যারা প্রভুর বাণীতে কম্পিত,

তোমরা প্রভুর বাণী শোন।
তোমাদের যে ভাইয়েরা তোমাদের ঘৃণা করে,
ও আমার নামের কারণে তোমাদের বঞ্চিত করে,
তারা বলেছে: 'প্রভু নিজের গৌরব প্রকাশ করুন,
যেন আমরা তোমাদের আনন্দ দেখতে পাই!'
আচ্ছা, তারা লজ্জিত হবেই।

৬ নগরী থেকে কলহের সুর,
মন্দির থেকে এক কণ্ঠস্বর!
এ প্রভুরই কণ্ঠস্বর, যিনি শত্রুদের প্রতিফল দেন।

৭ ব্যথা ওঠবার আগে সে প্রসব করল;
গর্ভযন্ত্রণার আগে পুত্রসন্তানের জন্ম দিল।

৮ এমন কথা কে শুনেছে?
এমন ব্যাপার কেইবা দেখেছে?
একদিনেই কি কোনও দেশের জন্ম হয়?
একনিমেষেই কি কোনও জাতির উদ্ভব হয়?
অথচ প্রসবকাল উপস্থিত হওয়ামাত্র
সিয়োন তার সন্তানদের প্রসব করল!

৯ প্রসবকাল উপস্থিত করি যে আমি,
আমি কি প্রসব ঘটাব না? একথা বলছেন প্রভু।
প্রসব ঘটিয়েছি যে আমি, আমি কি গর্ভ রোধ করব?
একথা বলছেন তোমার পরমেশ্বর।

১০ যেরুসালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

১১ তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।

১২ কারণ প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।
তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।

১৩ মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়,
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব;
যেরুসালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

১৪ এসব কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
প্রভুর হাত তাঁর আপন দাসদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করবে,
কিন্তু আপন শত্রুদের প্রতি তিনি ক্রোধ দেখাবেন।

১৫ কারণ দেখ, প্রভু আগুনসহ আগমন করছেন,
তাঁর রথগুলি ঘূর্ণিবায়ুর মত,
সকোপে ক্রোধ ঢেলে দেবার জন্য,
আগুনের শিখা দ্বারা তাঁর ধমক বর্ষণ করার জন্য।

১৬ কেননা প্রভু আগুন দ্বারা ও নিজ খড়্গ দ্বারা
সমস্ত মানবজাতির উপর বিচার সম্পন্ন করবেন;
আর অনেকেই প্রভু দ্বারা মারা পড়বে।
১৭ সেই যে একজন মাঝখানে রয়েছে, তার অনুসরণে
যারা বাগানে বাগানে নিজেদের পবিত্রীকৃত ও শুচীকৃত করে,
যারা শূকরের মাংস, ঘৃণ্য সবকিছু ও ইদুর খায়,
তারা সকলে একই পরিণাম ভোগ করবে—প্রভুর উক্তি—
১৮ আর সেইসঙ্গে তাদের সমস্ত কাজ ও সঙ্কল্পও লোপ পাবে।

আমি সকল দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি: তারা এসে আমার গৌরব
দর্শন করবে। ১৯ আমি তাদের মধ্যে এক চিহ্ন রাখব, এবং তাদের মধ্যে যারা রেহাই পেয়েছে,
তাদের আমি বিজাতীয়দের কাছে—তার্সিস, পুৎ, লুদ, মেশেক, তুবাল ও যাবানের কাছে, দূরবর্তী
যে দ্বীপপুঞ্জ কখনও আমার কথা শোনেনি ও আমার গৌরব দেখেনি, তাদেরই কাছে প্রেরণ করব;
তারা বিজাতীয়দের কাছে আমার গৌরবের কথা প্রচার করবে।

২০ প্রভু একথা বলছেন: তারা বিজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের সকল ভাইকে প্রভুর উদ্দেশে
নৈবেদ্যরূপে ঘোড়া, রথ, পাল্কি, খচ্চর ও উটে করে আমার পবিত্র পর্বতে, যেরুসালেমেই, ফিরিয়ে
আনবে, ঠিক যেমন ইস্রায়েল সন্তানেরা বিশুদ্ধ পাত্রে করে প্রভুর গৃহে অর্ঘ্য আনে।

২১ প্রভু একথা বলছেন: আমি তাদের মধ্যেও কয়েকজনকে যাজক ও লেবীয় রূপে নিযুক্ত করব।

২২ হ্যাঁ, আমি যে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে যাচ্ছি,
তা যেমন আমার সম্মুখে চিরস্থায়ী হবে,
—প্রভুর উক্তি—
তেমনি তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম চিরস্থায়ী হবে।
২৩ প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি সপ্তাহের সাব্বাৎ দিনে
সমস্ত মানবকুল আমার সম্মুখে প্রণিপাত করতে আসবে
—প্রভু এই কথা বলছেন।
২৪ তারা বাইরে যাওয়ার পথে,
যত লোক আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-কর্ম করেছে,
তাদের মৃতদেহ দেখতে পাবে;
কারণ তাদের কীট কখনও মরবে না,
তাদের আগুন কখনও নিভবে না,
তারা হবে সকলের বিতৃষ্ণার পাত্র।